কাণা-গলি

ভানু চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

রচনাকাল

১৯৫৩

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫নং, অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা—৬

প্রথম মুদ্রণ

ছেপেছেন—
কে, সি, ধর,
"ধর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"
৩২৭, অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা—৫

দাম দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

সৌরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া, হুগলী।

উত্তমকুমার

প্রীতিবরেষু-

কলকাতা

ভানু,

তোর 'আজকাল' আর 'কাণা-গলি'তে অভিনয় ক'রে খুব আনন্দ পেয়েছি।

আশা রাখি, ভবিষ্যতে এর চেয়ে আরো ভালো নাটক লিখবি।

উত্তমকুমার
১৩/১২/৫৮

॥ চরিত্র ॥

গোবিন্দ

গণেশ

শ্যামসুন্দর

বলরাম

মিহির

হরনাথ

সোমনাথ

সন্তু

শিশির

গগন

বাসুদেব

তারাপদ

করুণাময়ী

ছবি

সীমা

তরংগ

—প্রথম অভিনয়—

॥ ষ্টার ॥

সোমবার ৭ই জুন, ১৯৫৪

পরিচালনা—ভানু চট্টোপাধ্যায় ও শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা—পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

সোমনাথ	...	উত্তমকুমার
গোবিন্দ	...	স্মৃতিকমল কুণ্ডু
গণেশ	...	রমেশ মুখোপাধ্যায়
শ্যামসুন্দর	...	ভূপেন হালদার
বলরাম	...	শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়
মিহির	...	নির্ম্মল চক্রবর্ত্তী
হরনাথ	...	শৈলেন শীল
সতু	...	তপন মুখোপাধ্যায়
শিশির	...	নন্দ মুখোপাধ্যায়
গগন	...	গোরা মিত্র
বাসুদেব	...	বীরেন কুণ্ডু
তারাপদ	...	শম্ভু নন্দী
করুণাময়ী	...	বাণী গাঙ্গুলী
ছবি	...	মেনকা দত্ত
সীমা	...	বেলা সরকার
তরংগ	...	সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

—প্রযোজনা—

কৃষ্টি-ও-সৃষ্টি

॥ প্রবর্তনা ॥

[কাণা-গলির বুকে নিশীথ রাত্রের স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিল কাহার আর্তনাদ। যাহারই হোক, ইহা তাহার অন্তিম আর্তনাদ। আর ঠিক উহারই সঙ্গে-সঙ্গে উন্মত্তের মতো ছুটিয়া আসে একটি তরুণী। সে একটি বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল।]

তরুণী। মা—মা'গো—শুনছো? ও—মা—সীমু—বাবা—উঠে এসো, শীগগির উঠে এসো--মা—

মা। [ভেতর থেকে] কে—কে ডাকছিস রে? ছবি—ছবি এসেছিস নাকি? এত রাতে—

ছবি। শীগগির দোর খোল মা—শীগগির—বেরিয়ে এসো। নইলে আর আমায় দেখতে পাবে না…

মা। [ভেতর থেকে] কি হোল তোর?

[তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া মা বাহিরে আসিল। হাতের লণ্ঠন তুলিয়া ছবির দিকে তাকাইতেই চমকাইয়া উঠিল।]

মা। ওমা, অমন করছিস কেন? কি হয়েছে—

ছবি। কি যেন সব দেখলাম!—উঃ বুকটা কেমন করছে! আমার হাতটা ধরে তুলে নাও—

মা। ভয় পেয়েছিস তো! কত বারণ করেছি, রাতে একা ঘর থেকে বেরোস নি। গলি থেকে লোক সব চলে যাচ্ছে! চারদিক ফাঁকা—সোম বা সতু কাউকে ডেকে নিয়ে আসবি তো!

ছবি। সোম-দা না এলে, তোমার কাছে আর ফিরে আসতে পারতাম না। কাল সকালে, ঘরের মধ্যে দেখতে—আমি মরে পড়ে আছি—

মা। থাক, আর নিশুত রাতে অলক্ষুণে কথা কইতে হবে না! কতদিন তো বলেছি—মিহিরের যখন রাতে কাজ থাকবে—সে বেরিয়ে গেলে, আমার এখানে চলে আসবি! তা, কোন কথা তো শুনবি না—

ছবি। আর আমি এ গলিতে এক মুহূর্ত থাকতে চাই না। এমন জানলে, এখানে মরতে আসতাম না! সবাই চলে যাচ্ছে—তোমরা যে কেন এখন ও প'ড়ে আছ, আমি বুঝতেই পারি না!

মা। সবাই যখন চলে যাচ্ছে—আমাদেরও যেতে হবে। ঘর ছেড়ে যাওয়ার নোটিশ তো অনেক দিন হোল দিয়ে গেছে ওরা—

[অন্ধকারের মধ্যে কাহাকে আসিতে দেখিয়া মা লণ্ঠন তুলিয়া ধরিলেন। আলো দেখিয়া লোকটি স্থির হইয়া দাঁড়াইল।]

লোক। যাওয়ার কথা কাল সকালে, ভাববেন করুণমাসী। রাত অনেক হয়েছে—এত শীতে আর বাইরে থাকবেন না। ছবিকে ভেতরে নিয়ে যান•••

করুণাময়ী। কি হয়েছে রে সোমনাথ?

সোমনাথ। ভয় পেয়েছে। একা ঘরে শুয়ে-শুয়ে হয়'ত স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছে•••চিৎকার করে উঠেছিল•••কিন্তু আর ভয় নেই।

করুণাময়ী। ভাগ্যিস তুই শুনতে পেয়েছিলি•••নইলে•••

[সোমনাথ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।]

সোমনাথ। আগে ওকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দিন। কি সাহসে আপনারা এতরাতে—বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন! দেখছেন না—চারদিকের খালি ঘরগুলো—সমস্ত গলিটা হা-হা করছে। ভয় নেই আপনাদের—ভয় নেই?

ছবি। ভেতরে চলে এসো মা, ভেতরে চলে এসো—

[ছবি ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।]

করুণাময়ী। তুই এতরাতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন সোমনাথ?

সোমনাথ। আমি—আমি অপেক্ষা করছি! তরংগের জন্তে অপেক্ষা করছি!

[হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল।]

কাঃ—২

সোমনাথ। কিন্তু আলোটা সরিয়ে নিন—আমার চোখে লাগছে—সরিয়ে নিয়ে যান।

করুণাময়ী। আজ তোদের সব কি হয়েছে? যা, ঘরে চলে যা—ওই বোধ হয় তরং আসছে—

[করুণাময়ী ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। সোমনাথ দেখিল অপর বাড়ীটি হইতে তরংগ বাহির হইয়া আসিয়াছে। সে সোমনাথের কাছে আসিয়া থামিয়া গেল।]

তরংগ। একটা কিসের শব্দ হলো, বলো তো?

সোমনাথ। শব্দ? শব্দ কিসের! সারা গলিটার ফাঁকা ঘরগুলো হা-হা করছে। আর কি শব্দ হতে পারে?

তরংগ। রাত নিশুতি হয়ে এলো গো! ঘরে চল। বড্ড ভয় করছে। কী মিশমিশে অন্ধকার—

সোমনাথ। এই অন্ধকারে জন্মেছিস—বড় হয়েছিস—এতদিন ঘর-সংসার করছিস, কোন দিন তো ভয় পাসনি—

তরংগ। কী জানি গো—আজ কেন এত ভয় করছে! তুমি আছ ব'লে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, নইলে—

সোমনাথ। নইলে কী হোত? এই অন্ধকারে কেউ ছুটে এসে তোর গলা টিপে শেষ করে রেখে যেত,—আর আমি টের পেতাম না। এই কথা বলতে চাস তো!

তরংগ। আজ কি হোয়েছে তোমার? খালি থেকে-থেকে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠছ!

সোমনাথ। সাধে উঠছি—তোর আব্দার। সন্ধ্যে থেকে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত মুখে দিই নি। আর তুই একাজে-ওকাজে পরের দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস…

তরংগ। তাই তো নিজের ঘর থেকে দূর করে দিচ্ছিলে—

সোমনাথ। এখনও পর্য্যন্ত তার শোধ নিচ্ছিস? আর তুই যে আমায় সারাজীবন জ্বালিয়েছিস। আমি যদি তার জন্যে—

তরংগ। বেশ তো, তুমিও নিও একদিন, কেমন! এখন ঘরে চল। ভাত রেঁধে রেখে এসেছি।

[জোর করিয়া সোমনাথকে লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু দূরে কী একটা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।]

তরংগ। ওটা কি গো! ওমা—ও যে ভুলো, তোমার সেই কুকুরটা। কি হয়েছে ওর—মরে গেছে নাকি!

সোমনাথ। হ্যাঁ, তোর শত ঝ্যাঁটা খেয়েও মরে নি! ঘর থেকে বিদেয় করে দিয়েছিলি, তাতেও মরে নি। তারপর আমি—আমি নিজেই—

তরংগ। তুমি মেরেছ—তুমি মেরে ফেলেছ—

সোমনাথ। আমি—না—না—একটা সাপ! একটা সাপ কোথা থেকে এসেছিল—চুপ করে ঘুমিয়েছিল! স্বভাবের দোষ—সাপটাকে তেড়ে গিয়ে জাগাল! ঘুম ভাঙ্গতে সে ফুলে উঠল রাগে—ফণা তুলে উঠে দাঁড়িয়ে অমনি—

তরংগ। ওমা! বড্ড গা শিউরে উঠছে! এখান থেকে চলে চল।

সোমনাথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! একটা মরা কুকুর দেখে ভয় পাচ্ছিস— হাঃ-হাঃ-হাঃ!

তরংগ। আবার ওইসব ছাইভস্মগুলো আজ পেটে পড়েছে বুঝি?

সোমনাথ। এক ফোঁটাও না! হপ্তার টাকা রয়েছে পকেটে, গুণে দেখ!

তরংগ। ওহো—আজ তো হপ্তা! কই, টাকাগুলো দাওনি তো!

সোমনাথ। তুই নিলি কখন! এই নে—

[পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া তরংগের হাতে দিল। তরংগ লক্ষ্য করিল সোমনাথের পকেট হইতে একটা রুমাল পড়িয়া গেল। সাদা রুমাল—তাহার কয়েক জায়গায় রক্তের দাগ।]

তরংগ। ওকি—তোমার রুমালের মধ্যে—

[চাবুক খাইয়া যেন সোমনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তরংগকে দুহাতে চাপিয়া ধরিয়া রুমাল কুড়াইতে দিল না।]

সোমনাথ। খবরদার, ওটার দিকে তুই নজর দিবি না—তাকাবি না ওটার দিকে—

তরংগ। কি করেছ তুমি—কি করে এসেছ—

সোমনাথ। চুপ, একটুও চেঁচাস নে। সবাই তাহ'লে এখনি জেগে উঠবে—ছুটে আসবে! ভারী মুস্কিলে পড়ব…

তরংগ। না—না—তুমি কি সর্ব্বনাশ করে এসেছ—বল—বল শীগগির—

সোমনাথ। ব'লব—ব'লব—তুই একটু চুপ কর। সব কথা বলে তবে যেতে পারব।

[তরংগ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু তার চোখে-মুখে ভয় ও কান্নার আবেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

তরংগ। কোথায় যাবে তুমি…

সোমনাথ। সবাই চলে যাচ্ছে আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু তরং! যখন আমরা চলে যাব—তখন এই গলিটা কি ভাববে আমাদের কথা—! সে কি ভাববে, একদিন এখানে আমাদের ঘর ছিল, সংসার ছিল, আর কত মানুষ ছিল। সে কি ভাববে, ডাক্তারবাবু ডাক্তারখানা করতে চেয়েছিল—মাষ্টারমশাই চেয়েছিল ইস্কুল—কিন্তু কাউকে সে জায়গা দেয় নি—সবাইকে সে দূর করে দিয়েছে—

তরংগ। তখন বুঝি থাকবে তোমাদের এই কাণা অন্ধকার গলি? তখন তার চোখ ফুটবে। বড় বড় রাস্তা বেরিয়ে যাবে। তার বুকে কত আলো—কত বাতাস—আর রাস্তার দুধারে উচুউচু বাড়ীর সারি—

সোমনাথ। তবু একদিন তারই বুকে, কত দিন ধরে আমরা সবাই ছিলাম দুঃখে-কষ্টে, জলে-ঝড়ে—আর অন্ধকারে। সে কি ভাববে না তরং

বড় রাস্তায় যখন সকাল হয় তখন আমাদের গলিতে আলো ফোটে না! সূর্যিদেবতা আমাদের অনেক বঞ্চিত করেছে—কিন্তু এই পথ দিয়ে বোষ্টম ঠাকুর খঞ্জনী বাজিয়ে রোজ আসে—

[সোমনাথ অন্ধকারের মধ্যে স্বপ্নাচ্ছন্ন লোকের মতো অগ্রসর হইতে লাগিল। সে যেন এখন কোন অদৃশ্য গায়কের গান শুনিতে পাইতেছে।]

তরংগ। কোথায় যাচ্ছ!

সোমনাথ। [দূর থেকে] শুনতে পাচ্ছিস—ভোর হয়ে আসছে!

তরংগ। না গো—না—ভোরের এখন অনেক দেরি···

[তরংগ অগ্রসর হইল তাহার দিকে।]

সোমনাথ। [দূর থেকে] আমি যে শুনতে পাচ্ছি—বোষ্টম ঠাকুর খঞ্জনী বাজিয়ে আসছে—স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—তার গান—। সে গান শুনে গলির লোক রোজ জেগে ওঠে—সে গানে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়—গলির অন্ধকার সরে যায় সকাল হয়···সকাল হয়—

[খঞ্জনীর শব্দ ও অস্ফুট গানের সুরের মধ্যে সোমনাথের কণ্ঠ মিলাইয়া যাইল।]

॥ এক ॥

[শীতের রাত্রির গাঢ় অন্ধকার সবেমাত্র তরল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনও কাণা গলির বুকে চাঞ্চল্য জাগে নাই। এখনও নিস্তব্ধতা ঘন কুয়াশায় জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। খঞ্জনী বাজাইয়া কে যেন গাহিতেছিল, "জাগো, জাগো পুরবাসী, নিশি হোল ভোর"। গান ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। গায়ককে একটি চলমান ছায়া মূর্ত্তির মতো দেখা যাইল। অপ্রশস্ত পথ একখানি বাড়ীর সদর দরজার কোল ঘেঁষিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। তাহার পর, অপর একখানি দোতালা বাড়ীর দরজায় ধাক্কা খাইয়া হঠাৎ যেন থামিয়া গিয়াছে। আর পথ নাই। তাই যে পথে গায়ক প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিকেই তাহাকে আবার ফিরিতে হইল।

বাড়ী দুটির টিনের চাল। উপর হইতে ঢালু হইয়া রাস্তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রথম বাড়ীর দরজার পাশে একটি জানলা। দরজা ও জানলা বন্ধ। অপর যে দোতালা বাড়ীখানি গলির মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে, উহার সদর দরজার দুপাশে এক ফালি করিয়া সরু রোয়াক রহিয়াছে। দোতালার বারন্দাটি কাঠের রেলিঙ দিয়া ঘেরা। উহার একপ্রান্ত প্রথম বাড়ীটির চালের ওপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। অপর প্রান্তের দিকে, নীচে রাস্তার উপর একটি ডাষ্টবিন রহিয়াছে। বাড়ী গুলির চাল হইতে গড়াইয়া সকালের আলো কিছু কিছু গলি পথের এখানে সেখানে গড়াইয়া পড়িতেছে। অন্ধকার ক্রমশ সরিয়া যাইতেছে।

গায়ক চলিয়া গিয়াছে। তাহার গানের সুর মিলাইয়া গিয়াছে। বাড়ী দুটির ভিতর হইতে এখন একটি বহু কণ্ঠস্বরের মিলিত কলরব শোনা যাইতেছে। এবার যে লোকটি আসিল, তাহাকে স্পষ্ট দেখা যাইল। পরণের কাপড়খানির একভাগ দিয়া মাথা ও বুক মুড়ি দিয়াছে। রোগা, লম্বা, দড়ির মত পাকানো চেহারা। কিন্তু কণ্ঠস্বর তাহার দৈহিক ক্ষীণতার প্রমাণ দেয় না। প্রথম বাড়ীর জানলার সামনে দাঁড়াইয়া সে এমন উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিল যে, তাহাতে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়।]

লোক। ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! উঠেছেন নাকি?

ঘরের ভেতর থেকে। কে?

লোক। আমি—আমি গো—

ঘরের ভেতর থেকে। আমি কে? নিজের নামটাও কি ভুলে গেছ বাবা?

লোক। গোবিন্দ—গোবিন্দ। আমি গোবিন্দ।

[জানলা খুলিয়া যে প্রৌঢ় ব্যক্তি ভাঙ্গা গরাদের ফাঁক দিয়া মাথাটি রাস্তার দিকে বাহির করিয়া দিল সে আর কেহ নহে, কাণা গলির গণেশ ডাক্তার। তাহার পুরাতন প্রিয় কোটখানি পঞ্চাশ বছরের পুরাতন দেহের উপর সবে মাত্র চাপান হইয়াছে। এখনও বোতাম আঁটা হয় নাই। দাবা খেলার সঙ্গী এই চায়ের দোকানের মালিক গোবিন্দকে দেখিয়া গণেশ বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।]

গণেশ। আরে কে, গোবিন্দ? তাই বল। দোকানের ঝাঁপ তুলেছ?

গোবিন্দ। কখোন! এত বেলা হোল আজ রুগী দেখতে বেরুবে না?

গণেশ। সে কি? বেরুবনা কি হে? একটু দাঁড়াও। আমি আসছি।

[গণেশ তৎক্ষণাৎ মাথাটি ঘরের ভিতর টানিয়া লইল। তাহার পর বোতাম লাগাইতে লাগাইতে অন্যদিকে সরিয়া গেল।]

গোবিন্দ। একটু শিগগীর করে। দেরী যেন না হয়, বুঝলেন?

গণেশ। (ঘরের ভেতর থেকে) এই এলুম বলে।

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ দুই ॥

[ডাক্তার খানায় যাইবার উদ্দেশ্যে গণেশ কোটের বোতাম লাগাইয়া তাক হইতে ছোট ব্যাগ খানি তুলিয়া লইল। দেওয়ালে কালীঘাটের কালীমাতার একখানি সিঁদুর লেপা পট টাঙ্গান ছিল। সেখানে দাঁড়াইয়া সে চোখ বন্ধ করিয়া, ভক্তি ভরে মাথা নত করিয়া বিড় বিড় করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। ঘরখানিতে আসবাবপত্র, গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী মানুষের দাঁড়াইবার স্থান খুব কম রাখিয়াছে। ইহার এককোণে রান্না ঘরের দরজার ফাঁক দিয়া ধোঁয়া আসিতেছিল। সে দিক হইতে গণেশ ডাক্তারের স্ত্রী করুণাময়ী যখন ঘরে আসিল, তখন বিপরীত দিকে, বাহিরে যাবার দরজার দিকে গণেশ অগ্রসর হইতেছে।]

করুণাময়ী। ওগো শুনছ!

গণেশ। ইস্! গ্যালো—গ্যালো! সব গ্যালো।

করুণাময়ী। ওমা অমন করছ কেন? কি গেল কি?

গণেশ। আমার মাথা গেল, আর তোমার মুণ্ডু গেল! আজকের দিনটা গেল। পেছন থেকে "ওগো শুনছ" ডাকটি না ডাকলে কি ঘুম হচ্ছিল না? ব্যাস্! আজ রুগীটুগীর দফারফা। একটা মশা মাছিও এসে বসবে না ডাক্তারখানায়। ঠিক বেরুবার সময়টিতেই যত বাগড়া।

[গণেশ তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িল। যাত্রা অশুভ হইয়া যাওয়ায় সে এমন চঞ্চল হইয়াছিল যে, বাধ্য হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার মত ধৈর্য্যও তাহার ছিল না। তাহার অস্থিরতা দেখিয়া করুণা মুখ টিপিয়া হাসিল]

করুণাময়ী। তা একটা দিন না বেরুলে কি এমন ক্ষতি?

গণেশ। কি এমন ক্ষতি? ক্ষতির পাহাড় পর্ব্বত। এই গণেশ ডাক্তারের হাতে এখানকার আদ্দেক লোকের লাইফ ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত টিক্‌-টিক্ করছে। একটু অন্যমনস্ক হয়েছ কি সব খতম বুঝলে?

করুণাময়ী। ছাই বুঝলাম!

গণেশ। বুঝবে কি ক'রে? সে মাথা কোথায়?

করুণাময়ী। বেশ আমার মাথা না থাক আমি বুঝতেও চাইনা। তোমার শরীর আজ ভাল নেই—আজ আর বেরিও না।

[গণেশ ডাক্তারখানায় যাওয়া পাছে বন্ধ হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তক্তাপোষ হইতে লাফাইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, তাহার যাওয়া বন্ধ করিতে তাহার স্ত্রীর মত আর কেহ পারে না।]

গণেশ। না বেরুবেনা! রুগীগুলো সব বেহাত হোক আর কি? ঘরে থাক, বোঝনাতো বাইরের হালচাল? বলি, বাজারে তো বেরোও নাগো।

করুণাময়ী। বুড়োবয়সে কথার ছিরি দেখ!

গণেশ। হুঁহুঁ—গণেশ ডাক্তার ঠিক কথাই বলে। চারদিকে হাঁ করে বসে আছে সব হাতুরে হাঙ্গর। মোকা পেয়ে রুগীগুলোকে টপাটপ গিলুক আর গণেশ ডাক্তারের হোক বদনাম! ডাক্তারের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে বুঝলে বিরাট দায়িত্ব। এখন আমার পারমানেণ্ট পেসেণ্ট কতজন শুনবে? দাঁড়াও নোটবই দেখে বলছি।

[কোটের পকেটগুলি খুঁজিতে চাহিল। করুণা জানিত যে সে নোটবুক সন্ধান করিলেও সহজে পাওয়া যায় না। আর গণেশের রোগীরা তাহার অপরিচিত নহে।]

করুণাময়ী। থাক! আর রুগীর ফর্দ্দ শুনিয়ে কাজ নেই। রুগী যে কত আসে সে আর আমার জানতে বাকী নেই। ডাক্তারখানা মানে তো গোবিন্দর চায়ের দোকান? সারাদিন বসে তো গোবিন্দর সঙ্গে দাবা খেল—আর মাছি তাড়াও।

[উত্তপ্ত বালির ওপর কড়াই ছড়াইয়া দিলে যেমন সশব্দে ফাটিতে থাকে গণেশের অবস্থা তদ্রূপ।]

গণেশ। কে বলেছে? এ্যাঁ কে বলেছে? আমি ডাক্তারখানা মানে গোবিন্দর দোকানে মাছি তাড়াই? নিশ্চয়ই ঐ শয়তান বলরাম মাষ্টার? আমি জানি সব ঐ হতভাগা নচ্ছারটার চালাকী। আমার এই পনের বছরের পশারটিকে জাহান্নমে পাঠাতে উঠে-পড়ে লেগেছে! রাস্কেল দামড়াটা···

করুণাময়ী। বলু ঠাকুরপো বলবেন কেন? মিছিমিছি ভাল মানুষটাকে সকাল বেলা গালমন্দ কোর না।

গণেশ। গাল দোবনা? একশবার—হাজারবার—যতবার পারব দোব। হতচ্ছাড়া আমায় বলে কিনা অশ্বচিকিৎসক—বেটাচ্ছেলের আবার বিদ্যেসাগরী বাংলায় গালাগাল? কপালের এই দাগটাকে নিয়ে পাড়াময় কি রটিয়েছে জানো? ঘোড়ার লাথি। ঘোড়ার খুরে ওষুধ দিতে গিয়ে আমি লাথি খেয়েছি। এইটেই গণেশ ডাক্তারের সার্টিফিকেট!

[নিজের অবমাননার কথা ব্যক্ত করিবার সময় গণেশের কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়িল। ডাক্তার হিসাবে কেহ বদনাম করিলে তাহার বুকে লাগে।]

করুণাময়ী। বলু ঠাকুরপো এইসব কথা বলেছেন? কখখনো না—মিছে কথা।

গণেশ। মিছে কথা? আমি নিজে কাণে শুনেছি···

করুণাময়ী। কার কাছে—কবে শুনেছ?

গণেশ। কবে শুনেছি! দাঁড়াও নোটবই দেখে বলছি। ওই যাঃ ডাক্তারখানায় ফেলে এসেছি তো! আচ্ছা আমি এক্ষুনি নিয়ে এসে দেখাচ্ছি।

[দ্রুতপদে দরজার দিকে যাইলে করুণা হাত ধরিয়া তাহাকে থামাইল। শান্তভাবে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে তাহাকে বুঝাইতে চাহিল।]

করুণাময়ী। না গো থাক। আজ আর গোবিন্দর দোকানে গিয়ে কাজ নেই। বাড়ী থাক। কথা আছে।

[গণেশের মন স্থির হইবার নয়। বলরাম নামক তাহার ক্ষতিকারক লোকটি তখন তাহার সকল চিন্তা ও শঙ্কার কেন্দ্রে বসিয়া আছে। সে মাথা নাড়িতে লাগিল।]

গণেশ। ওরে বাবা! বলরাম মাষ্টার যখন পেছনে লেগেছে গিন্নী তখন ডাক্তারখানা মানে গোবিন্দর দোকানে যাওয়া একবেলাও বন্ধ নয়। গোবিন্দর কাছে রোজ দু'বেলা যাতায়াত করছে। দিনরাত ভুজুং-ভাজুং দিচ্ছে। গোবিন্দ আমায় দোকানের আদ্দেকটা ছেড়ে দেবে বলেছে—সেটা বাগিয়ে বেটাচ্ছেলে একটা কোচিংক্লাশ খুলতে চায়। এখন সব সময় তক্কে তক্কে থাকতে হ'বে। কোন ফাঁকে কি কল-কাটিটি নেড়ে বসবে—ব্যাস্—গণেশ ডাক্তারের ডাক্তারীও অমনি জন্মের শোধ শেষ।

[করুণাময়ী এই সব খেয়ালীপনায় বিরক্ত হইয়া উঠিল। গণেশের এই সব কল্পিত আশঙ্কার ও সাবধানতার সে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পায় না।]

করুণাময়ী। শেষ হ'তে আর বাকীই বা কি আছে?

গণেশ। কেন? একথা বলছ কেন বলত? মাষ্টারের নোতুন ফন্দিটন্দী কিছু টের পেয়েছ নাকি? খবরদার ঢুকতে দিওনা, কালসাপকে ঘরে ঢুকতে দিওনা। ঝাঁটা মেরে খেদিয়ে দিও।

করুণাময়ী। ছিঃ! যা মুখে আসছে ভদ্রলোককে তাই বলে অপমান করছ?

গণেশ। ভদ্রলোক! অসভ্য, বর্ব্বর—একটা বক-রাক্ষস। ব্যাবসাটাকে আমার ডকে ওঠাবার জন্যে ব্যাটা একেবারে গাছ-কোমর বেঁধে লেগে গেছে। বদমাইস লক্ষ্মীছাড়া গিদ্ধড়…

করুণাময়ী। পরের ওপর মিছে ঝাল ঝাড়লে কি হবে? দিন দিন যেরকম ভীমরতি হচ্ছে, তাতে ব্যবসা তোমার আপনিই ডকে উঠবে। আমি বলে দিচ্ছি, দেখে নিও।

গণেশ। কেন—কেন? অমন বলে দিচ্ছ কেন?

করুণাময়ী। খালি রুগীই তো দেখে যাচ্ছ আর ওষুধ দিয়ে যাচ্ছ। দাম পাচ্ছ কোথায়? এদিকে যে বাড়ীওলা পাবে মাস দু'য়েকের ভাড়া। মুদীর একমাসের আর গয়লার দু'মাসের টাকা। সীমুর স্কুলের মাইনেও কিছু বাকী। তার ওপর ছবির বিয়ের সময় তোমার ঐ গোবিন্দর কাছ থেকে নিয়েছ তিনশো। চারদিকের দেনায় মাথার চুল ক'গাছা যে বিকিয়ে রেখেছ!

[গণেশ অভাবের ফর্দ্দ শুনিয়া মোটেই বিচলিত হইল না। সকল দুঃখকে সে ম্লান হাসি ও সান্ত্বনায় ঢাকিয়া দিতে চাহিল।]

গণেশ। তা, এবাজারে দেনা আর নেই কার বল? আরে আমিও তো কত লোকের কাছে ওষুধের দাম পাবো—এই ধরো ন্যাপলার মা—হলধরবাবু আর বাসুদেব—মোট কত পাওনা শুনবে? দাঁড়াও নোটবইটা দেখে বলছি। ওই যাঃ—আচ্ছা, আমি এখুনি ডাক্তারখানা মানে গোবিন্দর দোকান থেকে নিয়ে এসে…

[গণেশ আবার দরজার দিকে ফিরিল।]

করুণাময়ী। সে টাকা পাবার আশা এখনো তুমি রাখ? হা আমার পোড়া-কপাল…

গণেশ। দেখ গিন্নী, আমি ডাক্তার। তার ওপর পনের বছরের প্রাকটিশ। রোগ ধরতে আর রুগী চিনতে, আমার ভুল হয়না। টাকা পেতে দেরী হতে পারে, তবে মারা যাবেনা।

করুণাময়ী। তার আগে যে নিজে মারা পড়বে। বিয়ের বয়সী আইবুড়ো মেয়েটার কি হবে? ধারে কেউ ডাক্তারী করে?

গণেশ। আমার রুগীরা তো কেউ লাখপতি নয়। ধার না দিলে আসবে কেন? তুমি ভাবছ মিছে। স্থাপলার মা, হলধরবাবু আর বাসুদেব মানে আমার রুগীদের নাড়ী নক্ষত্র আমার নখদর্পণে। গরীব বলেই ঠিক সময়ে দিতে পারে না, তবে ঠকাবে না। সময় হলেই পাওনা আমার পাইটি ধরে চুকিয়ে দেবে।

করুণাময়ী। তবে ওই আনন্দেই নাচো। সংসারটা যাক ছারখারে। মেয়েটার আর আমার জন্যে খানিকটা এমন ওষুধ এনে দিও বুঝলে?

গণেশ। বেশতো দিচ্ছি এখুনি···

[গণেশ ব্যাগটাকে খুলিতে চাহিল। এক কৌটা ওষুধের জন্য এত গোলমাল—সে আগে বোঝে নাই। করুণা রাগ করিয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া গণেশের দিকে ফিরিল]

করুণাময়ী। ও চুলোর ছায়ে কি হবে? যাতে মরণ হয়—

গণেশ। সেটা তো আমার জানা নেই।

[অসহায়ভাবে সে করুণার দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে করুণার সর্ব্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরিয়া গেল।]

করুণাময়ী। বেশ আমিই তাহলে যোগাড় করে নেব।

গণেশ। আরে! এই দেখ, তুমি চটলে নাকি? তোমার কি আছে বলে ফেলনা—আমি না হয় সব শুনেই রুগী দেখতে বেরুবো।

করুণাময়ী। তবু যাওয়া চাই?

গণেশ। এই কি জান গিন্নী। গোবিন্দর দোকানটা একবার ঘুরে না এলে কেমন যেন হয়। ক্ষিধে হয়না, চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে—মানে অম্বল—

[করুণার মুখের দিকে চাহিয়া গণেশ এরূপ ভঙ্গী করিল যে, এখনি সে অম্লরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। করুণা হাসি লুকাইতে পারিল না।]

করুণাময়ী। বাজে কথা রাখ। সীমুর জন্যে একটা পাত্তর টাত্তর দেখতে হবে তো?

গণেশ। সীমুর বিয়ে? এইতো আর বছর দিলুম ছবির বিয়ে। আবার এখনই সীমুর বিয়ে?

করুণাময়ী। তা হবে না? চোদ্দ পেরিয়ে পনেরয় পা দিয়েছে গেল অঘ্রাণে। লোকের কাছে তবু দু'এক বছর কমিয়ে বলি। হিঁদুর ঘরের মেয়ে আর কত বড় হবে। আর চাইলেইতো ছেলে হাতের কাছে এসে পড়বে না? এখন থেকে সন্ধান করতে হবে ত?

গণেশ। তা সীমুর বিয়ে নাইবা দিলুম। একেবারে ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে থাকবো কাকে নিয়ে?

করুণাময়ী। দেখ, ওসব অনাচ্ছিষ্টি কথা মুখে এন না। শুনলে গা জ্বলে যায়। আমি সীমুকে পাঠিয়েছি বলুঠাকুরপোকে ডেকে আনতে।

গণেশ। বলরামকে? এখানে?

করুণাময়ী। হ্যাঁ, তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো। মাষ্টার মানুষ, ছাত্তর-টাত্তর অনেক আছে। আমার সীমুর জন্যে…

গনেশ। আমার সীমুর বিয়ে দেবে বলাই মাষ্টার? আর আমি তার জন্যে খোসামোদ করব? তুমি আমায় পাগল পেয়েছ?

করুণাময়ী। ওঃ! মুরোদ কত? ছবির বিয়েটাও কি তুমি নিজে দিয়েছিলে? বলরামবাবু না থাকলে, কোথায় পেতাম মিহিরের মত জামাই?

[বাইরের দিকের দরজার খিল তখনও খোলা হয় নাই। কে শেকল নাড়িতে লাগিল। গণেশের মুখ শুকাইয়া গেল।]

গণেশ। ওই বলরাম, আমি ভেতরে যাই। ওকে সামনে দেখলে, বুকটা কি রকম ঢিপ ঢিপ করে। কথাবার্ত্তা সব তুমিই বোল।

[গণেশ ভীত হইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল।]

বাইরে থেকে। কোথায়! করুণামাসী কোথায় গো!

করুণাময়ী। এই যে এখানে, ভেতরে এসো বাবা! শ্যামসুন্দর গো—

[করুণা খিল খুলিল। গণেশ সহসা উৎসাহ ফিরিয়া পাইল। সে খুসী হইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।]

গণেশ। শ্যামসুন্দর!

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই মেসোমশাই।

গণেশ। আরে এস এস! কি হোয়েছে বাবা বল বল পেট কন কন, না বুক ঝনঝন? মাথা টিপ টিপ, না চোখ পিট পিট? এক ফোঁটাতে তোমার সব সারিয়ে দোব।

শ্যামসুন্দর। আমার—আমার তো কোন—

গণেশ। হ্যাঁ--হ্যাঁ তোমার, তোমার কি অসুখ করেছে বল?

করুণাময়ী। ওমা, খামোকা ছেলেটার অসুখ করতে যাবে কেন? আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছি সীমুর দুটো ব্লাউজ সেলাই করতে দোব। তুমি বোস বাবা। আমি কাপড় আর মাপটা নিয়ে আসি।

গণেশ। ও! তোমার তাহলে অসুখ করেনি?

শ্যামসুন্দর। কই মনে হচ্ছে না ত?

গণেশ। তোমাকে তাহলে আমার কোন দরকার নেই।

[গণেশ বাহিরে যাইতে চায়।]

শ্যামসুন্দর। আপনাকে যে আমার একটু দরকার ছিল মেসমশাই! একটা কথা আপনাকে—

গণেশ। তাড়াতাড়ি শ্যামসুন্দর তাড়াতাড়ি সময় বড় কম। বলে ফেল—

শ্যামসুন্দর। মাসীমা, আমায় সীমের পাত্র খুঁজতে বলেছিলেন।

গণেশ। হাঁ—হ্যাঁ খোঁজ খবর কিছু পেলে নাকি? যাক! বলরামের পাত্রটী এলে হাটাতে পারব। বেটা আমায় বড্ড ভোগাচ্ছে, বুঝলে? তা, কোথায় খোঁজ পেলে বাবা?

শ্যামসুন্দর। দিদি বলছিল—মানে আমার দিদি—

গণেশ। হ্যাঁ—হ্যাঁ তোমার দিদি মনোরমা—একডোজ আর্ণিকা টু-হাণ্ড্রেডে যার আঙুলহাড়া সারিয়েছিলাম। কি বলছিল মনোরমা?

শ্যামসুন্দর। বলছিল আমরা আপনাদের পাল্টাঘর।

গণেশ। আরে তাই নাকি? তোমরা আমাদের পাল্টা?

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে আমাকে যদি আপনাদের পছন্দ—

[শ্যামসুন্দরকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া গণেশ হাসিতে লাগিল।]

গণেশ। তুমিই—তুমিই তাহলে? এঁ্যা?

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে দিদি বলছিল—

গণেশ। ভারী ভাল কথা বলছিল। তা, তোমার লেখাপড়া কতদূর বাবা?

শ্যামসুন্দর। ওটা বেশীদূর গড়ায়নি। চারদিকের হালচাল দেখে বুঝলুম—শিখেও লাভ নেই—না শিখেও লাভ নেই। তাই থার্ড কেলাসেই ডুব মেরে দিলুম।

গণেশ। খুব ভাল করেছ। আরে, যাহোক কাজকর্ম্ম একটা শিখেছ ত? বেকার ত' আর নও?

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে পারমানেণ্টো বেকার নই। তবে মাঝে মাঝে বাজারটা যখন হার্ড যায়, অর্ডারটর্ডার থাকে না আর কি, সেই সময়টা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। তবে চেষ্টায় আছি, বুঝলেন মেসমশাই। কপাল যদি একবার খুলে যায়না, আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমি নিজেই তখন একটা দোকান খুলে বসব।

গণেশ। কথাবার্ত্তা শুনে যা বুঝেছি শ্যামসুন্দর! হুঁ—তুমি পারবে।

[এইরূপ প্রশংসা পাওয়ার পর শ্যামসুন্দরের পক্ষে আপনার কীর্ত্তির বিবরণ দেওয়ার ইচ্ছা দমন করা মোটেই সম্ভব নয়। পরনিন্দায় সে পটু নহে, কিন্তু নিজের স্তুতি কীর্ত্তনেও পশ্চাদপদ নহে।]

শ্যামসুন্দর। আমি পাশকরা টেলার মেসমশাই। মাথায় অনেকরকম ডিজাইনের আইডিয়াও খেলে। দেবেন না, আপনার একটা কোটের অর্ডার। আমেরিকান ধাঁচে কেটে বিলিতি সেলাই মেরে এমন একটা জিনিষ বানিয়ে দোব—তাক লেগে যাবে। মাপটা নিয়ে ফেলব ?

[পকেট হইতে সে এক নিমেষে মাপিবার ফিতা বাহির করিয়া ফেলিল। কিন্তু গণেশের দিকে অগ্রসর হইতে সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।]

গণেশ। না—না শ্যামসুন্দর। আমার কোট এখন থাক। এতে তো বেশ চলে যাচ্ছে।

শ্যামসুন্দর। তালি লাগিয়ে লাগিয়ে তো একেবারে আমেরিকান ছাপা-ছিট করে ফেলেছেন। এটাকে এবার পেনসন দিন !

[করুণাময়ী জামার কাপড় ব্লাউজ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।]

করুণাময়ী। কাকে কি বলছ বাবা—ওটা তোমার মেসমশায়ের সঙ্গের সাথী। কোটটার বয়স হোল সাতবচ্ছর। বিয়ের আগে ছবি তালি লাগাত। এখন ভার পড়েছে সীমুর।

শ্যামসুন্দর। সত্যি মেসমশাই বড্ড পুরোনো হ'য়ে গ্যাছে। এবার ছাঁটাই ক'রে ফেলুন—

গণেশ। কি জান বাবা—সাতবছর ধরে পরেছি। কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। খালি পুরোনো ব'লে কি বাতিল করা যায় ? এই যেমন ধরো তোমার মাসীমা—

করুণাময়ী। আঃ—ছেলেপিলের সামনে।…

গণেশ। ওঃ !

[ব্যাপারটা করুণার চোখের ইসারায় বুঝিতে পারিয়া গণেশ কতকটা অপরাধির মতো ভয়ে, কতকটা লজ্জায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের কোটটার দিকে চাহিতে লাগিল।]

করুণাময়ী। আমি ওটাকে উনুনে না দিলে নোতুন জামা আর গায়ে উঠবে না। বুঝলে বাবা!

গণেশ। আঃ তুমি চটছো কেন? আমি সময় পেলুম কোথায়?

করুণাময়ী। শুনলে তো কথা? সাত বছরের মধ্যে নোতুন একটা কোট কেনবার সময়টুকুও তোমার মেসোমশাই খুঁজে পেলেনা? দুঃখের কথা তোমায় আর কি বলব? ঘরের পাশে থাকো সবই দেখতে পাচ্ছ।

শ্যামসুন্দর। আমায় ছিটটা দিন মাসীমা—দুটো ব্লাউজ হবেতো?

করুণাময়ী। এই মাপটা। একটু তাড়াতাড়ি দিও বাবা। মেয়েটার একটাও জামা নেই। ইস্কুলে যেতে পারেনা।

[গণেশের ছোট মেয়ে সীমা প্রবেশ করিল। বই ও খাতা লইয়া পড়িতে বসিবার জন্য সে ঘরে আসিয়াছে। কিন্তু শ্যামসুন্দরের হাতে জামার কাপড় দেখিয়া বইগুলো তক্তাপোষের উপর ফেলিয়া দিল।]

সীমা। দরকার নেই। ওগুলো তুমি রেখে যাও সুন্দরদা।

[জামা ও ছিট শ্যামসুন্দরের হাত হইতে কাড়িয়া লইল।]

শ্যামসুন্দর। কেন সীম?

সীমা। মা! দিদির বিয়েতে এক গাদা টাকার জামা করিয়েছে। সেটা শোধ না দিয়ে আমার জামা তুমি করতে দেবেনা।

শ্যামসুন্দর। আহা, আমি তো সে টাকা এখন চাইছিনা।

সীমা। তুমি না চাইলে কি হবে? দোকানদার তোমার মজুরী থেকে রোজ তার দরুণ কেটে নেয়।

শ্যামসুন্দর। বাজে কথা। বাজে কথা। বুঝতে পেরেছি সন্তুটা তোমায় লাগিয়েছে তো? স্রেফ বাজে কথা—স্রেফ বাজে—

সীমা। সন্তু মিথ্যে কথা বলেনা।

শ্যামসুন্দর। তাহলে বলোনা। কিন্তু আমার মজুরী থেকে কাটা যাকনা। মাসীমার কাছে তো টাকাটা আমার জমা। তোমাদের কাছে থাকা আর ব্যাঙ্কে রাখা একই কথা। সুবিধেমত আমি তুলে নেব মানে চেয়ে নোব আর কি?

[শ্যামসুন্দর হাসিতে হাসিতে সীমার হাত হইতে আবার জামা ও ছিট নিজের হাতে লইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।]

সীমা। অত ভালমানুষীতে কাজ নেই। কি একেবারে লাখটাকা রোজগার কর যে দাতাকর্ণ সাজতে এসেছ? দাও, তোমার আর জামা করে কাজ নেই।

করুণাময়ী। তা, ওকে আমি তৈরী করতে দিচ্ছি—তোর এতে মাথা গলাবার দরকার কি সীমু?

সীমা। দরকার আছে। চারদিকে দেনা ক'রে রেখেছ। রোজ এসে পাওনাদারে দরজা ধাক্‌কাচ্ছে—গালমন্দ ক'রে যাচ্ছে—তাতেও হুঁস হোলনা?

[করুণা ক্রোধে দুঃখে একেবারে ফাটিয়া পড়িল।]

করুণাময়ী। তোর কাছে আমায় শিখতে হ'বে সীমু? এতদিন কি তুই এ সংসার চালিয়ে এসেছিস? অভাবতো আজকের নয়! কোনদিন তোর বাপ দু'শো পাঁচশো রোজগার করেছে বলুক? পনের বছর সমানে হাল ঠেলে ঠেলে হাড় কখানা আমার কয়লা হোয়ে গেল। আজ তুই আমায় শেখাতে এসেছিস?

শ্যামসুন্দর। একটু ভেবে দেখ সীম! বাজারটা মন্দা। মেসোমশায়ের ডাক্তারখানাটা তেমন চলছে না—

সীমা। আমাদের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও।

শ্যামসুন্দর। কাপড়টা দাও, জামা দুটো ক'রে দিই। আরে, সংসারে চিরকালই কি এমনি ক'রে টানাহ্যাঁচড়া চলবে নাকি? একটা ডাক্তারখানা খুলে বসলেই মেসোমশাই সব শোধ করে দেবেন।

করুণাময়ী। আমার চিতে না জ্বললে—ও উনুনের ছাই, ডাক্তারখানা আর খুলবেনা—বুঝলে বাবা! তোমায় তো বড় দাতাকর্ণ বলছে! নিজের বাপ কি? লোক ডেকে ডেকে ওষুধ বিলোন! একটা তাগাদা পত্তর নেই! তারা কি বাড়ী বয়ে এসে সেধে দাম দিয়ে যাবে? বল? এতো লোকের মরণ হয়—আমার কেন হয়না? তাহলে তো বাঁচি! এ নরকযন্ত্রণা জুড়োয়।

[করুণা তক্তাপোষের বিছানা গুটাইয়া রাখিতে লগিলেন। তাহার কাজকর্ম্মের মধ্যে তাহার রাগ ও অভিমান প্রকাশ পাইতেছিল।]

শ্যামসুন্দর। মাসীমাকে মনোকষ্ট দেওয়া কি ভাল হচ্ছে সীম? তোমার জামা দুটো আমায় সেলাই করতে দাও। জানতো, কারুর কান্না দেখলে আমার প্রাণ কেমন ক'রে?

সীমা। ওহো-হো দয়ার সাগর আমার। যাও দয়াটা একটু আপনার লোকেদের ওপর দেখাওগে! কাজে লাগবে।

[জামা আর ছিটটা করুণাময়ী সীমার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন। তাহার পর ঘরের মেঝের ওপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।]

করুণাময়ী। তুমি ছেড়ে দাও বাবা। ও পোড়ারমুখী মেয়ের সঙ্গে পেরে ওঠে—আমি তো ছার আমার বাপেরও সাধ্যি নেই। কত কষ্ট করে সতুকে দিয়ে ওই ছিটটুকু আনিয়েছিলুম। চারদিক থেকে দেখতে শুনতে আসছে—তা আমার বরাতে সবই উল্টো। থাক! ওই ছেঁড়া জামা কাপড় পরে মেথরাণী সেজেই—নেচে নেচে বেড়াক। আর সংয়ের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুক ওর বাপ—

[গণেশের দিকে করুণার তীব্র কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে অসহায়ভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল।]

গণেশ। আমিতো দেখতে চাইছি না গিন্নী। আমি এখুনি ডাক্তারখানায় চলে যাচ্ছি।

[করুণাময়ী চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া সে মনের ক্ষোভ একেবারে অজস্র ধারায় গণেশের উপর ঢালিয়া দিল।]

করুণাময়ী। তাতো যাবেই। সংসার মজে যাক—হেজে যাক, তোমার ডাক্তারী আর তুমি ঠিক থাকলেই হোল। ডাক্তারী কর কার জন্যে? সংসারেই যদি দু'পয়সা না এলতো অমন ডাক্তারীতে আগুন লাগিয়ে দাও।

[তাহার ডাক্তারখানা সে নিজে জ্বালাইয়া দিবে, এই কথা কল্পনা করিয়া চমকাইয়া উঠিল।]

গণেশ। আগুন লাগিয়ে দোব?

করুণাময়ী। তা যদি না পার ত'—আমি নিজেই একদিন আগুনে পুড়ে মরব।

[দ্রুতপদে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। গণেশ নির্বাক বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার যেন আর কিছু বলিবার নাই।]

শ্যামসুন্দর। কি ছেলেমানুষী হোল বলত সীমা? সামান্য দুটো জামার জন্যে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড?

সীমা। তোমার এত গায়েপড়া দরদ কেন বলত? মতলবটা কি?

[শ্যামসুন্দর সীমার কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিল না। বিস্ময়ভাবটিকে সে হাসি দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কিছুটা ব্যথা রহিয়াছে।]

শ্যামসুন্দর। মতলব আবার কি? পাশাপাশি থাক, আপদে-বিপদে একটু সাহায্য করতে হয়।

[শ্যামসুন্দরের সহানুভূতিভরা কণ্ঠস্বরে সীমার মন একটু নরম হইল বটে, কিন্তু এইরূপ সাহায্যকে সে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারিল না।]

সীমা। দেখাশোনার অনেক লোক আছে। তোমাকে না হলেও চলবে।

[এক মুহূর্তে শ্যামসুন্দরের মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর সীমার দিকে করুণ চোখে চাহিল।]

শ্যামসুন্দর। তা জানি! সামান্য দর্জ্জীর কাজ করি—আমি আর কতটুকু তোমাদের করতে পারি? তবে আমার কোন মতলব নেই সীম— আমার কোন মতলব নেই।

[শ্যামসুন্দর বেদনাভারাক্রান্ত মনে চলিয়া গেল। গণেশ এক কোণে শঙ্কিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। শ্যামসুন্দরের বেদনা তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিল। কিন্তু মেয়েকে তিরস্কার করিবার সাহস তাহার নাই।]

গণেশ। ছেলেটা বড় ভালরে সীম! কথাগুলো তোর বেশ কড়া হ'য়ে গেল। এসব হ'চ্ছে ওই কড়া-মেজাজী মাষ্টারের কাছে পড়তে যাওয়ার ফল। কাল থেকে আর ওবাড়ীর চৌকাঠ মাড়াসনি মা।

[গণেশ শ্যামসুন্দরকে অনুসরণ করিবে, ভাবিয়াছিল। কিন্তু সীমার কথায় আবার তাহাকে থামিতে হইল। মনে বিরক্তি আসিল। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে তাহার ভয় হইল। পাছে আবার একটা ঝগড়া-বিবাদ ঘটিয়া যায়।]

সীমা। তোমার পাওনা টাকাগুলো এবার আদায় ক'রে ফেল বাবা, মাসখানেকের মধ্যে—

গণেশ। মাসখানেক! বড্ড কম সময় হ'য়ে গেল না?

সীমা। বাড়ীওলা নইলে, আর থাকতে দেবে না। মুদীও জিনিষপত্র দেওয়া বন্ধ ক'রে দেবে, বলেছে।

গণেশ। আচ্ছা, আমি ন্যাপলার মা, হলধরবাবু আর বাসুদেবকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।

[এবার গণেশ দ্রুত দরজার দিকে ফিরিল। সে অধৈর্য্য হইয়াছে। ইহাদের হাত হইতে একবার ছাড়া পাইয়া বাইরে যাইতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়।]

সীমা। ওসব বোঝানো-টোঝানো নয়। তুমি রীতিমত ধমকাবে। ঘর-ঘর গিয়ে হাঁক মারবে। টাকা না দিলে, পুলিশের ভয় দেখাবে।

গণেশ। বুড়োবয়সে মারামারি করতে বলচিস্, সীমু ?

সীমা। মারামারি কিসের ? এমন করলেই দেখবে, টাকা দিয়ে দেবে। তোমায় সেদিন গয়লাটা যেমন করেছিল ?

[সীমার স্মরণ করাইয়া দিবার ভঙ্গিতে গণেশ হাসিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল।]

গণেশ। তাতে হোলকি ? কই, আমি কি দিতে পারলুম ? পকেটে না থাকলে, দেবে কোত্থেকে বল ? আরে, রুগীর হাঁড়ির খবর না নিয়ে কি আমি ডাক্তারী করি ?

[তাহার রুগীর ঘরের খবর পাইয়া কেবলমাত্র গরীব গুলোরই চিকিৎসা করিতে পারিয়াছে, ইহাতেই সে গর্ব্বিত ও আত্মসন্তুষ্ট। সেই কথা স্মরণ করিয়া সে হাসিল।]

সীমা। আচ্ছা কি রকম দেয়না, একবার দেখি। তুমি চলতো, আমি যাচ্ছি—

গণেশ। তুই যাবি ?

[সীমা তখনই যাইবার জন্য প্রস্তুত। ইহাতে গণেশ বিচলিত হইয়া পড়িল।]

সীমা। হ্যাঁ চলো ! আমি দেখছি।

[সীমা দরজার দিকে অগ্রসর হইল। গণেশ কি করিয়া সীমাকে থামাইবে, সেই উপায়টা এক মুহূর্ত্তে ঠিক করিতে না পারিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল।]

গণেশ। আহা, দেখবি আবার কি? আমার কাছেই শোন না! এই ধর, ন্যাপলাটা হয়তো ঘরের কোনে ছেঁড়া কাঁথার ওপর পড়ে ধুঁকছে, তার মা গেছে বাসন মাজতে। আর হলধরবাবু বেরিয়েছেন চাকরীর চেষ্টায়। রোগা বৌটা লিকলিকে ছেলেটাকে দড়ি দিয়ে তক্তাপোষে বেঁধে, রাস্তার কলে গেছে জল আনতে। আর বাসুদেব মিস্ত্রী, পেটে ব্যথা চেপে করাত চালাচ্ছে কাঠের কারখানায়। কার কাছে চেঁচামেচি করবি, বল?

[বাবার বলিবার ভঙ্গিতে সীমা বিস্মিত হইয়া গেল।]

সীমা। তোমার সব মুখস্থ?

গণেশ। তা হবেনা? এতদিন ধরে ওদের চিকিৎসা করছি। রোজ দু'বেলা এপাড়ার ঘর-ঘর ঘুরে ওষুধ দিয়ে বেড়াচ্ছি···

[সীমা যেন আর উৎসাহ পাইল না। সে চিন্তিত মুখে তক্তাপোষের উপর আসিয়া বসিল।]

সীমা। কিন্তু শক্ত না হলেতো তুমি টাকা আদায় করতে পারবে না?

[সীমাকে যে টাকা আদায় করিতে যাওয়া হইতে নিরস্ত করিতে পারিয়াছে, ইহাতে গণেশ একটু সাহস পাইল।]

গণেশ। আমি কি আর চেষ্টা করিনি? কিন্তু পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে উঠলেই মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায়। মুখ দিয়ে অমনি বেরিয়ে যায়—আচ্ছা পরে দিস্।

সীমা। ব্যাস! সবাই অমনি মজা পেয়ে গেছে। কাঁদে—পায়ে পড়ে—আর পরে-পরে বলে ঘোরায়!

গণেশ। তা ঘোরাক না! কত ঘোরাবে? ইচ্ছে ক'রে তো আর ঘোরাচ্ছে না?

সীমা। আর আমাদের বাড়ীওলা এসে যে উঠিয়ে দেবে ?

গণেশ। তাইজন্যে তো আমি ওষুধের দাম কমাচ্ছি। দেখবি, সবাই হাসতে-হাসতে বাড়ী এসে, ঘুম থেকে তুলে টাকা দিয়ে যাবে।

সীমা। দাম কমালে—তোমার পাওনাও তো কমে যাবে ?

[সীমা স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও গণেশ ব্যাপারটার গুরুত্ব ভাবিতে চাহিল না। তাহার আর না হইবার কারণ সে বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং অন্য ভাবনায় কোন লাভ নাই।]

গণেশ। তা যাকনা ! কিছু টাকাতো এসে যাবে। ছ'আনা দামটা বড্ড বেশী—তাইতো, দিতে পারছে না। আমি তা'হলে ন্যাপলার মা—হলধরবাবু—আর বাসুদেবকে বলে আসি—ওষুধের দাম ছ'আনা নয়—তিন আনা—তিন আনা—

[শুভ সংবাদটি সকলকে না শোনাইলে গণেশ স্বস্তি পাইবে না। তাই আর সে অপেক্ষা করিতে পারিল না।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ তিন ॥

[গণেশ ডাক্তার যখন তাহার ঘরের মধ্যে টাকা আদায়ের অভিনব উপায় ভাবিতেছিলো, তাহার বাড়ীর সামনে গোবিন্দ তখন টাকা আদায়ের জন্য ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তাহার লম্ফঝম্প দেখিয়া মনে হয়, শ্যামসুন্দরকে হাতের কাছে পাইলে কিলচড় মারিয়া শেষ করিয়া দিবে। কিন্তু শ্যামসুন্দরের দিকে সে না গিয়া শুধু চীৎকার করিতেছে।]

গোবিন্দ। তিন আনা! ওসব বুজরুকি শিকেয় তুলে রাখতো চাঁদ। নগদ ছ'আনা পয়সা এখন ছাড়ো দিকিনি? ধার দিয়ে চোরের দায়ে ধরা প'ড়েছি নাকি?

[গোবিন্দ গায়ের কাপড় খুলিয়া এখন কোমরে বাঁধিয়াছে। শ্যামসুন্দর দোতলা-বাড়ীর রোয়াকে ঠেস দিয়া বিড়ি টানিতেছিল। গোবিন্দ রাগিয়াছে। সে কতকটা নিস্পৃহ ভাব অবলম্বন করিয়া মজা দেখিতেছিল।]

শ্যামসুন্দর। একদিন ধার না দিয়ে দেখনা! তোমার ওই চিরেতার জলের মত চায়ে চুমুক দিতে যায় ক'টা লোক? দুদিনে দোকানে লালবাতি জ্বালিয়ে ঘরে বসে পেট চাপড়াতে হবে।

[গোবিন্দ কিরূপে পেট চাপড়াইবে তাহা শ্যামসুন্দর নিজের পেট চাপড়াইয়া চোখের সামনে দেখাইয়া দিল। গোবিন্দ ভাবিল, কেহ যেন তাহার গাল চাপড়াইতেছে।]

গোবিন্দ। বাতি আর আমায় জ্বালাতে হ'বেনা। তোর মত গোটাক'তক ছ্যাঁচড়া খদ্দেরই বারটা বাজিয়ে দেবে দোকানটার। আমাদের কেতোর মা, যা বলেনা, দেখছি, একবারে বেদবাক্যি। রোজ দু'বেলা আমায় শোনায়—"ওগো আজ যাকে ধার দেবে—কাল সে আর তোমার ধারেও ঘেঁষবে না"। এই শালা দুনিয়া!

[দুনিয়ার লোক বলিয়াই হোক, কিংবা দুনিয়ারূপে তাহাকে দেখাইয়া দেওয়ার জন্যে হউক, শ্যামসুন্দর গোবিন্দকে তাড়া করিয়া আসিল।]

শ্যামসুন্দর। একে তো জলের কারবার। জলে জল ঢেলে এন্তার তো গেলাস ছাপিয়ে দাও। তিন কাপ চা খেয়েও সকালে চোখ থেকে ঘুম ছাড়েনা। তারওপর আবার রাতারাতি তিনআনাকে করছ ছ'আনা। এমন কিছুদিন চালালে, ইস্ত্রীকে তো সোনায় মুড়িয়ে ফেলবে দাদা।

[গোবিন্দ নিজের অপমান সহিলেও সহিতে পারে, কিন্তু পরিবারের অবমাননা—রাগের সহিত তাহার দুঃখ আসিয়া গেল।]

গোবিন্দ। শ্যাখ সুন্দর, ইস্ত্রীকে ঠেস দিয়ে কথা বললে, ভীষণ লাগে মাইরী। তোর ইচ্ছে না হয় দিস্‌নি আমার বাকী পয়সা,—আমি কিচ্ছু বলব না। কিন্তু কেতোর মাকে নিয়ে টানাটানি—মানে একটা কেলেংকারী করে ফেলব।

[গোবিন্দ যখন কেলেংকারী করিতে শ্যামসুন্দরের দিকে অগ্রসর হইল, তখন সে এক মুহূর্তে নিবিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেল।]

শ্যামসুন্দর। আরে-রে-রে, চটলে নাকি গোবিন্দদা? ওটা, যাকে বলে গিয়ে—তুমি ঠাট্টাও বোঝনা? আমি বলছি কি—আমার মতন এমন মোটা খদ্দের এ-গলিতে কেন—এ-পাড়াতেও তোমার একটা নেই,—বল, আছে? দিনে দশকাপ—ইয়ারকীর কথা নয়।

গোবিন্দ। তা নয়—

শ্যামসুন্দর। তবে? আমার কাছ থেকে তোমার হাপকাপের দাম নেওয়া উচিত, মাইরী। মানে দু'পয়সা—কন্‌সেশন রেট আরকি। সারাদিনটা কল চালাই! ধরো তোমার ঐ দশকাপ চা আর দু'বাণ্ডিল

বিড়ির জোরেই তো। ভাত,—মনে করো, একবেলাই তো পেটে পড়ে।

[গোবিন্দ কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিল। রাগ একটু পড়িয়াছে। কোমরের কাপড়খানা খুলিয়া সে গলায় জড়াইল।]

গোবিন্দ। দোকানে বসে যা খাস—তার দামতো তারাপদই দেয়।

[শ্যামসুন্দর প্রসন্নমুখে আর একটা বিড়ি বাহির করিতেছিল। ধরাইবার আগে সেটিকে দুই আঙুলে কয়েকবার ঘুরাইল।]

শ্যামসুন্দর। শালা,—আমার মজুরী থেকে কেটে নেয়না ভেবেছ? ঝানুব্যবসাদার। তুমি মাইরী দু'পয়সা কমিয়ে দাও।

[শ্যামসুন্দরের আর বিড়ি ধরান হইল না। দরজা খুলিয়া গণেশ বাহিরে আসিয়াছে।]

গণেশ। তা দাও গোবিন্দ, কমিয়েই দাও। তাহলে দেখবে বাকী পয়সা সঙ্গে-সঙ্গে আদায়।

[গোবিন্দ একটু ভাবিল। তাহারপর প্রথমে শ্যামসুন্দরের মুখের দিকে তাকাইল। সে মৃদুমৃদু হাসিতেছে। গোবিন্দ কোনরকমে রাগ চাপিয়া শান্ত হইতে চেষ্টা করিল।]

গোবিন্দ। আপনি যখন বলছেন ডাক্তারবাবু, তখন তাই হবে। কিন্তু আজ যে বড্ড দেরী করে ফেললেন।

[কোঁচার খুঁট দিয়া গণেশ কপালের ঘাম মুছিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।]

গণেশ। এই সংসারচক্র ভেদ ক'রে সহজে কি বেরুনো যায় বাবা! জানোনাতো তোমার মাসীমাকে— একাই তিনি সপ্তরথী...

[বিড়িটাকে পকেটে ঢুকাইয়া শ্যামসুন্দর তাহাদের দুইজনের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।]

শ্যামসুন্দর। কি বলছেন মেসোমশাই? করুণমাসীর মত ঠাণ্ডালোক, এ-গলিতে আর একটাও নেই।

[গণেশ ভাবিল, এখনই বোধহয় শ্যামসুন্দর তাহার করুণমাসীকে লইয়া আবার কি বাধাইবে। তাই প্রথমটা চমকাইয়া উঠিল। তাহারপর নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া আবার কপালের ঘাম মুছিল।]

গণেশ। তা বটে! ঠাণ্ডালোকই বটে। তবে অন্যলোককেও মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা ক'রে দেন। তোমরা আদর ক'রে করুণমাসী বলে ডাকলে কি হবে? ওই করুণ যখন দারুণ হ'য়ে ওঠে—তখন এই গণেশ ডাক্তারের মত লোকেরও পিলে চমকে যায়।

শ্যামসুন্দর। কি বলছেন মেসোমশাই! আবার ঝগড়াঝাঁটি কিছু···

[গণেশ শ্যামসুন্দরকে কথা শেষ করিবার অবকাশ দিল না।]

গণেশ। রামো চন্দ্র! ওসবের ভেতর যেতে আছে। তোমার মাসীমার সঙ্গে ঝগড়া মানে তো আগুনে ঘি ছিটানো? এমন অবুঝ মেয়েমানুষ! বুঝলে গোবিন্দ? একঘণ্টা ধরে গলা ফাটিয়েও বোঝাতে পারলুম না যে. সকাল-বিকেল তোমার দোকানটায় বসি বলেই যাহোক দু'চারটে রুগীটুগি হাতে আসে···

[গোবিন্দ তাহাকে বাধা দিয়া সংশোধন করিয়া দিল।]

গোবিন্দ। আপনি ভুল করছেন ডাক্তারবাবু। আপনি গিয়ে বসেন বলেই বরং দু'চারটে আমারই খদ্দের বাড়ে।

[গণেশ গোবিন্দর সঙ্গে তাহার বক্তব্যের পার্থক্য বুঝিতেই চাহিল না।]

গণেশ। আরে বাবা ঐ এককথাই হোল? কিন্তু সে বুঝবে কে? তাও তোমার মাসীমাকে যদিও বা ম্যানেজ করি সঙ্গে নেজুড় জুটেছে ঐ কড়া-মেজাজী মেয়ে। একা রামে রক্ষে নেই, আবার দোসর সুগ্রীব।

[গণেশ একবার শঙ্কিত দৃষ্টিতে নিজের ঘরের জানলার দিকে তাকাইল।]

শ্যামসুন্দর। সীমের কথা বলেছেন নাকি মেসোমশাই?

[গণেশের চোখে-মুখে একটা বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল। এখন সে রাগ প্রকাশ করিবার সাহস পায়।]

গণেশ। হ্যাঁ—হ্যাঁ তোমার ঐ সীমই বল আর বেগুণই বলো। বেটি আমায় বলে কিনা গোবিন্দ, ঘর-ঘর হাঁক মারো রুগী—ঠেঙিয়ে ওষুধের দাম আদায় করো। এমন কথা শুনেছ কস্মিনকালে? যেমন মা, তেমনি তার মেয়ে। এই শ্যামসুন্দরের ওপরও তো মাঝখান থেকে হোয়ে গেল এক চোট।

[শ্যামসুন্দরের চোখে-মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। গণেশের তাহা ভাল লাগিল না।]

শ্যামসুন্দর। তা হোক। সীমের কথায় আমার রাগ হয় না, মেসোমশাই।

[গণেশ শ্যামসুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া ভাবিল যে, তাহার নিকট বোধহয় নিজের স্ত্রী ও কন্যার বিরুদ্ধে কিছু বলা সঙ্গত হয় নাই। শ্যামসুন্দর তাহাদেরই পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে।]

গণেশ। তা জানি শ্যামসুন্দর। সীমের ওপর তোমার মত ভালছেলের রাগটাগের বালাই থাকতে পারে না। কিন্তু আসলে ব্যাপার কি জান? ওই বলরাম— ওই বলাই মাষ্টারই এই গলির ছেলেমেয়ে-গুলোর কান মুচড়ে-মুচড়ে মেজাজ এমনি চড়িয়ে দিচ্ছে।

[শ্যামসুন্দরের দিকে নত হইয়া অস্ফুট কণ্ঠে যেন গোপন কোন পরামর্শ দিতে চাহিল।]

গণেশ। খবরদার বাবা, তুমি যেন ঐ সীমটিমকে আবার বিয়ে করে বোসনা। বাড়ীতে তখন তোমায় কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছিলুম না। সীমকে বিয়ে করলে তোমার মত মাটির মানুষ একেবারে হিমসীম খেয়ে যাবে। বলরামের ছাত্রীকে কক্ষনো সামলাতে পারবে না।

[জানালায় সীমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

সীমা। তুমি এখনোও দাঁড়িয়ে গল্প করছ বাবা?

[গণেশের মনে হইল পেছন হইতে কে যেন তাহাকে ধাক্কা দিল। সে চমকাইয়া উঠিল। কোনদিকে না তাকাইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।]

গণেশ। সেরেছে। এই যাচ্ছি মা। চল—চল গোবিন্দ, এখুনি হয়তো ওর মাও এসে পড়বে।

[সম্মুখে অগ্রসর হইতেই আবার থামিয়া গেল। কে যেন আবার ঝগড়া করিতেছে। তাহাকেই ধমকাইতেছে নাকি। গণেশ সামনের দিকে তাকাইল।]

বাইরে থেকে। আসুক না! ঝাঁটা মেরে মুখ ভেঙে দেব না?

গণেশ। এ আবার কে?

গোবিন্দ। তরংগ!

[কলসী কাঁখে লইয়া তরংগ প্রবেশ করিল। সবেমাত্র স্নান সারিয়াছে। সিক্ত বসন। এরূপ সুন্দরী ও মুখরা মেয়ে, এই গলিতে আর একটিও নাই।]

তরংগ। সকাল হোতে না হোতেই খালি ঘুর-ঘুর আর ঘুর-ঘুর। পেছনে যেন ফেউ লেগেছে?

[তরংগ গণেশকে দেখিতে পাইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার দৃষ্টিও মাটির দিকে নামিয়া আসিল।]

গণেশ। সকালবেলাতেই তোমায় এমন চটালে কে তরংগীমা? কাল রাতে সোমনাথের সঙ্গে খিটিমিটি কিছু—

তরংগ। সেতো রোজই আছে ডাক্তারবাবু!

[এবার বোধহয় তরংগ একটু লজ্জা পাইল। সেই লজ্জার সহিত একটু হাসিও মিশ্রিত ছিল।]

গণেশ। তোমায় তবে সাত-সকালে এমন রণরঙ্গিনীবেশে সাজালে কে মা? কার এমন বুকের পাটা হোল?

[এক মুহূর্তে লজ্জার আবরণটুকু ছুঁড়িয়া ঝগড়াটে বেহায়া মেয়েটির চোখ-মুখ-হাত যেন কথা কহিয়া উঠিল।]

তরংগ। ঐ যে গো—ঐ বড়বাড়ীর সেজছেলে।

গণেশ। হরনাথবাবু?

তরংগ। হ্যাঁগো ওইরকম কি একটা নাম যেন। কাক-পক্ষীর ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে ঠিক এসে দাঁড়াবে গলিটার মুখে। আর এমন ড্যাবড্যাবিয়ে চেয়ে থাকে যে, রাস্তার কলে গিয়ে, পাঁচঘরের বৌঝিরা না পারে জল আনতে—না পারে নাইতে-গা-ধুতে। একটা আপদ জুটেছে।

[ঘৃণায় মুখ সঙ্কুচিত করিয়া তরংগ দোতালা বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। ক্ষেপিয়া উঠিল গোবিন্দ।]

গোবিন্দ। সরকারী রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। তাতে তুই কি বলতে পারিস তরংগ? তোরাই বা কলে যাস কেন?

গণেশ। এ-এ-এটা তুমি বোকার মত বলে ফেললে বাবা। কলে না গেলে, জল পাবে কোথায়। জল হচ্ছে মানুষের জীবন। এই ধরো, তোমার চায়ের জন্যেও জলের দরকার।

[গণেশ গোবিন্দকে থামাইতে চায়। সামান্য ব্যাপার হইতে এখনি আবার কুরুক্ষেত্র বাধিবে। সে জানে, তরংগ একবার মুখ খুলিলে, আর সহজে বন্ধ করে না। আর গোবিন্দ গোঁয়ার।]

তরংগ। গোবিন্দদাতো বলবেই ডাক্তারবাবু। বড়বাড়ীর বড় কর্তারা যে ওর বাড়ীওলা। তাদের মন না ভেজালে, ওর দোকানটাকে যে পাঠিয়ে দেবে জাহান্নমে।

[গণেশ যা ভাবিয়াছিল তাহাই ঘটিল। তরংগ ফিরিয়া আসিল। গোবিন্দের দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।]

গোবিন্দ। তোদের বাড়ীওলা বুঝি বড়-কর্ত্তারা নয়? এই সমস্ত গলি-টাইতো ওই হালদারদের জায়গারে। কাদের টিনের চালায় বাস করিস?

[তরংগ উত্তর দিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার আগেই শ্যামসুন্দর একেবারে গোবিন্দর সামনে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।]

শ্যামসুন্দর। ভাড়া দিই, এমনি বাস করি না গোবিন্দদা। তার জন্যে মেয়েরা যখন নাইবে সেদিকে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকাবে? ইয়ারকি নাকি? কলটাও কারো বাবার নয়। আর তুমি যে বলছ বড়? তোমার বউকে বুঝি কলে যেতে হয় না?

[গোবিন্দের এই একটিমাত্র দুর্ব্বল জায়গায় আঘাত করিয়া তাহাকে কাবু করা খুবই সহজ। শ্যামসুন্দর তাহা জানিত। রাগে-দুঃখে-অপমানে গোবিন্দের চোখ-মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।]

গোবিন্দ। শ্যাখ সুন্দর, ইস্ত্রীকে ঠেস দিয়ে কোন কথা বলবি না। তোদের ইচ্ছে হয় জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া কর, মরতে চাস, মরগে যা। আমার তাতে কিছু না। বড়লোক! তার ওপর, পাড়ার মধ্যে ওদের একটা প্রতাপ আছে, তাই বলছিলাম।

তরংগ। ওহো—হো—হো!

[গোবিন্দের সুপরামর্শকে তরংগ হাত ও মাথা নাড়িয়া বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।]

তরংগ। বড়লোক আছে নিজের ঘরে আছে। ছোটলোকের দিকে অমন নজর না দিলেই হয়। টিনের চালায় বাস করি বলে কি ছোটলোকের মেয়েদের ইজ্জত নেই?

[এ কথায় আর কোন উত্তর খুজিয়া পাইল না গোবিন্দ। নিস্ফল রাগে সে শুধু গর্জ্জন করিয়া উঠিল।]

গোবিন্দ। কি করবি, তবে কর্?

তরংগ। এখান থেকে এমন চেঁচিয়ে গালাগাল দোব যে, ওসব বড়লোকী বেহায়াপনা বেরিয়ে যাবে।

[গণেশ জানিত, তরংগ এখনি তাহা সুরু করিয়া দিবে। তাই সে আর চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। কোনরকমে সাহস করিয়া সে তরংগকে শান্ত করিতে চাহিল।]

গণেশ। না—না তরংগীমা—এখন সেটা থাক। আমি বড়কর্ত্তার সঙ্গে দেখা ক'রে জানাবো'খন। ব্যাপারটা কি জানমা, মেয়েদের দিকে তাকানো হ'চ্ছে একটা রোগ—ঠিক ওষুধ পড়লেই সেরে যায়।

[জানলার কছে আবার সীমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গণেশ হাসিতে হাসিতে সেদিকে চাহিতেই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।]

সীমা। সে—ওষুধ বাবার কাছে নেই তরংগদি। সোমদাকে না বললে, কিছুই হবে না। আর বাবা—

[কন্যার সম্বোধনে এমন কিছু ছিল, যাহা গণেশকে চমকাইয়া দিল।]

গণেশ। এই যাই মা। গোবিন্দ চলে এস না—

[গোবিন্দর হাত ধরিয়া একেবারে টানিয়া লইয়া গেল।]

সীমা। তুমি তাড়াতাড়ি জলটা মাষ্টারমশাইকে পৌছে দাও তরংগদি। একহাতে রান্না ক'রে খেয়ে আবার ইস্কুল যাবেন তো? বেলা হ'য়ে গেছে।

[সীমা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। শ্যামসুন্দর সেদিকে একবার তাকাইয়া অস্ফুট কণ্ঠে তরংগকে ডাকিল। তরংগ দোতলা বাড়ীর দরজার কাছ হইতে আবার ফিরিল।]

শ্যামসুন্দর। একমিনিট তরংগদি। বলি' আমার একটা কিছু ব্যবস্থা করলেনা? তোমরা পাঁচজনে থাকতে এমনি ভেসে ভেসে বেড়াবো?

[শ্যামসুন্দরের বিষণ্ণ মুখের দিকে তরংগ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিয়া পাইল না যে তাহার কি করিবার আছে।]

তরংগ। কিসের ব্যবস্থা ?

শ্যামসুন্দর। আর কিসের ব্যবস্থা ? এতদিন ধরে বলছি—কানেও নিচ্ছনা। বলি চিরকালটা কি এমন বাউণ্ডুলে হ'য়ে বেড়াবো নাকি ? ঘরসংসারী করে দেবেনা ?

[শ্যামসুন্দর আর একবার গণেশের ঘরের জানলার দিকে তাকাইল। সেখানে সীমা নাই।]

তরংগ। আহা! ঘর নেই যার—তার আবার ঘর-সংসার ? বুড়ীমা, বিধবা বোন, আর বৌকে নিয়ে একসংগে একটা ঘরে—লজ্জা করবে না ?

[শ্যামসুন্দর বুঝিতনা, ইহাতে লজ্জা পাইবার কি কারণ আছে। সে অভিজ্ঞ-লোকের মতো মাথা দোলাইয়া আপনার বিজ্ঞতার প্রমাণ দিতে চাহিল।]

শ্যামসুন্দর। আরে বাবা, মটরগাড়ী হ'লেই—তার গ্যারেজও ঠিক জুটে-যাবে। সীমদের সংগে তোমার অমন আলাপ-সালাপ। যাওনা আমার কথাটা একবার সীমের মায়ের কাছে পেড়েই দেখনা !

তরংগ। তা বৈকি ! আমায় ঘটকী পেয়েছ কি না !

শ্যামসুন্দর। আমার জন্যে নাহয় তাই হ'লে। আমি সোমদার ছুটো সার্ট, এমনিতেই সেলাই ক'রে দোব।

তরংগ। আগে রোজগার পত্তর বেশী কর—ঘরদোর দেখ—তারপর তো আসবে ঘরণী।

শ্যামসুন্দর। ফের তুমি ওই কথাই বলছ ? আমার জন্যে তো ওরা মেয়ের বিয়ে ফেলে রাখবে না। আর কার জন্যেই বা রোজগার ক'রব বলত ?

তরংগ। কেন বুড়ীমা র'য়েছে, আর বিধবা দিদি ?

শ্যামসুন্দর। তুত্তোরি! দেখবে, সব ফেলে একদিন হয়তো বিবাগী হ'য়ে গিয়েছি,—নয়তো শুয়ে পড়েছি মোটরের তলায়।

[তাহার ভঙ্গী দেখিয়া তরংগ মুখ টিপিয়া হাসিল। তাহার পর বয়োজ্যেষ্ঠার মত গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিল।]

তরংগ। আচ্ছা, খুব বাহাদুর! এখন পথ ছাড়োতো, আমি যাই।

[শ্যামসুন্দর নিরুপায় হইয়া সরিয়া গেল। কিন্তু যাওয়া হইল না। টিনের চালের উপর রাশি রাশি আবর্জ্জনা আসিয়া পড়িল। উহা গড়াইয়া শ্যামসুন্দর ও তরংগের মাথায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। শ্যামসুন্দর ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া গণেশের ঘরের চালের দিকে চোখ তুলিল। তরংগ চীৎকার করিয়া উঠিল।]

তরংগ। দেখেছ—দেখেছ, বড়লোকদের আক্কেলটা একবার দেখেছ? এইমাত্র নেয়ে এলুম। বলি ও বড়মানুষদের ঝিরা—চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? এগলিটা কি তোমাদের জঞ্জাল ফেলার জায়গা? কই শুনছ—ও পাঁচতলা বাড়ীর বাবুরা—! আমরা নাহয় টিনের চালাতেই বাস করি—তাবলে মানুষ নই নাকি?

[জানলায় সীমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেও ক্রুদ্ধ হইয়াছে।]

সীমা। ওরা আমাদের মানুষ মনে করে নাকি তরংগদি? আজ ক'দিন ধরেই এইরকম চলছে। এই সুন্দরদা!

শ্যামসুন্দর। এঁ্যা?

সীমা। তুমি কিছু বলছনা যে?

শ্যামসুন্দর। এইযে বলি। ও মশাইরা! এটা কি রকম ইয়ারকি হ'চ্ছে? আমাদের মাথায় এই জঞ্জাল-টঞ্জাল ফেলা।

[টিনের চালটিকেই লক্ষ্য করিয়া শ্যামসুন্দর চেঁচাইয়া উঠিল। ব্যাপারটা লইয়া কিছু বলিবার উৎসাহ যেমন হঠাৎ, তেমনি অসীম।]

তরংগ। দেখ দিকি—কি কর্ম্মের ভোগ—এক কলসী জল নষ্ট হোল। মাছের আঁশ—আর ছাই পড়েছে। মাষ্টারবাবুর আজ রান্নাই হ'বেনা বোধহয়।

সীমা। তুমি আর এক কলসী জল নিয়ে এস তরঙ্গদি।

[তরংগ যে পথে আসিয়াছিল সেদিকে আবার ফিরিল। চাপা রাগে জ্বলিতে লাগিল।]

তরংগ। আর কি পাব? কলের জল যে চলে গেল?

সীমা। তুমি কোন কম্মের নয় সুন্দর-দা!

শ্যামসুন্দর। কেন? আমি তো বলছি! ও মশাইরা, এই যে কলের জল চলে গেল! আমরা এখন জল পাব কোথায়?

[শ্যামসুন্দরের বিক্রম প্রকাশের ভঙ্গী ও কথার মধ্যে এমন একটা অসঙ্গতি ফুটিয়া উঠিল যে, সীমা না হাসিয়া পারিল না।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ চার ॥

[গণেশের ঘর। জানলায় দাঁড়াইয়া সীমা হাসিতেছিল। রান্নাঘর হইতে করুণাময়ী দ্রুতপদে ঘরে আসিল। সে অন্য কাজে আসিয়াছে,—সহসা সীমাকে হাসিতে দেখিয়া থামিয়া গেল। সীমাও হাসির বেগ সামলাইবার জন্য জানলা হইতে তক্তাপোষের কাছে সরিয়া আসিল। মায়ের মুখের দিকে তাকাইবার সংগে সংগে তার মুখ শুকাইয়া গেল। সে একবার বইগুলির দিকে তাকাইল, আবার চাহিয়া দেখিল মায়ের গম্ভীর মুখের দিকে। মায়ের কণ্ঠস্বরেও দৃঢ়তা।]

করুণাময়ী। কি? আজ ইস্কুল-টিস্কুল যাওয়া হবে? না, জানলায় দাঁড়িয়ে বেহায়াপনা করলেই চলবে? কলের জল চলে গেছে, শুনলুম।

সীমা। ইস্কুলে যাব না।

করুণাময়ী। কেন? কি হোয়েছে?

সীমা। আমি আর পড়ব না।

[তক্তাপোষ হইতে বইখাতা লইয়া সে তাকের ওপর তুলিয়া রাখিল।]

করুণাময়ী। তার মানে?

[ঘরের এককোণে কয়েকটা কৌটা হইতে করুণাময়ী কিছু বাহির করিতেছিল। সেখান হইতে বিস্মিত-চোখে সীমাকে লক্ষ্য করিল।]

সীমা। বাবার আর পড়াবার ক্ষমতা নেই।

করুণাময়ী। তার ক্ষমতা আছে কিনা, তাও আমাকে তোর কাছে জানতে হবে সীমি? তুই আমার পেটে হোয়েছিস, না আমি তোর পেটে হোয়েছি? যা, স্কুলে যাবার জন্যে তৈরী হ'য়ে নে।

[করুণাময়ী ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল।]

সীমা। না, ইস্কুলে আমি আর যাব না।

করুণাময়ী। বড্ড বাড়িয়ে তুলেছিস্ সীমা। অতটা ভাল নয়।

[সীমার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। চোখে মুখে বিরক্তির ভাব।]

সীমা। মাইনে যখন দিতে পারনা, তখন আর স্কুলে পড়ানো কেন? খাতায় নাম নেই। দিদিমণিরা ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। মেয়েরা হাসে। সে সব ত' তোমায় সইতে হয় না।

[সীমার চোখ প্রায় ছল-ছল করিয়া ওঠে। করুণাময়ীর মন একটু নরম হইল।]

করুণাময়ী। ওঃ! আচ্ছা! আমি বোলুঠাকুরপোকে দিয়ে বলে পাঠাচ্ছি, আসছে মাসে তিন মাসের মাইনে একসঙ্গে পাঠিয়ে দেব। দেখছিস্ তো মা, চারদিক সামলাতে হচ্ছে। তোর দিদিমণিকে একটু বুঝিয়ে বলিস না!

সীমা। দিদিমণিতো আর বাবা নয় যে, যা বোঝাবে তাই বুঝে ফেলবে। সেটা স্কুল। নিয়মকানুন আছে। যেদিন মাইনে চুকিয়ে দেবে, সেদিন স্কুলে যাব।

[জানলার কাছে গিয়া বাইরের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কিছুতেই মায়ের কথা মানিয়া লইবে না।]

করুণাময়ী। উঃ সীমি! আমায় কি তোরা মাথা খুঁড়ে মরতে বলিস্?

[করুণাময়ী সহসা অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। সীমার চোখেও ক্ষোভের চিহ্ন। সে মায়ের দিকে দ্রুত ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

সীমা। কেন—কেন? গরীবের মেয়েকে অত লেখাপড়া শেখানোর সখ কিসের জন্যে?

করুণাময়ী। সখ! হতভাগী পরের বাড়ী যেতে হ'বে না?

সীমা। তার জন্যে লেখাপড়া?

করুণাময়ী। তবে কি রোজগার করে এনে, আমাদের খাওয়াবি বলে হতভাগি?

সীমা। দরকার নেই। লেখাপড়া না জানা মেয়েরাও চিরকাল বাপের ঘরে পড়ে থাকে না।

করুণাময়ী। তার জন্যে যে মোটা টাকার দণ্ড লাগে পোড়ারমুখী। বাপতো মেয়ের বিয়ের জন্যে লাখটাকা জমিয়ে রাখেনি। রূপের যা ছিরি, তাতে সেদিক থেকেও কোন উপায় নেই। তার ওপর মুখ্যু মেয়ে, একেলে ছেলেদের অপছন্দ।

সীমা। আর মুখ্যু ছেলে বুঝি নেই?

[করুণাময়ী নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না। ক্ষোভে দুঃখে তাহার চোখে জল আসিয়া গেল।]

করুণাময়ী। ছ্যাখ, তুই আমার সংগে অমন তর্ক করিসনি সীমি। যখন মা হবি, তখন বুঝবি, আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে বাপ-মায়ের কি ভাবনা? তোর জন্যে রাতে চোখের পাতাটি বুঝতে পারি না। জানিস, কত ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ে মরি, কত লোকের সাধ্যি-সাধনা ক'রে বেড়াই। সে শুধু তোকে সুখী দেখতে চাই বলেই তো? একদিন ছবির জন্যে এমনি কেঁদে কেটে মরতুম! আজ সে সুখে সংসার করছে। শিবের মত স্বামী মিহির। তোকেও অমনটি দেখতে পেলে, তবে তো আমি স্বস্তিতে চোখ বুজতে পারব।

[গণেশের বড় মেয়ে ছবি দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ছবি সুন্দরী। কিন্তু তাহার মুখের উপর বিষন্নতা। সে যখন হাসে, তখনও সেই বিষাদভাব একেবারে চলিয়া যায় না।]

ছবি [বাইরে থেকে] মা! মা!

করুণাময়ী। কে রে?

সীমা। দিদি এসেছে মা।

করুণাময়ী। ছবি? কার সংগে এলিরে?

[করুণাময়ী মেয়েকে সস্নেহে নিজের কাছে টানিয়া লইল।]

ছবি। সোমদার সংগে। তুমি তো মেয়েকে পর ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছ। এই একটি বছর, বাবার জন্যে কি মন কেমনই না ক'রেছে।

সোমদা মাঝে-মাঝে কাজ থেকে ফেরবার সময়, ওখানে যায়। তাই না একটু আধটু তোমাদের খবরাখবর পাই। কেমন আছিস সীমি? দিন দিন তো খালি ঢ্যাঙ্গা তালগাছ হচ্ছিস।

[সীমা দিদির দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।]

সীমা। তুই বা কি একেবারে মুটিয়ে কলাগাছ হয়েছিস?

করুণাময়ী। সত্যি ছবি! চেহারাটা তোর বড্ড খারাপ হোয়ে গেছে।

ছবি। তুমি অনেকদিন পরে দেখছ! তাই অমন মনে হচ্ছে।

[করুণাময়ী তক্তাপোষের ওপর ছবিকে পাশে লইয়া বসিয়াছিল। তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছিল। অনেকদিন পরে মেয়েকে কাছে পাইয়া যেন সাংসারিক দুঃখকষ্ট এই মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গিয়াছে।]

করুণাময়ী। মিহির ভাল আছে ত'? চাকরী-বাকরীর কিছু উন্নতি হোল? শুনেছিলুম, মাইনে বাড়বে? তা, হ্যাঁরে! হার-ছড়াটা পরে আসিসনি কেন? সোনা-বাঁধানো শাঁখা জোড়াটাও তুলে রেখেছিস?

[ছবি মনের মধ্যে যেন একটা বেদনাকে চাপিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহার হাসি দিয়া ব্যথা লুকাইবার ব্যর্থ চেষ্টা, আনন্দের আতিশয্যে তাহার মা-ও ধরিতে পারিল না।]

ছবি। কাজকর্ম্ম করতে হয়ত! বেশী পরলে, ক্ষয়ে যাবে না? তা-ছাড়া— তোমার কাছে আসছি! অত সাজগোজের কি দরকার?

[কন্যার গৃহিনীসুলভ কথাবার্তায় মায়ের বুক আনন্দে ভরিয়া যায়।]

করুণাময়ী। ওঃ বাবা! বড় যে গিন্নী হয়েছিস! তোর কথা শুনে, আমার মনে হচ্ছে, তোর ওখানে গিয়ে ক'দিন থাকি। কেমন করে সংসার করিস, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। যাব একদিন—

[রান্নাঘরে সশব্দে বাসনপত্র পড়িয়া গেল। করুণাময়ী চমকাইয়া উঠিল। দুঃখ-কষ্টের সংসারে কিছুক্ষণের জন্য একটা আনন্দের স্রোত বহিতেছিল। কে যেন সহসা উহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।]

করুণাময়ী। দেখতো সীমি! বেড়ালে বোধহয় সব ফেলে দিলে।

[সীমা চলিয়া গেল। মা ও মেয়ে দুজনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ। ছবির চোখে-মুখে বিষন্নতা গাঢ় হইয়া উঠিল।]

ছবি। এতদিন যখন যাওনি, তখন আর নাইবা গেলে মা!

করুণাময়ী। ও কথা বলিস্ কেন? তোর বাপকে জানিস তো? ঐ লোককে ছেড়ে কোথাও নড়বার জো আছে?

ছবি। বাবাকেও তো একবার পাঠাতে পারতে। এমন কিছু বিদেশ-বিভুঁই নয়। ছ'আনা পয়সা গাড়ীভাড়াও কি তোমাদের জোটে না মা?

[করুণাময়ী দেখিল, কন্যার চোখ অভিমানে ছল-ছল করিতেছে তাহার স্নেহ-কাতর মাতৃপ্রাণকে তাহা স্পর্শ করিল।]

করুণাময়ী। তোর বাপ কি আমার কথা কাণে তোলে? আমি যদি তোর বাপ হতুম, ছুটে চলে যেতুম। নাইবা জুটলো ছ' আনা পয়সা।

[বাহিরে গণেশের কণ্ঠস্বর। বোঝা যায়, সে ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মা ও মেয়ে সচকিত হইয়া উঠিল।]

গণেশ। না—না—ছ' আনা নয় গিন্নী। তিন আনা। ওষুধের দাম, আমি যে কমিয়ে দিলুম। সংগে সংগে এই ত্যাখ পাঁচটাকা আদায়।

[গণেশ ঘরে আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া মূর্তির পাথরের মত দাঁড়াইয়া গেল। হাতে পাঁচটাকার নোট। একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের দৃশ্যকে সে চোখের সামনে দেখিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ছবি তাহার দিকে অগ্রসর হইল।]

ছবি। বাবা!

গণেশ। ছবু এসেছিস? এতদিন পরে বাপকে মনে পড়ল মা? কখন এলি?

[এক মুহূর্তে গণেশ যেন শিশু হইয়া গেল। আনন্দে ও স্নেহে তাহার চোখে জল আসিল। এমন অবস্থায় সে কিছু করিতে পারে না—কিছু বলিতে পারে না।]

ছবি। এইতো কতক্ষণ। বোস এইখানে। তোমার ওপর যা রাগ করেছি। ভীষণ বকব। আগে বল, শরীরটা এখন কেমন আছে?

গণেশ। আমি তো জানি,—আমি ভাল আছি। তোর মা বলে—

[করুণাময়ীর দিকে তাকাইয়া থামিয়া গেল। শুধু নোটখানা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিল। করুণাময়ী না হাসিয়া পারিল না।]

করুণাময়ী। মাকে যে ভুগতে হয়! নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কেবল রোদে রোদে টো-টো। শরীর আর বইবে কত?

গণেশ। এই ছাখ ছবু! আমি করি সবার ডাক্তারী, আর তোর মা ক'রে আমার ওপর ডাক্তারী।

[এমন উচ্ছ্বাসের সংগে করুণার অভিযোগ উড়াইয়া দিতে চাহিল যে, ছবিও বাবার সংগে হাসিতে লাগিল। করুণার মুখ কপট রাগে গম্ভীর হইয়া গেল।]

করুণাময়ী। আমার যে প্রাণে বড় সখ কিনা? তাই করি। দাও, পয়সাগুলো দাওতো। তোমার সংগে বসে, বকর-বকর করলে তো আর চলবে না। এ্যাদ্দিন বাদে মেয়েটা এসেছে! দেখি, যদি সতুটাকে একবার বাজারে পাঠাতে পারি।

[নোটখানা লইয়া করুণা বাহিরে গেল। গণেশ কন্যার দিকে তাকাইয়া সস্নেহে হাসিল।]

ছবি। একবছরের মধ্যে, আমার কাছে কি একবারও যেতে নেই বাবা ? আমি যে মন-কেমন ক'রে মরি

গণেশ। যাবার ইচ্ছে তো রয়েছে সর্ব্বক্ষণ! সময় পাচ্ছি না যে! ডাক্তারখানাটাকে নিয়ে ভীষণ খাটতে হচ্ছে।

ছবি। এত খাটলে তো চ'লবে না। শরীরের দিকেও তো দেখতে হ'বে ?

গণেশ। ওটা তোর মা দেখছে বুঝলি ? আমি তো সময় পাইনা। একটা ডাক্তারখানা না ক'রে আর নিস্তার নেই। অনেকদিনের ইচ্ছে, জানিস ত ?

ছবি: কদ্দিন ধরেই তো বলছ! সে আর হোল কোথায় ?

গণেশ। এই হলো ব'লে, আর দেরী নেই। গোবিন্দ তার দোকানের আদ্দেকটা আমায় ছেড়ে দিচ্ছে……

ছবি। শুধু ঘর হ'লেই তো চলবে না, আরো কত খরচ! টাকা কোথায় পাবে ?

[গণেশ এমন উৎসাহের সংগে বুঝাইতেছিল যে, মনে হয়, এতদিন পরে তাহার পরিকল্পনাকে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত লোক সে পাইয়া গিয়াছে।]

গণেশ। আরে, পাব না কোথায় বল ? ঐ হ্যাপলার মা—হলধরবাবু আর বাসুদেব পর্য্যন্ত—এই গলির সব লোকের এক আনা দু'আনা ক'রে, চাঁদা ধরেছি। সব দিতেও রাজী। মোট কত উঠবে, জানিস ? দাঁড়া, নোটবই দেখে বলছি। এ-হে-হে, নোটবইটা তো আনতে ভুলে গেছি।

[ছবির দিকে অসহায়ভাবে তাকাইল।]

ছবি। ও'তে আর কত উঠবে ? তা'তে কি আর একটা ডাক্তারখানা হবে ?

গণেশ। এতদিন কবে হ'য়ে যেত। ঐ বলাইমাষ্টার যদি পেছনে না লাগত।

[বলাই মাষ্টারের নাম স্মরণ করিলেও গণেশের চোখমুখ বিরক্তিতে সংকুচিত হইয়া যায়। একমুহূর্ত সে চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকে। পরে প্রসন্নতা ফুটিয়া ওঠে মুখের ওপর।]

গণেশ। নাম কি দোব জানিস? "করুণাময়ী ফার্ম্মেসী"।

ছবি। মার নাম?

গণেশ। আমার কথা তো তোর মা বিশ্বাস করে না। তাই, তোর মার নামটাই বড় করে সাইনবোর্ডে লেখাব, যাতে বুঝতে পারে যে, গণেশ ডাক্তার ফালতু কথা বলে না। আমি যেন সব চোখের সামনে দেখতে পাই জানিস? আজ যারা সব, অন্ধকার ঘরে একফোঁটা ওষুধের অভাবে পচে মরছে, তারা সেদিন দলে দলে এসেছে আমার ডাক্তারখানায়—ওই ন্যাপলার মা—হরধরবাবু আর বাসুদেব, এই গলিটার সব লোক, তার পর সহরের সব লোক—এক পয়সাও খরচ নেই।

[আত্মমুগ্ধ গণেশের চোখের সামনে. তখন ভাবী ডাক্তারখানা যেন সত্যসত্যই ছবির মত ভাসিতেছে। যা ঘটিবে, তাহা যেন তাহার কল্পনায় জীবন্ত।]

ছবি। বাঃ খরচ না থাকলে, ডাক্তারখানা চলবে কিসে? আর এত খেটে তোমারই বা কি হবে?

গণেশ। আরে, খরচ নেই মানে কি একদম নেই? নামমাত্র খরচ আর কি? আর শোন! তোর ছেলে হলে বুঝলি? তাকে কোরব আমার ডাক্তারখানার ডাক্তার।

ছবি। বাবা—

[ছবি যেন সহসা উদ্গত কান্না চাপিতে চেষ্টা করিল। গণেশের ডাক্তারখানা সংগে সংগে যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। করুণাময়ী দরজার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।]

গণেশ। কি হোয়েছে রে? একি! কাঁদছিস্ কেন? তোর চেহারা অমন হয়েছে কেনরে? মনে হ'চ্ছে, 'ক্রনিক' একটা কিছুতে ভুগছিস?

[এতক্ষণে কন্যার দিকে যেন গণেশের ভাল করিয়া চোখ পড়িল। আর ছবি বিচক্ষণ ডাক্তারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে নিজেকে লুকাইতে চায়।]

ছবি। না—না—বাবা! আমার কিছু হয়নি,—আমার কিছু হয়নি।

গণেশ। ছবু! আমার পনের বছরের প্র্যাকটিস্। রুগী চিনতে, আর রোগ ধরতে, আমার কোনদিন ভুল হয়না। বল্, কি হ'য়েছে বল?

[গণেশ অস্থির হইয়া উঠিল। ছবি অশ্রুসিক্ত মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল। কিন্তু মায়ের কাছে সে কিছুই লুকাইতে পারে না।]

করুণাময়ী। চোখ থাকতেও কানা। বুঝবে কি করে—ওর কি হ'য়েছে? কতদিন বলেছি—ওগো মেয়েটার একটা খবর নাও। আমার মন যেন কেমন কু' গাইছে। কোন কথা তো কাণে নেবে না?

গণেশ। কি হোয়েছে মা? আমাকে বল!

করুণাময়ী। ও বলবে আবার? বুক ফেটে মরবে, তবু মুখ খুলবে একবার? মাথার দিব্যি দিয়ে, সোমকে আবার বারণ করে দেওয়া হয়েছে।

গণেশ। আমার কাছে কিছু লুকোতে নেই মা, বল।

[গণেশ বুঝিতে পারিয়াছে, যাহা ঘটিয়াছে—তাহা সামান্য নহে। তাই তাহার কণ্ঠস্বর বেদনায় ভাঙ্গিয়া গেল।]

করুণাময়ী। ছ'মাস মেয়েটার অসুখ। মিহির আমায় একখানা চিঠি অবধি লেখেনি!

গণেশ। এতদিন ভুগছিস্? আমার কাছে চলে আসিসনি কেন ছবু?
বুড়ো বাপতো তোর এখনও মরেনি?

ছবি। তুমি ওকথা ব'লনা বাবা।

গণেশ। মিহির বুঝি তোকে আসতে দেয়নি, মা?

করুণাময়ী। সে আবার আসতে দেবে না? ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে পারলে, বাঁচে। দেখতে পাচ্ছনা, মেয়েটার গায়ে একখানাও গয়না নেই। সব কেড়ে নিয়ে বাবু বেচে ফেলেচেন।

ছবি। তিনি নিতে চাননি বাবা। আমি সব ইচ্ছে ক'রে দিয়েছি বড্ড দেনা হয়ে গেছল। আমারই অসুখের জন্যে।

করুণাময়ী। আজ দুদিন বাবু বাড়ী নেই! কি বিবেচনা দেখ? একলা মেয়েটা। একটা শাশুড়ী ননদ পর্য্যন্ত কেউ নেই। এই দুটো দিন কিভাবে কাটিয়েছে, বলত? সোম আজ গিয়ে পড়েছিল, তাই। নইলে একা ঘরের মধ্যে, ভয়ে আর ভাবনাতেই মেয়েটা আমার শেষ হ'য়ে যেত। জানতেও পারতুম না।

গণেশ। আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিনা। আমি কি কোরব গিন্নী?

করুণাময়ী। তুমি কিছু করতে পারবে না। আমি যাচ্ছি বলুঠাকুরপোর কাছে। তিনিই ছবির বিয়ে দিয়েছেন। মিহির তাঁরই ছাত্র! তাঁকেই এর বিহিত করতে হ'বে।

ছবি। তাঁর কি দোষ মা? সব তো আমারই দুর্ভাগ্য···

করুণাময়ী। সেইটাইতো আমি জানতে চাই। আমার মেয়ের এ দুর্ভাগ্য কেন? কি অপরাধ তার?—কি অপরাধ?

[করুণা ক্ষোভে ও রাগে অস্থির হইয়া চলিয়া গেল। ছবি কাঁদিয়া উঠিল।]

ছবি। মাকে তুমি বারণ কর বাবা,—বারণ কর!

গণেশ। আমার বারণ তোর মা কোনদিন শুনেছে ছবু? সেদিন কত ক'রে, কতবার বলেছিলুম—বলরাম মাষ্টারের কথায় মেয়ের বিয়ে

দিওনা,—কিছুতেই শুনলে না। আরে, মিহির ছেলে ভাল হ'লে কি হ'বে? বলরামের ছাত্র ত?

[তাহার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূলে যে বলরাম শনিগ্রহের মতো অবস্থান করিতেছে, তাহার কাছে যে নিজে সে একান্ত নিরুপায়—এই অসহ বেদনা তাহার বুকে গুমরাইয়া ওঠে। ছবি বাবার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদে।]

ছবি। বাবা—

গণেশ। সোনার প্রতিমা আমার। কালি ক'রে দিলে—কালি ক'রে দিলে।

[কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গণেশের চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া ওঠে। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে যেন তাহার বলরামরূপী অদৃষ্টদেবতাকে অভিযোগ জানাইতেছে।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ পাঁচ ॥

[বলরাম মাষ্টারের ঘরে উপস্থিত হইয়া করুণাময়ীও সেই অভিযোগ জানাইল। পূর্ব্বোক্ত দোতলা বাড়ীর একখানি ঘর। এখানেই বলরামের শোবার, পড়বার ও রান্না করিবার—সব রকম আয়োজন। একপাশে একটা ফিতার খাটিয়ায় ময়লা বিছানা। কিন্তু তাহার সবটাই বই ও কাগজ পত্রেই ভর্তি, শুইবার জায়গা নাই। অন্যদিকে, উনুন, জলের বালতী, হাঁড়ি—এমন কি কাঠ ও কয়লা। মাঝখানে দরজা দিয়া গলির দিকের বারন্দা দেখা যায়। বারান্দায় রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে দরজার কাছে কিছুটা স্থান আলোকিত। কিন্তু ঘরের ভিতরটি দিনের বেলাতেও আলোয় উজ্জল নহে। একটা আলো-আঁধার পরিবেশ। সারা ঘরখানায় এলোমেলো অগোছালো ভাব ঘরের মালিকের প্রকৃতির সাক্ষ্য হইয়া আছে।

বলরাম স্কুল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইরাছিল। বইপত্র গুছাইয়া লইতেছিল। পরনে মোটা কাপড়, গায়ে সাদা সার্ট! পায়ে কেডস্ জুতার ফিতা বাঁধা হইয়া গিয়াছে। লম্বা, ছিপছিপে বেতের মত চেহারা। কিন্তু শরীরের মধ্যে উদ্ধত বেতের মত স্বভাবটাও যেন ফুটিয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক তাহার সোজা হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টাকৃত ভঙ্গিটি দেখিলেই মনে হয়, তাহার স্বাস্থ্যহীন দেহ যেন শিক্ষকের হাতে বেতের মত শূন্যে একবার দুলিয়া উঠিল। তাহার চেহারা ও আচরণ দেখিলে হাসি পায়, আবার তাহার উচ্চগ্রামে বাধা চড়া মেজাজ দেখিলে ভয়ও লাগে। করুণাময়ী এক কোণে বিমর্ষ মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সবেমাত্র বোধহয় তাহার বক্তব্য শেষ করিয়াছে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, বক্তব্য শেষ না করিয়া থামিয়া যাইতে হইয়াছে। বলরাম তাহার শীর্ণ দেহের ওপর ডিম্বাকৃতি মস্তকটিকে যেরূপ উদ্ধতভাবে তুলিয়া কোটরগত চক্ষু হইতে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে নিস্তব্ধ না হইয়া উপায় নাই।]

বলরাম। আমি বলরাম মাষ্টার। কত গাধা পিটিয়ে ঘোড়া ক'রে দিলুম, আর আমার ছাত্রকে আমি চিনবোনা? আপনার কাছে তা নোতুন ক'রে শিখতে হ'বে ডাক্তার বৌদি?

করুণাময়ী। আমি কি তবে মিছে কথা বলছি? নিজের চোখেই দেখে আসবেন চলুন না—কি দশা হোয়েছে মেয়েটার?

বলরাম। চোখ আমার দুটো নয় ডাক্তার বৌদি, আরও একটা আছে। আর সে-চোখে ধুলো দেয়, তেমন ছেলে-মেয়ে এখনও জন্মায়নি।

করুণাময়ী। আমার কথা তাহলে বিশ্বাস করছেন না?

বলরাম। আমি চেষ্টা করেও পাচ্ছিনা। মিহিরকে যে আমি দশবছর পড়িয়েছি। ইস্কুলে যখন প্রথম এল, এই এ্যাতটুকু। ভাল ক'রে কাপড় পরতে জানতো না। মাথায় কিন্তু কি ধার? আমার মত কড়ালোকের কাছেও কোনদিন ফেল ক'রেনি অঙ্কে।

করুণাময়ী। আমি তো অঙ্কের কথা বলছিনা···

[করুণা কি বলিতে চাহিতেছে, তাহা শুনিবার অপেক্ষা করা বলরাম নিষ্প্রয়োজন মনে করে। কারণ উহা তাহার জানা কথা।]

বলরাম। বেশতো ইতিহাসের কথা বলুন। তাতেও মিহির কমতি নয়। টাকার অভাবে হতভাগাটা একজামিন দিতে পারলে না, নইলে দেখতেন—নিজের জীবনটাকেই ক'রে ফেলত একটা ইতিহাস।

করুণাময়ী। তাতো হ'ল! এদিকে আমার ছবির জীবন যে যায়।

বলরাম। কেন?

[বলরাম এইবার বিস্মিত হইল। মিহিরের বুদ্ধির অভাবে ছবির জীবন কি করিয়া যাইতে পারে, সে বুঝিতে পারে না।]

করুণাময়ী। কচিমেয়েটাকে একলা ফেলে রেখে গেল সে কোন আক্কেলে? বলুন, এটা কি তার বেহিসেবী কাজ হয়নি?

[বলরাম শূন্যে মাথাটা একবার দোলাইল।]

বলরাম। একটুও না। কাজের ছেলেরা বাড়ী বসে থাকে না। আপনার আদুরে মেয়েকে পাহারা দেবার জন্যে তো আর বিয়ে করেনি?

করুণাময়ী। ছবির গয়নাগুলো ঘুচিয়ে দিয়ে, তাহ'লে ভাল কাজ করেছে, বলতে চান? মেয়েকে তাহ'লে আমি উড়নচণ্ডের হাতে সঁপে দিয়েছিলাম?

বলরাম। ওড়াবার মত হাতী-ঘোড়াও তো দিয়েছিলেন কত, সে আর আমার জানতে বাকী নেই।

[বলরাম একটা বই খুলিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয় যে এমন একটা সমস্যা আসে নাই, যাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হইবে।]

করুণাময়ী। যা কিছু ছিল আমার সবই তো ঢেলে দিয়েছি। একটি দানাও তার রাখেনি। সোনা-বাঁধান শাঁখা-দু'গাছাও বেচে ফেলেছে।

বলরাম। তা, বেঁচে থাকতে গেলে অমন সব কিছুই বেচে ফেলতে হয়। তাই জন্যেই তো ঐসব দেওয়া। সোনাদানা না বেচে মেয়েটাকে আপনার, মেরে ফেললে কি খুব খুশী হ'তেন?

[বলরাম বই এর মধ্যে চোখ রাখিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।]

করুণাময়ী। মারতে আর বাকী রেখেছে কোথায়? মেয়েতো আমার আধখানা হ'য়ে গেছে।

বলরাম। তা আর কি করবে? যা দিয়েছিলেন—তাতে যতদিন চ'লে চালিয়েছে।

করুণাময়ী। বলে তো দিলেন জলের মতো সোজা। ছবি এখন কি করবে?

বলরাম। গয়নাগাটি নিয়ে খানিক কান্নাকাটি করুক, সেইসঙ্গে আপনিও। মুখ্যু মেয়েদের যা স্বভাব। যেমন শেখাননি মেয়েকে দুঃখকষ্ট সইতে। তার ফল ভোগ তো আর পাড়ার পাঁচজনে এসে করবে না? বিয়েটা তার লাটবাহাদুরের সঙ্গে দেবেন, ভেবে রেখেছিলেন বুঝি?

করুণাময়ী। ছবি একটা কথাও বলেনি। তেমন মেয়ে সে নয়। সাতচড়েও তার মুখে রা পাবেন না। মনের কষ্ট চেপে-চেপেই তো কঠিন রোগ বাঁধিয়েছে।

বলরাম। সেটা তো আর মিহিরের দোষ নয়।

[বলরাম অধৈর্য্য হইয়া বইখানা বন্ধ করিয়া ফেলিল।]

করুণাময়ী। সব দোষ কি তবে ছবির ?

বলরাম। তাতো বলিনি। জীবন থেকে কিন্তু রোগ-শোক—দুঃখ-কষ্টকে আপনি বাদ দিতে পারেন না !

করুণাময়ী। বুড়ো হ'য়ে মরতে চললুম। তাও কি আমায় শেখাবেন আপনি ?

বলরাম। একশবার। আমি মাষ্টার। শেখানোই আমার কাজ। কাদামাটির মন নিয়ে সংসারে চলা যায় না।

[কথা শেষ করিয়া বলরাম নিজেই ঘরময় চলিতে লাগিল। পিছনদিকে হাতের মুঠোয় বইখানা চাপিয়া ধরিয়াছে।]

করুণাময়ী। ওসব শেখানগে আপনার ছাত্রদের। বারবছর বয়েস থেকে সংসার চালাচ্ছি। আমি অনেক জানি।

বলরাম। ঘোড়ার ডিম জানেন। মাকড়সার অঙ্ক কষেছেন কোনদিন ? দশফিট দেওয়ালে, মাকড়সাটা দিনে ওঠে তিন ফিট, আর রাতে নামে এক ফিট। জীবনটাও তাই—একটা মাকড়সা। ওঠানামাই তার কাজ।

[দেওয়ালের কাছে দাঁড়াইয়া বলরাম মাকড়সার ওঠানামা কি ভাবে হয়, তাহা দেখাইয়া দিল। ঠিক যেন ক্লাসের ছাত্রদের অঙ্ক বুঝাইতেছে।]

করুণাময়ী। ওসব বাজে কথায় আমাকে বোঝাতে চাইবেন না।

বলরাম। অঙ্ক বাজে? আর আপনি বড় কাজের—না? তবে এসেছেন কেন আমার কাছে? চলে যান।

[বলরাম নিজেই বইখানা বগলে লইয়া চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।]

করুণাময়ী। এসে ভুল করেছি। আপনি বুঝবেন কি ক'রে আমার দুঃখু? আপনি ত' আর মা নন।

[বলরাম তাহা জানিত। কিন্তু মায়ের স্নেহ কি জিনিস, তাহা অন্যের কাছে তাহাকে শিখিতে হইবে, ইহা সে স্বীকার করিবে না। তাই সে রাগিয়া গেল।]

বলরাম। জগতে নিজেকেই একমাত্র মা মনে করবেন না। আর মা হ'য়েছেন বলে খালি নিজের পাতে ঝোল টানলেই চলবে না। আপনাকে মিহিরেরও মা হ'তে হ'বে।

করুণাময়ী। তাও আপনাকে বলে দিতে হ'বে? তা না হ'লে তার হাতে আমি মেয়ে দিতে পারতুম?

বলরাম। মেয়ে দিয়ে মাথা কিনেছেন আর কি? তার দুঃখ কি বুঝতে চেয়েছেন একবারও? সাধ ক'রে সে আপনার মেয়ের গয়না বেচেনি। আপনার মেয়ের চিকিৎসার জন্যেই···

[করুণাময়ী বলরামকে থামাইয়া দিল।]

করুণাময়ী। সে কথা না-হয় ছেড়েই দিলুম। জামাই, মেয়েকে ফেলে পালালে, কার না রাগ হয়?

বলরাম। পালিয়েছে!

[একটি জ্বলন্ত লৌহদণ্ডকে সহসা জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিলে, উহা যেমন একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া নিভিয়া যায়, বলরামের অবস্থা হইল তদ্রূপ। কয়েক মুহূর্ত তাহার উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হইল। বিমূঢ় বিস্ময়ে একবার করুণার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু তাহার পক্ষে ব্যাপারটা এত সহজে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।]

বলরাম। মানে, স্ত্রীকে খেতে-পরতে দেওয়ার ভয়ে পালিয়েছে, বলতে চান? আমার ছাত্র, এত বড় ভীরু? কি বলছেন, ভেবে বলুন।

করুণাময়ী। তাইতো আমায় বললে সোম···

বলরাম। তাই বললেই অমনি—

[ধৈর্য্য হারাইয়া বলরাম চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু মাঝপথে থামিয়া গেল। তাহার কণ্ঠ তৎক্ষণাৎ একেবারে নীচে নামিয়া গেল।]

বলরাম। এঁ্যা, কে বলেছে? সোম?

করুণাময়ী। হঁ্যা, তার কথা তো আর ফেলতে পারবেন না?

বলরাম। আমি চেষ্টা করেও পারি না। বাজে কথা না-বলার ছেলে পাড়াতে ওই একটা···

[বলরামের মুখ দেখিলে মনে হয়, একটা শক্ত অঙ্ক আটকাইয়া গিয়াছে। কিছুতেই মিলিতেছে না।]

বলরাম। মিহিরকে তাহলে দশবছর পড়িয়েও আমি কিছুই শেখাতে পারিনি, ডাক্তার বৌদি? আমার ছাত্র হ'য়ে, দুঃখের সঙ্গে যুঝতে পারলে না? হেরে পালাল হতভাগা? কতবড় বদনাম আমার···

[ইহা শুধু মুখের কথা নহে। সত্যই যে বলরাম অপমানিত হইয়াছে, উহা তাহার কণ্ঠস্বরে, দৃষ্টিতে ও মুখের ভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ব্যর্থতার দুঃখে যেন তাহার মন ভরিয়া গিয়াছে।]

করুণাময়ী। আর আমার ওই পোড়ারমুখী মেয়ে! ওকে নিয়ে আমি এখন কি করি? আপনার দাদার অবস্থা তো জানেন?

[বলরাম ধীরপদে ঘরে বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সমাধানের পথ যেন খুঁজিয়া পাইল। পথ যখন পাইয়াছে, তখন বিলম্ব করিবার লোক সে নহে।]

বলরাম। না! না! আপনার তো করবার কথা নয়। আমাকেই বেরুতে হবে। কোথায় পালায়, একবার দেখি। বিয়ে করে হতভাগা

একটা বাঁদর হ'য়েছে। রাস্কেলের কান-দুটো আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলব…

[কথার সঙ্গে-সঙ্গে কাজ। সে দ্রুত দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু যাহার সন্ধানে সে ছুটিয়া যাইতেছে, তাহাকে যখন সামনেই নতমস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল, তখন বিস্ময়ে প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া গেল। মিহির যখন বলরামের দিকে তাহার চিন্তাক্লিষ্ট, ক্লান্ত মুখ তুলিয়া তাকাইল, তখন সে একটু বিচলিত হইল।]

বলরাম। এই যে, নিজেই এসে হাজির হ'য়েছে মূর্তিমান।

মিহির। বড় বিপদে পড়েই এসেছি, মাষ্টারমশাই। পঞ্চাশটা টাকা আমায় দিতে হবে—আজই—এখুনি…

বলরাম। শাট্ আপ! টাকা দেবে? উত্তম মধ্যম দোব,—উত্তম মধ্যম…

[এক মুহূর্তে বলরাম যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। সে মুখে যা বলিয়াছে, তাহা ঘটাইয়া ফেলিত, যদি না করুণাময়ী কথা বলিত।]

করুণাময়ী। ওমা,—ছেলেটাকে আপনি মার-ধোর করবেন নাকি? ওকি এখনও আর সেই ছেলেমানুষটি আছে?

[করুণাময়ীকেই বলরাম ধমকাইয়া উঠিল। শিক্ষা দিবার সময় ছাত্র ও ছাত্রের অভিভাবক—তাহার নিকট সমান হইয়া যায়।]

বলরাম। আপনি থামুন। কথায় আর মাথায় লম্বাচওড়া হ'লেই মানুষ বড় হয় না।

[সহসা ছাত্রের দিকে ফিরিয়া সে রাগে ও ক্ষোভে গর্জন করিয়া উঠিল।]

বলরাম। এত বড় ইডিয়েট হয়েছিস, যে রুগ্ন স্ত্রীকে ঘরে ফেলে রেখে—

[আর যেন বলিতে পারিল না। গলা শুকাইয়া গিয়াছে।]

মিহির। আর পারছি না মাষ্টারমশাই। আজ এক হপ্তা ধ'রে হাত আমার একেবারে শূন্য। চোখের সামনে, সে ভুগে মরছে। আর আমি

কাঠের পুতুলের মত ঘরে বসে আছি। কত দেখবো, আর কত সইবো? আমিও তো মানুষ!

বলরাম। জানোয়ার! জানোয়ার! একটা আস্ত রামছাগল। মানুষ? মানুষ হ'লে মাথাটা আমার দশজনের কাছে হেঁট হোত না।

[ইহাতে রাগ অপেক্ষা ক্ষোভের মাত্রা যে বেশি রহিয়াছে, তাহা বলরামের আচরণে স্পষ্ট।]

মিহির। আমি তেমন কাজ তো কিছু করিনি মাষ্টারমশাই?

বলরাম। আর করতে বাকী রেখেছিস কি? ওই বাচ্ছা মেয়েটা রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফটিয়ে মরবে, আর তুই দুঃখকষ্টকে এড়িয়ে মনে করেছিস্, পাবি রেহাই! হতভাগা, বেঁচে আছিস কোথায়? মরে তো ভূত হ'য়ে গেছিস?

করুণাময়ী। কি সব অলুক্ষণে কথা বলছেন ঠাকুরপো?

বলরাম। আপনি চুপ করুন। এইসব কাওয়ার্ডগুলো মরার আগে, অনেকবার মরে। জীবনটাকে শান-বাঁধানো রাস্তা পেয়েছ, না? হোঁচট না খেয়ে, সোজা হেঁটে চলে যাবে? আর না পারলে, ভয়ে পিছু হটবে? আমায় তাই বিশ্বাস করতে বলিস? আমি যে চেষ্টা করেও তা পারি না। এত ছোট, এত কম তোর যোগ্যতা?

[তাহাকে দেখিয়া মনে হয় এইবার সে কাঁদিয়া ফেলিবে। কিন্তু সে-কান্না তাহার চোখে ফুটিয়া ওঠে না। উহা বুকের মধ্যে লুকাইয়া থাকে।]

মিহির। যোগ্যতা?—কে দিচ্ছে তার পুরো দাম? সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত, খেটে মরে যাই। হাতে ধরি, পায়ে পড়ি, কানেও শোনে না কেউ, চেয়েও দেখে না একবার...

[মিহিরের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। বলরামও বোধহয় নিজেকে একটু দুর্ব্বল বোধ করিতেছে। জোর করিয়া নিজেকে এখন শক্ত রাখিতে হইবে।]

বলরাম। সেই অভিমানে তবে বনে চলে যা। গাছে-গাছে, লাফিয়ে বেড়াগে যা বাঁদর। জানলেন ডাক্তারবৌদি, আমি অনেক গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেছি, এমন মাথামোটা—জীবনে দেখিনি…

[ইহাতে মাথা মোটা হইবার কি আছে, তাহা করুণাময়ী ভাবিয়া পাইল না। সে সবিস্ময়ে মিহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। নিজের অক্ষমতায় মিহির লজ্জিত ও ব্যথিত।]

মিহির। একটি মাস উদয়াস্ত হাড়'ভাঙ্গা খাটুনির পর যে দামটুকু পাই, বাড়ী আনতে-না আনতেই নিঃশেষ। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না, আমার অবস্থা…

[ছাত্রের অবস্থা তাহার স্বীকারোক্তি হইতে বুঝিতে হইবে,—ইহা বলরামের পক্ষে মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়। সে ধমক দিয়া মিহিরকে থামাইয়া দিল]

বলরাম। Fool, তুই না বোঝালেই যেন আমি বুঝতে পারব না? আমার কথা জানিস্ কতটুকু রে ষ্টুপিড? বাপ ছিল পুজোরী বামুন, পড়াবার সঙ্গতি ছিলনা। বারো বছর বয়সে, দেশ থেকে পায়ে হেঁটে চলে আসি কলকাতায়। বাবার এক যজমানের বাড়ীতে থেকে—তাদের দুটো ছেলে পড়িয়ে, নিজে পড়াশোনা ক'রেছি। তারপর তিরিশ টাকা মাইনেতে ঢুকেছি স্কুলে। আর তোদের মত গরু-ভেড়াদের চরিয়ে সংসার চালিয়েছি। ভাইবোনদের মানুষ ক'রেছি, তাদের বে'থা পর্য্যন্ত দিয়েছি। ঝড়ঝাপ্‌টা কত মাথার ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে। আজও তবু এই সাড়ে উনচল্লিশ বছর বয়সেও দেখ, দাঁড়িয়ে আছি যেন একটা হিমালয়।

[বেতের মত চেহারা, সোজা হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবার সচেতন চেষ্টায়, শূন্যে যেন দুইবার দুলিয়া উঠিল।]

করুণাময়ী। সে দিনকাল যে ছিল আলাদা। আমার বাবার কথাও ভাবুন না। জমিদারী সেরেস্তায় খাতা লিখতেন। মাইনে পেতেন

ন'টাকা। অথচ দু'বেলা বাড়ীতে পাত পড়ত বিশ-পঁচিশখানা, তারওপর আমরা ছিলুম পাঁচ বোন...

[বলরাম অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। করুণাময়ী যেন অসংলগ্ন কথাবার্তার অবতারণা করিয়া আসল সমস্যাটিকে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছে।]

বলরাম। রাখুন আপনার পাঁচ বোন। গরীবের অভাব চিরকালই আছে। দুঃখ পেতে যারা ভয় পায়—ভয় থেকেই তারা বেশী দুঃখ পায়।

[বলরাম করুণার কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহার কঠোর দৃষ্টি ছাত্রের দিকে নিবদ্ধ। মিহির বিষণ্ণ মুখ তুলিয়া মাষ্টার মশায়ের দিকে তাকাইল।]

মিহির। মাষ্টারমশাই! রূপোর চামচে মুখে নিয়ে আমি জন্মাইনি। মখমলের গদির ওপর শুয়েও মানুষ হইনি। দুঃখ-কষ্ট আমার নোতুন নয়। আমার খাটবার ক্ষমতাও আছে, মেশিনের মত খেটেও চলেছি। তাতেও তো কুলোতে পারছি না।

[বলরাম কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া যেন মিহিরের বক্তব্যের সত্যাসত্য মনে-মনে হিসাব করিল। তাহার পর, গম্ভীর মুখে খাটিয়ার ওপর বসিয়া আবার মিহিরের দিকে চাহিল।]

বলরাম। হুঁ! দুদিন ছিলে কোথায়?

মিহির। বহরমপুর গিয়েছিলাম মামার কাছে। অবস্থা তাঁর নেহাৎ খারাপ নয়। পঞ্চাশটা টাকাও কিন্তু, আমায় দিতে পারলেন না। ট্রেন থেকে নেমে সোজা আপনার কাছে আসছি। এখনও বাড়ী যাইনি।

[করুণাময়ীর দিকে একবার করুণভাবে তাকাইল। বলরামও তাকাইল কঠোর-ভাবে। করুণাময়ী সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। বাস্তবিক মিহিরের দুরবস্থার কথা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। একটু অনুতপ্ত হইলেন।]

করুণাময়ী। ছবিকে সে কথা জানিয়ে যাওনি বাবা? সে তো ভয়েই মরে।

বলরাম। তবে যে সোম বললে, তুই পালিয়েছিস?

মিহির। কোথায় পালাবো? জায়গা তো আমার কোনখানে নেই?

[বলরাম যেন স্বস্তি পাইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল]

বলরাম। সে কি আর আমি জানি না? শোনাও তোমার এই শাশুড়ী-ঠাকৃরুণকে।

মিহির। যেখান থেকে পারেন, পঞ্চাশটা টাকা আমায় দিন। বড় ডাক্তার না দেখালে ছবি বাঁচবে না।

[বারান্দায় ছবি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে এবার ঘরের ভিতর আসিল।]

ছবি। মাষ্টারমশাই, টাকার জন্যে অমন পাগলের মত ছুটে-ছুটে বেড়াতে বারণ করুন। এমন কিছু আমার হয়নি যে, এক্ষুনি প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। আর তাই যদি যায়, তার জন্যে চুরি ডাকাতি ক'রে জেলে যেতে হবে নাকি?

[ছবি এখানে আসিয়াছে, মিহির জানিত না। সে তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছে।]

মিহির। আপনি ছবিকে এখানে আনিয়েছেন। আমায় তো বলেন নি মা?

ছবি। আজই আমার ঘরের জিনিসপত্রগুলো, এখানে নিয়ে আসতে বলুন তো মাষ্টারমশাই? ওই পঞ্চাশটাকার ফ্লাটে থাকা আর চলবে না।

মিহির। এখানেই বা কি করে থাকবে? তোমাদের তো একখানা মাত্র ঘর!

করুণাময়ী। এ গলিতে কি মানুষ থাকে বাবা যে, ঘরের অভাব হবে? ওই সোমদের ঘরের পাশের ঘরখানা তো খালি পড়ে আছে। তবে কইমাছের প্রাণ না হলে, এই অন্ধকূপে টিকতে পারবে না।

বলরাম। দেখুন ডাক্তার বৌদি, কি বলছেন, ভেবে বলুন। এ গলিতে মানুষ থাকে না কি রকম? জীবনে কটা মানুষ দেখেছেন? আগে মানুষ কি করে দেখতে হয়, শিখুন—তারপর কথা বলবেন।

করুণাময়ী। ঢের শিখেছি। আর বুড়ো বয়সে আমার কিছু শিখে দরকার নেই। এখন ভালোয়-ভালোয় যেতে পারলে বাঁচি।

বলরাম। বেশ তাহ'লে চলে যান। কিন্তু তার আগে জেনে যান, মানুষ কাকে বলে। মানুষ সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা নিয়ে তো আপনি যেতে পারেন না।।

করুণাময়ী। থাক, আপনি আর আমায় বোঝাবেন না। সাত বচ্ছর এ গলিতে বাস করছি। অনেক দেখলুম। যাদের কোন চুলোয় ঠাঁই হয়না, তারাই এই নরকপুরীতে মরবার জন্যে আসে।

বলরাম। কেন আসে, সেটা জানেন কি?

করুণাময়ী। আপনি জানুন। আমার কাজ আছে।

[করুণাময়ী দ্রুত দরজার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু বারান্দায় সীমা ও সতুর গোলমাল শুনিয়া থামিয়া গেল। সীমা রাগিয়াছে। সতু তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।]

সীমা। [বারান্দায়] আমি জানতে চাই না কিচ্ছু শুনবো না। ওরা ভেবেছে কি? আমরা গলিতে থাকি বলে মানুষ নই!

সতু। [বারান্দায়] ওরা কি ভাবল-না-ভাবল, তাতে কি এসে যায়। আমার কথাটা শোন—

[কথা শুনিবার আগেই সীমা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সতুও দরজার কাছে আসিয়া থামিয়া গেল। সীমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। তাহার চোখ দুটি দেখিয়া সহজে বোঝা যায়, সে চঞ্চল প্রকৃতির নহে—শান্ত-স্বভাব। ঘরে আসিয়া তাহারা চুপ করিয়া গেল। দেখিল, তাহাদের আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। বলরামের সপ্রশ্ন দৃষ্টি তাহাদের দুইজনের দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে দরজার কাছ হইতে ঘরের ভিতর দিকে সরিয়া আসিল। তখন করুণাময়ী নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দিল।]

করুণাময়ী। বাজার থেকে ফিরে এলে সতু!

সতু। জিনিসপত্র সব, রান্নাঘরের দরজার কাছে রেখে এসেছি।

[পকেট হইতে একমুঠো খুচরা পয়সা বাহির করিয়া করুণাময়ীর হাতে দিল। তাহার পর সীমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।]

সতু। সীমাকে বললাম, সব গুছিয়ে রাখতে—কিন্তু এত রেগেছে—

করুণাময়ী। ও পোড়ারমুখীর কথা আর বলো না!

[মেয়ের দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া করুণাময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সীমা সতুকে কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাষ্টারমশাইয়ের গম্ভীর মুখের দিকে চোখ পড়িতেই চুপ করিয়া গেল।]

বলরাম। ব্যাপার কি সতু?

সীমা। আর পারা যায় না মাষ্টারমশায়—

[সতু উত্তর দিবার আগে সীমা অভিযোগ জানাইতে উৎসুক হইয়া উঠিল। কিন্তু বলরাম একটি ধমকে তাহার আগ্রহের আতিশয্য দমন করিয়া দিল।]

বলরাম। তুই চুপ কর ননসেন্স! যাকে জিজ্ঞাসা করছি, সে উত্তর দেবে। তোর যখন সময় আসবে, তখন মুখ খুলবি···তার আগে নয়।

সতু। সীম কিন্তু সব ব্যাপারটা জানে মাষ্টারমশায়···

বলরাম। জানে? ও—

[সীমার ওপর তাহার কঠোর দৃষ্টি আবার পড়িল। সে তখন সাহস পাইতেছিল না, তাহা দেখিয়া বলরাম অধৈর্য্য হইল।]

বলরাম। জানিস যদি বোকার মত দাঁড়িয়ে আছিস যে··· ?

সীমা। দিন-দিন যে রকম উৎপাত হচ্ছে—এ গলিতে আর কেউ টিকতে পারবে না। মেয়েরা কলে জল আনতে পারছে না—মাথার ওপর জঞ্জাল ফেলছে—যখন তখন এসে ভয় দেখাচ্ছে···

সতু। আমাদের গলি থেকে ওঠাতে পারছে না বলেই এইভাবে জ্বালাতন করছে। আমরা যদি একটু সহ্য করে না থাকি, তাহলে গোলমাল হবে। তাতে ওদের উঠিয়ে দেবার সুবিধে হবে—

বলরাম। উঠিয়ে দেবে? কে উঠিয়ে দেবে? উৎপাত আর জ্বালাতন ক'রে, গলি থেকে উঠিয়ে দেবে?

[বলরাম একেবারে ফাটিয়া পড়িল।]

সীমা। গায়ের জোরে পারল না—আইনের জোরে পারল না—এইবার অন্য ফন্দি এঁটেছে। তাই আপনাকে বলছিলাম—

সতু। আপনি কিন্তু মাষ্টারমশাই ওদের সামনা-সামনি থাকেন না। আপনার ওপরেই ওদের শ্যেন-দৃষ্টি পড়েছে···

সীমা। তাই আপনাকে সরাতে পারলেই, গলির লোকরা আর ওদের বাধা দিতে পারবে না। তার জন্যে একেবারে উঠে পড়ে লেগে গেছে।

মিহির। কারা উঠে-পড়ে লেগেছে? কারা মাষ্টার-মশাইকে সরিয়ে দেবে?

[বলরাম উত্তেজনায় ঘরময় পায়চারি করিতেছিল। হঠাৎ সে থামিয়া গেল। কাহারও দিকে না তাকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।]

বলরাম। জাম্বুবান হালদার—আর হনুমান হালদার! জাম্বুবান-হনুমানের উৎপাতে ভয় পেয়ে, সব ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে? তোমরা সব তাহলে 'ফুলস্'—কাউয়ার্ড! আর আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে? না-না-না, আমি চেষ্টা করেও পারি না!

[বলরাম তাড়াতাড়ি খাটিয়া হইতে কয়েকটা বই লইয়া দ্রুত দরজার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল। সকলের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।]

বলরাম। কেমন সব, বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে? প্রত্যেকটি এক-একটি আস্ত ইডিয়েট! যত সব ননসেন্সের দল!

[হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল। অন্য সকলে বোকার মতই দাঁড়াইয়াছিল। মাষ্টার-মশাইয়ের এমন ভাবে হাসিবার কি অর্থ, তাহারা বুঝিতে পারিল না।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ ছয় ॥

[বলরাম যাহাই বলুক, জগন্নাথ হালদারের ভাই হরনাথ হালদার এমন তুচ্ছ লোক নহে, যাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। এই কাণা-গলি তাহাদের পৈতৃক জমিদারী। শোনা যায়, এক সময়ে তাহারা এখানকার এক বিরাট অঞ্চলের মালিক ছিল। বর্তমানে উহার অনেক অংশ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। তাহার সহিত প্রভাব-প্রতিপত্তিও অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। তথাপি হালদার-বাড়ীর প্রতাপ এখনও একেবারে খর্ব হয় নাই। পাড়ার মাতব্বর বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এই হালদার গোষ্ঠি হইতেই স্বতই নির্বাচিত হইয়া যায়। এ-বিষয়ে হরনাথের উৎসাহ যেমন মাত্রাতিরিক্ত, খাতিরও তেমনি সমধিক। তাহার নাম শোনে নাই, তাহাকে ভয়-মান্য করে না, এমন লোক এ-অঞ্চলে বোধহয় একটিও নাই। সেই হরনাথ হালদার গণেশ ডাক্তারের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়াছে। গলির বুকে অন্ধকার নামিয়াছে। অবশ্য সে-অন্ধকারে হরনাথকে চিনিতে কষ্ট হয় না। তাহার প্রকৃতি তাহার চেহারার মধ্যে, তাহার স্বভাব তাহার আচরণের মধ্যে এতখানি স্পষ্ট যে, তাহাকে এক-নজরেই ধরিয়া ফেলা যায়। সে নিজেও বোধহয় আপনাকে লুকাইবার কোন চেষ্টা করে না। স্বাস্থ্যবান, মাঝবয়সী লোক। পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হয়, সৌখিনতার দিক হইতে বংশের ঐতিহ্য এখনও বজায় রাখিয়াছে। সাধারণতঃ কথা বলিবার সময় তাহার ভুরু নাচিয়া ওঠে, চোখের দুপাশে পেশী সংকুচিত হয়, কাঁধ মাঝে-মাঝে উঠিতে-নামিতে থাকে। কিন্তু যখন সে উত্তেজিত হইয়া ওঠে, তখন মনে হয়, তাহার মুখ যেন কাঠের তৈয়ারী—তখন একটা নিশ্চল কঠোরতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। শুধু ঠোঁটের দুপাশ মাঝে-মাঝে কাঁপিতে থাকে।

হরনাথ তরংগের দিকে চাহিয়া নির্লজ্জের মতো হাসিতেছিল। তরংগ দোতলা বাড়ীর দিক হইতে আসিবার সময় বাধা পাইয়া যেন থামিয়া গিয়াছে। হরনাথ যেন তাহার পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়াছে। তরংগ চাপা-রাগে জ্বলিতেছিল। ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, এই বেহায়াপনার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিবার জন্যে সে প্রস্তুত।]

হরনাথ। ওকিরে তরংগ? আমায় দেখে, অমন জড়ো-সড়ো হ'য়ে পড়লি কেন? ভাসুরের সামনে যেন ভাদ্দর বৌ! তোর অবস্থাও

দেখছি তাই। কবে থেকে রে? কবে থেকে হলি, এমন লজ্জাবতী লতা, এঁ্যা? আরে, এইতো, সেদিনও দেখেছি! ধরনা, বছর তিনেক আগে,—ওই গণেশ ডাক্তারের ছোটমেয়ে আর সতুর সঙ্গে কোমর বেঁধে,—এই গলিতে ড্যাংগুলি খেল্‌ছিস। লোকে বলত, বেহায়া-ডাকাতে-মেয়ে। তোর বাপ চরণ, তোকে কি মারটাই না মারতো। আর তুই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করতিস্। বাধ্য হ'য়ে ছুটে আস্‌তে হোত। কিরে, একেবারে বোবা হ'য়ে গেলি যে, এঁ্যা?

[তরংগ একটা কপট দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। কিন্তু ইহা যে তাহার ভান, তাহা সহজেই বোঝা যায়।]

তরংগ। একটা কথা ভাবছি।

হরনাথ। তাই নাকি? আজকাল তাহলে একটু-আধটু ভাবতে শিখেছিস। কে শেখাচ্ছেরে, এঁ্যা? সোমনাথ, না তোদের মাষ্টার-মশাই? দেখিস্, বেশী ভাবুকটাবুক হ'য়ে রাস্তা চলতে গিয়ে আবার যেন খানায় পড়িস না। তা, অত কি ভাবছিস রে, এঁ্যা? আকাশ পাতাল নাকি?

[হরনাথের চোখে-মুখে ধারালো হাসি। তরংগ একবার তাহার দিকে ঘাড় ঘুরাইয়া কটাক্ষপাত করিল। পরক্ষণেই তাহার মুখের ভাব একবারে বদলাইয়া গেল।]

তরংগ। ভাবছি, আপনি যেমন বকতে পারেন, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকতেও পারেন। বলিহারী, ধৈর্য্য আপনার! সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন! পা ব্যথা ক'রে না?

[তরংগ এমন ভাবে সমবেদনা জানায় যে, মনে হয় উহাতে বেদনার লেশমাত্র নাই। কণ্ঠ পরিহাস-তরল। ভাবভঙ্গীতে বিদ্রূপ ফুটিয়া রহিয়াছে।]

হরনাথ। পা ব্যথা? তা, পা-ব্যথা করলেই বা কি করি? তুই তো তার এখন সেই ছোট্ট চরণের মেয়ে নোস? বড় হয়েছিস, তার ওপর সোমের বৌ। তোকে তো আর বলতে পারি না, পা টিপে দিতে?

তরংগ। কেন পারেন না? আমার বাবা, সারাটা জীবন আপনাদের পা টিপে-টিপে মরে গেল। ছোটবেলায় আমিও কত দিয়েছি গো। আপনাদের পা ছুঁতে আমাদের মত লোকের তো কোন লজ্জা নেই!

হরনাথ। চুপ! চুপ! আর বলিস্ না ও'কথা। সোমনাথ জানলে, আমার মাথা নেবে! তোকে'ও হয়তো···

[বাকী কথাটুকু ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে চায় হরনাথ। কিন্তু তরংগ তাহাকে সে অবকাশ দিল না। অবজ্ঞায় সে সব উড়াইয়া দিল।]

তরংগ। আপনি ভয় করুনগে যান। আমি তার তোয়াক্কাও রাখি না। আপনার পা এক্ষুনি টিপতে পারি। তবে আমার একটা বিচ্ছিরী স্বভাব। পা টিপতে-টিপতে তক্ষুনি গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে ক'রে।

[হরনাথের দিকে চাহিতেই মনে হয়, সে ইচ্ছা তাহার এখনই হইয়াছে।]

হরনাথ। তা, তা—তুই পারিস। যা দস্যি মেয়ে, তোর কীর্তিতো জানতে কিছু বাকী নেই! ড্যাংগুলি মেরে একদিন গণেশ ডাক্তারের কপালটাই তো ফাটিয়ে দিলি।

তরংগ। যাক, কথাটা মনে রেখে ভাল ক'রেছেন। তবে, আমার হাতের টিপ, এখনও সেইরকম আছে, বুঝলেন!

[আর একবার ঘাড় ফিরাইয়া হরনাথের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল তরংগ। হরনাথ নির্লজ্জের মত হাসিতে লাগিল।]

হরনাথ। আরে, টিপ থাকলেই কি আকাশের গায়ে ঢিল মারতে পারা যায়, এঁ্যা? তেমনি বোকা মেয়েই আছিস, দেখছি। আর হাত বাড়ালেই কি চাঁদ ধরা যায় নাকি?

[বিদ্রূপ ও পরিহাসের ছদ্মবেশ তরংগ একমুহূর্তে খুলিয়া ফেলিল। তাহার চোখমুখ জ্বলিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরও কঠিন।]

তরংগ। আমাদের গলি থেকে সব সময় তো চাঁদ দেখা যায় না, আপনাদের বাড়ী আড়াল পড়ে। আর দেখা গেলেও উঁচু দিকে ফিরেও তাকাই না—তাহলে যে আপনাদের বাড়ীটা নজরে পড়ে। তারচেয়ে, কেরাসিনের লম্ফ আমাদের অনেক ভাল। বেশ আলো হয়।

[হরনাথ অপমানটুকু সহ্য করিয়া লইল। মনোভাবকে হাসির আবরণে ঢাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।]

হরনাথ। বাবা, ভারী কথা বলতে শিখেছিস্ যে। কার কাছে শিখেছিস রে? বলরাম মাষ্টারের কাছে নাকি? সোম তাহলে আজকাল তোকে মাষ্টারের বাড়ী লেখাপড়া শেখাতে পাঠায়!

তরংগ। আপনি পথ ছাড়ুনতো। আমার কাজ আছে! ইচ্ছে হয়, একা দাঁড়িয়ে বকর-বকর করুন।

[সে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে চাহিল। কিন্তু হরনাথ এক-পাও সরিল না।]

হরনাথ। তুই যা-না—। আমি কি তোর রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছি? তবে যে বলছিলি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা ক'রেতো—টিপে দিবি। জানতাম, তুই পারবিনা! তোর বাপের মতন অমন পাট্টা জোয়ান, শক্ত হাতে চাপড় মেরে-মেরে যে ব্যথা সারাতে পারলনা, সেকি তোর ঐ তুলতুলে হাতে...

[এবার তরংগ নিজ মূর্তি ধারণ করিল। তাহার চোখ-মুখ হইতে আগুন ঝরিয়া পড়িতেছিল।]

তরংগ। কেন হাত কেন ? আমার কয়লা ভাঙ্গার নোড়াটা রয়েছে তো ? তাই দিয়ে পিটে-পিটে আপনার পায়ের ব্যথা—দাঁতের ব্যথা—মাথা ব্যথা—যতরকম ব্যথা আপনার আছে না—সব সারিয়ে দোব।

[হরনাথ সহসা ক্ষেপিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের চেহারাও বদলাইয়া গেল।]

হরনাথ। তরংগ! আস্পর্ধা তোর বেড়ে গেছে, দেখছি। কদিন ধ'রে শুন্‌ছি, আমার নামে যা-তা রটিয়ে বেড়াচ্ছিস্। ভেবেছিস্ কি বল্‌তো ?

[তরংগ যা ভাবিয়াছিল তাহা বলিতে তাহার সরম-সংকোচ একবারে নাই।]

তরংগ। যা-তা কিছু রটাইনি ত ? বলেছি, আপনি গলির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজেন, কাগজ পড়েন, ইয়ারকী করেন। তারপর রাস্তার ওপর টুল পেতে বসে, রোদ্দুরে আয়েস ক'রে ভুঁড়ীতে তেল ঘষেন। এতে আমাদের যাতায়াতের অসুবিধে হয়।

[সক্রোধে গর্জিয়া উঠিল হরনাথ। অন্ধকারে তাহার ক্রুদ্ধ মুখের ছবি আরও কুৎসিত করিয়া তুলিল।]

হরনাথ। অসুবিধে হয় ? অসুবিধে হয় তো—হবে। যাতায়াত তাহলে বন্ধ করে, বাড়ী বসে থাকবি। কেউ কিছু বলতে সাহস করলে না—আর তুই মাঝখান থেকে এলি ফোড়ং কাটতে ? আগাছা কিনা ? মাথা চাড়াটা তাই একটু বেশী। বুঝেছি! দোব সব উপড়ে ফেলে...

তরংগ। ওসব চোখরাঙানী আমায় দেখাবেন না। বাড়ীতে অনেক ঝি-চাকর-দরোয়ান আছে। তাদের ওপর রাগ ফলানগে যান, তারা শুনবে। আপনি বড়লোক। গলির মধ্যে কি করতে আসেন, শুনি ?

রোজ দুপুর বেলায় গলির সামনে গগন স্যাকরার দোকানে বসে, হাসি, গল্প, ঠাট্টা। আমি যেন কিছু বুঝিনা—না ?

[কথা শেষ করিয়া সে যাইবার জন্য পা-বাড়াইতেই হরনাথ আবার নির্লজ্জভাবে হাসিতে-হাসিতে তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।]

হরনাথ। একটুতেই যে তুই একেবারে তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠলি তরংগ। গগনের দোকানে, আমি যাই সোনা-গলানো দেখতে। সোনা যখন গনগনে আগুনে টগবগিয়ে ফোটে, তখন আমার ভারী ভাল লাগে। দেখেছিস কখনো ?

[ক্রুদ্ধ ফণিণীর মত তরংগ হরনাথের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে মূর্তি দেখিলে হরনাথের মত লোকেরও আশঙ্কা হয়।]

তরংগ। না। কখন দেখিনি। আর কেউ দেখাতে এলে, তাকে ঝাঁটা মারতে ইচ্ছে ক'রে।

[সোমনাথ এই সময় এই দিকে আসিতেছিল। সে এইমাত্র কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়াছে। ঘর্মসিক্ত দেহ—চোখে-মুখে ক্লান্তির চিহ্ন। তথাপি সে ক্লান্তি তাহার সুগঠিত স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য, তারুণ্যের আগ্নেয় আভা একেবারে মুছিয়া দিতে পারে না। সে দীর্ঘকায় ও শক্তিমান। তাহার দেহ প্রচণ্ড কর্মশক্তি ও অসীম আত্মবিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। স্ত্রীর এইরূপ অসঙ্গত দুঃসাহস দেখিয়া সে ক্ষেপিয়া গেল।]

সোমনাথ। তরংগ! এত সাহস, এত সাহস তোর বেড়ে গেছে ? তোর বাপের বয়েসী লোককে ঝাঁটা মারার কথা বলতে তোর মুখে একটু আটকালো না ? জানিস্—ওই হালদার-বাড়ীর ভাত খেয়ে তুই এত বড়টা হ'য়েছিস ? তোর বাপ মরতে-মরতে বুড়োকর্ত্তা-বাবুর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়েছে—দেখিসনি ? বড়র মান রেখে কথা কইতে কি কোনদিনই শিখবি না ?

[হরনাথ দেখিল তরংগ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আর একবার হরনাথের দিকে সে দৃষ্টি ঘুরাইয়া আসিল।]

তরংগ। যার মান, সে না রাখলে থাকে না। অভদ্রলোকে দিলেও থাকে না, আর না দিলেও থাকে না। আবার রাখতে জানলে, কেউ তা কেড়ে নিতেও পারে না…

হরনাথ। সোম, থামতে বল তোর বউকে। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না…

তরংগ। বড় মুখে ছোটকথা বেশ মানায়, না?

সোম। থাম তুই তরং। ছোটবড় কথায় অমন মুখ ছোটাসনি! খাতিরের লোককে খাতির করতে না পারিস্ তো মুখ বুজে থাক!

[তরংগ-মুখ বুজিয়া থাকিবার মেয়ে নয়। এমন কি, সোমনাথের সম্মুখেও স্পষ্ট বলিতে তাহার ভয় নাই।

তরংগ। তুমি জান না, খাতির যত্ন পেলেই কি সবাই বোঝে তার কদর? ভুলোটাকে তো তুমি সাবান দিয়ে নাওয়াতে-ধোয়াতে, দু'বেলা দুধ-ভাত খাওয়াতে, চটের থলে পেতে শোয়াতে। অত আদর-যত্নে পুষেছিলে তো! তবে সে কেন রান্নাঘরে ঢুকে, তোমার ভাতের থালায় মুখ দিয়েছিল?

[সোমনাথের দিক হইতে সে আবার দৃষ্টি ফিরাইল অপমানিত হরনাথের কুৎসিত মুখের দিকে। সে-দৃষ্টিতে এখন ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নাই।]

সোম। উঃ! চুপ কর তরং! চুপ কর্। তোর বাপ বেঁচে থাকলে, এসব শুনে যে তোকে মেরে ধুনে ফেলত?

তরংগ। সে তুমি যা-ই করো। আমায় মেরেই ফেল, আর কেটেই ফেল। আমার তাতে কোন ভয়ও নেই, দুঃখও নেই। তবে ভুলোর বরাতে সেদিন যা জুটেছিল, দরকার হলে, সকলের জন্যে সেই ঝাঁটার ব্যবস্থা আমি করবই।

[তাহার ব্যবস্থা সে স্বামীকে বুঝাইতে চাহে নাই। যাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল, তাহার দিকে আর একবার তাকাইল। শেষবারের মত দৃষ্টি হইতে সমস্ত ঘৃণা হরনাথের আপাদ-মস্তকে যেন ছড়াইয়া দিল। তাহার পর দ্রুত চলিয়া গেল।]

সোম। যা বেরো—দূর হ', এখান থেকে—দূর হ'।

হরনাথ। এসব ভালো নয় সোম। কথায় কথায়, তোর বউ আজকাল সকলকে ঝাঁটা দেখায়। বোয়ের ঝাঁটালাথি-মুখঝামটানি তোর মিষ্টি লাগতে পারে—তুই চুপ করে থ'কতে পারিস, সবাই তা-বলে এসব বেয়াদপি সইবে কেন?

সোম। সে আর আপনি কি বলবেন? আমি কি দেখতে পাচ্ছি না—শুনতে পাচ্ছি না? আর দেখে-শুনে কি চুপ করে থাকি? রাগারাগি, বকাবকি, ঢের করি। গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

[বাস্তবিক তাহার স্ত্রীর ব্যবহারে সে নিজে লজ্জিত।]

হরনাথ। তা বললে তো হবে না? ঘর সামলাতে না পারিস্ তো এই গলির ঘর ছেড়ে আলাদা রাস্তা দেখ। একেবারে এতখানি বেড়ে উঠেছে যে, ছোটবড়, লঘু-গুরু জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই?

সোম। এমনি করে সারাজীবন নিজের বাপকে জালিয়েছে। এখন আমায় জ্বালাচ্ছে। ওর বাপের মতো যদি মারধোর—আর তাতেই বা কি হবে? ওর বাপ কি কম পিটেছে? স্বভাব তবু একটুও বদ্‌লেছে? ওটা না ম'লে যাবে না, হাঁলদারদা'।

হরনাথ। ওসব কাজের কথা নয়। পাড়ায় আর পাঁচটা ভদ্রলোক রয়েছে। দাদার কাছে গিয়ে, তারা সব এই গলির সম্বন্ধে নানা রকমের নালিশ করেছে। এখানে আজকাল এমন সব কাণ্ডকারখানা চলছে, যা'তে আশ-পাশের বাড়ীতে বৌ-ঝি নিয়ে বাস করা যায় না। দাদা বলে, গলিটা হয়েছে—একটা ইতরের আড্ডা।

[সোমনাথের মুখ অপমানে ও রাগে গম্ভীর হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠস্বরও কঠোর হইয়া উঠিল।]

সোমনাথ। আপনার দাদার কথাটা শুনে রাগ হয়। গলির ভেতর যারা থাকে, তারা কেউ অভদ্দর লোক নয়! তাদেরও বউ-ঝি আছে। এখানে এমন কিছু ঘটে না, যা'তে, আপনার দাদা দড়াম করে, একেবারে অতবড় কথাটা......

[এমন অধৈর্য্য হইয়া উঠিল যে কথাটা আর শেষ করিল না।]

হরনাথ। পাঁচজনের কথাই দাদা বলেছে। আর এ গলিতে কার ঘরে কি হ'চ্ছে, সবই আমার জানা : আমাদের ছাদ থেকে, অনেক কিছুই এদিক-ওদিক দেখতে পাই। দাদা কি বলবে? আমিই বলছি, এ গলিটা হয়েছে একটা ডাষ্টবিন। জঞ্জাল সাফ না করলে, সমস্ত পাড়াটার বাতাস বিষিয়ে উঠবে।

সোমনাথ। ওসব আমি বুঝি! গলির লোকগুলোকে না তাড়ালে তোমাদের স্বস্তি হচ্ছে না। তাদের ঘরছাড়া করে পথে বের না করলে, তোমাদের আয়ের পথটা খুলছে না। সব রকমের চেষ্টাই তো করেছ। এবার পাড়ার লোকের সাক্ষী মেনে নতুন চাল দিচ্ছ। কিন্তু কোন চালই চলবে না। তুমিও জেনে যাও—আর তোমার দাদাকেও বলে দিও—আমাদের গলিটাও পাড়ার মধ্যে, আর সেখানেও লোক আছে...

হরনাথ। সে সব লোককে আমারও চেনা আছে! কে কোথায় থাকে একবার দেখা যাবে।

[হরনাথ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। এই সময় গণেশ তাহার বাড়ীর দরজার দিকে যাইতেছিল। নিজের চিন্তায় এতখানি মগ্ন ছিল যে, হরনাথ ও সোমনাথের কোন কথা তাহার কানে যায় নাই। তাহাকে দেখিয়া হরনাথ আর অগ্রসর হইল না।]

হরনাথ। আর—এই যে—ডাক্তার!

[গণেশের চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সে পিছন ফিরিয়া তাকাইল। হরনাথের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল।]

গণেশ। এঁ্যা! কিছু বলছেন?

হরনাথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আপনাকেও একটা কথা বলতে চাই। আমার রোগ-টোগ, কি সব যা-তা বলেছেন, শুনলুম—

[গণেশ তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। বিস্ময়ে ও ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। হরনাথ তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।]

গণেশ। কই—কখন—কবে, বলুনতো? দাঁড়ান নোটবইটা দেখি…

হরনাথ। ওসব নোটবই—খাতা-পত্তর রেখে দিন। এবার থেকে একটু হিসেব ক'রে কথা বলবেন…

গণেশ। আমি ডাক্তার। নানান রুগীর রোগ বিচার করতে হয়। হিসেব না করলে চলে? তবে আপনার অসুখ নিয়ে তো আমি মাথা ঘামাতে পারি না। আমি তো হালদার বাড়ীর ডাক্তার নই। আপনাদের অসুখ হলে ডাকবেন সহরের সেরা হাঁক-ডাকওয়ালা এ্যালোপাথি ডাক্তার। আমি কেন বলতে যাব আপনার রোগের কথা? তবে হ্যাঁ, আপনার ফার্ষ্ট ওয়াইফের মৃত্যুর সময়, একবার বোধহয়……

হরনাথ। থামুন আপনি। এতবড় মিথ্যেবাদী,—

সোমনাথ। এই—এই, হালদার দা! কাকে কি বলছ?

[সোমনাথ গণেশকে আড়াল করিয়া একেবারে হরনাথের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

হরনাথ। তুই আর ফোড়ং কাটিসনি সোমু। যা, নিজের বউকে বরং একটু শাসন-টাসন করগে যা। খবরদার গণেশবাবু! আজেবাজে কথা যেন আপনার মুখ থেকে আর না বেরোয়। তাহলে এ পাড়ায়

আর ডাক্তারী করতে হবে না। আর এই গলি থেকে বাসও ওঠাতে হবে।

[হরনাথ চলিয়া গেল। সন্ত্রস্ত গণেশ এখন হাঁফ ছাড়িল।]

গণেশ। দেখতো, দেখতো বাবা সোম! আমি কি--আমি কি করলুম? কখন কি বলে ফেলেছি, আমার কি তাই মনে আছে? আর দু'একটা বেফাঁস যদি কিছু বেরিয়েই পড়ে—মানুষের মুখতো? সেটা কাণে নেবার কি দরকার বলত? এমন অযথা রাগারাগি করাটাই তো একটা রোগ—নিশ্চয়ই রোগ…

সোমনাথ। ঐ তরং ডাক্তারবাবু! তরং যা-তা সব বলার জন্যেই…

[গণেশ মাথা দোলাইয়া সোমনাথকে থামাইয়া দিল।]

গণেশ। না—না—সোম! তরংগ যা-তা বলার মেয়ে নয়। যা-তা বলেছে ওই মাষ্টার—বলাই মাষ্টার।

সোমনাথ। মাষ্টারমশাই কেন? তিনি তো এখানে ছিলেন না?

গণেশ। আজ নয় সোমনাথ—আজ নয়। হরনাথবাবু একসময় আমাদের বাড়ী আসতেন-যেতেন, গল্পসল্প করতেন আর কি। বলরাম সেকথা জানতে পেরে, ইংরিজিতে গাল দিয়ে হরনাথবাবুকে তাড়াল। সেই থেকে যত রাগ আমার ওপর…

সোমনাথ। ওইতো মাষ্টারমশাই আসছেন!

গণেশ। আসছে নাকি? ইস্! নাম না নিতেই—

সোমনাথ। সতুর জন্যে যে আমাকে ওষুধ দেবেন বলেছিলেন…

গণেশ। একটু দাঁড়াও। কালাপাহাড়টা আগে চলে যাক। বড্ড বুক ঢিপ-ঢিপ করে…

[নিজের ঘরের দরজার আড়ালে আত্মগোপন করিল। শুধু একটু ফাঁক দিয়া মুখখানি দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু বলরাম আসিতেই তাহাও ভিতরে চলিয়া গেল। সোমনাথ হাসিতে লাগিল। সে হাসি দেখিয়া বলরাম থামিয়া গেল।]

বলরাম। এই ইডিয়েট! এখানে দাঁড়িয়ে হাসছিস কেন?

সোমনাথ। ডাক্তারবাবু আপনাকে দেখে লুকিয়ে পড়লেন।

বলরাম। ও! তাতে হাসবার কি আছে?

সোমনাথ। আজ ফিরতে এত দেরী হ'ল! কোথায় গেছলেন?

বলরাম। টিউশানির খোঁজে--

সোমনাথ। পেলেন?

বলরাম। আমি চেষ্টা করেও পারলাম না সোম। কাল ছাত্রের বাবার সংগে কথাবার্তা বলে, দশটাকায় আমি সব ঠিকঠাক করে এসেছিলাম। আজ গিয়ে দেখি, আটটাকায় আর একজন লেগে গেছে। একেবারে পড়াতে আরম্ভ করে দিয়েছে, দেখলাম···

সোমনাথ। ইস্! আপনি আটটাকায় ঠিক করলেন না কেন?

বলরাম। আগে কি জানতাম? তারপর সেই মাষ্টার ছোকরা বুঝলি, ছুটে এসে পায়ের ধূলো না নিয়ে হঠাৎ বললে—"কেমন আছেন স্যার"! ভাল করে চেয়ে দেখি এক মূর্তিমান···

সোমনাথ। আপনার ছাত্তর-টাত্তর নাকি?

[বলরাম সহাস্যে মাথা নাড়িল।]

বলরাম। আর না হ'য়ে যাবে কোথায়? কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলুম, "কিরে পড়াশোনা করছিস তো?" ব্যাস! আর কোন জবাব নেই। ঠিক যেন ইস্কুলে তেরোর থিয়োরেম ধরেছি। খালি মাথা চুলকোয়—আর মাথা চুলকোয়--

সোমনাথ। বলতে পারলে না?

[সহসা বলরামের মুখের ওপর নামিয়া আসিল এক গাঢ় বিষন্নতা।]

বলরাম। না। খালি একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। একটি মুহূর্তের জন্যে, সেই শুকনো মুখ আর ছলছলে চোখ দুটোর দিকে চেয়ে যা দেখলাম, মনটা তাতে খারাপ হয়ে গেল সোম।

সোমনাথ। কি দেখলেন মাষ্টার মশাই ?

বলরাম। অনেক—অনেক যেন আশা ছিল ইডিয়েটটার। বড় হবে, জীবনে একটা কিছু করবে। সব—সব যেন একটু-একটু ক'রে নিভে যাচ্ছে, বুঝলি—নিভে যাচ্ছে। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। কেন হোল, তাই ভাবছি—

[চিন্তাভারাক্রান্ত মনে অগ্রসর হইল। দোতলা বাড়ীর দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। তাহার ব্যথা সোমনাথের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। সে একদৃষ্টে মাষ্টারের যাওয়ার দিকে তাকাইয়া রহিল। গণেশ আসিয়া ডাকিতেই তাহার চমক ভাঙ্গিল।]

গণেশ। মাষ্টার অতসব কি বলছিল সোমনাথ ?

সোমনাথ। মাষ্টারমশায়ের মনটা বড় খারাপ ডাক্তারবাবু।

গণেশ। মন খারাপ ? মাষ্টারের মন খারাপ ? ওরে বাবা—ভান্, মন-খারাপের ভান। সোমনাথ, নিশ্চয়ই কোন নোতুন ফন্দী এঁটেছে মাথায়···

সোমনাথ। না-না, সত্যিই মন খারাপ ডাক্তারবাবু। আমি যে দেখলাম···

গণেশ। ছেলেমানুষ সোমনাথ, তুমি ছেলেমানুষ। মাষ্টারকে ওপর থেকে দেখলে, ঠক্‌বে। মাষ্টারের যেদিন সত্যি মন খারাপ হ'বে, ঠাণ্ডা মাথায় যেদিন দু'টো মিষ্টি কথা বলবে, সেদিন জানবে মাষ্টারের দারুণ অসুখ, আর বাঁচবে না। স্বয়ং শিবেরও সাধ্য নেই মাষ্টারকে সেদিন বাঁচায়···

[সোমনাথ গণেশের কথায় বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া ওঠে।]

সোমনাথ। এসব কি বলছেন ? মাষ্টারমশাই···

গণেশ। মহাধড়ীবাজ! ওকে তোমরা চিনবে কি? ছবির বিয়েতে একগাদা আলুর-দম খেয়ে মাষ্টারের পেটের অসুখ করেছিল, জানো তো?

সোমনাথ। হ্যাঁ—

গণেশ। আমি সীমকে দিয়ে ওষুধ পাঠালাম। ওষুধ খেয়েই বলরাম চলে গেল বাজারে, কিনে আনলো চারটে আনারস। সবগুলো একাই গিললে। অসুখ বেড়ে গেল। বল্লে, 'গণেশ ডাক্তারের ওষুধের দোষ।' ফের ওষুধ দিলুম। অসুখ সেরে গেল। বল্লে, 'আনারসে সেরেছে।'

[গণেশের কণ্ঠস্বর যেন বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্ষোভে ও ব্যথায় চোখ-দুটিও ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু সোমনাথ এমন মজার ব্যাপারে না হাসিয়া পারিল না।]

গণেশ। হাসি নয়,—আমার সর্ব্বনাশটি করবার জন্যে ব্যাটাচ্ছেলে নিজের জীবনটাকেও দিতে পারে। এত বড় মারাত্মক লোক।

সোমনাথ। সেকি? মাষ্টারমশায়ের মত লোক, কারুর কোন অনিষ্ট করতে পারে ডাক্তারবাবু?

[গণেশ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বেদনা জোর করিয়া সরাইয়া দিল। একটা সফলতার আনন্দ তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া ওঠে।]

গণেশ। না! আর কিছু করতে হ'চ্ছে না। মাষ্টারের কোচিং-ক্লাশ করা ঘুচিয়ে দিয়েছি। গোবিন্দ দোকানের আদ্দেকটা আমায় পার্টিশন করে দিয়েছে। টেবিল-চেয়ার-আলমারীর ব্যবস্থাও করে ফেলেছি। শীগ্‌গীরিই ডাক্তারখানা খুলে ফেললুম···

সোমনাথ। ডাক্তারখানা তাহলে খুলে গেল—

গণেশ। হ্যাঁ বাবা। তোমরা এবার একটু উঠেপড়ে লাগলেই হয়। তুমি, আর ধর, ওই ন্যাপ্‌লার মা—হলধরবাবু আর বাসুদেব···

সোমনাথ। আমায় দিয়ে যা হ'বে, আমি সব করব।

গণেশ। ব্যাস্! তাহলে আর কোন ভাবনা নেই। তারওপর ধরো, এখন ওষুধের দাম কমিয়েছি, আদায়পত্র বেশ হ'বে কেমন? তোমার মাসীমার নাকনাড়া আর সইবো না, বুঝলে সোমনাথ। মুঠো-মুঠো পয়সা, এবার ছুড়ে মারবো একেবারে গিন্নীর নাকের ওপর...

[সে কেমন করিয়া ছুড়িয়া মারিবে, তাহা সোমনাথকে না দেখাইয়া পারিল না। আনন্দের আতিশয্যে তাহার হাতখানাকে জোরে ছুড়িয়া দিবার ভঙ্গিতে দরজার দিকে প্রসারিত করিল। কিন্তু সে হাত কে চাপিয়া ধরিল। গণেশ সেদিকে না তাকাইয়া অনুভব করিয়াছিল যে, করুণাময়ী ছাড়া আর কেহ নহে। তবে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সব কথা সে শুনিয়া ফেলিয়াছে—এই ভাবিয়া গণেশের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। করুণাময়ীর আকস্মিক আবির্ভাবে সোমনাথ বিস্মিত হইয়াছিল। করুণার মুখের ওপর ছদ্ম-গাম্ভীর্য।]

করুণা। ভেতরে এস। কথা আছে—

[ইহার পর কি কথা থাকিতে পারে, তাহা গণেশ সহজেই অনুমান করিতে পারে। কিন্তু আপত্তি করিবার সাহস সে পাইল না। যন্ত্রচালিতের মতো ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ সাত ॥

[সোমনাথের ছোট ভাই সতু ছবির হাত ধরিয়া তাহাদের ঘরে টানিয়া আনিল। সোমনাথের ঘরখানি কতকটা গণেশ ডাক্তারের ঘরখানির অনুরূপ। শুধু গলির দিকে কোন জানালা নাই। দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব ও জিনিসপত্র সাজানো রহিয়াছে। কোথাও বাহুল্য নাই,—কিছুই এলোমেলো হইয়া নাই। অভাব রহিয়াছে—দারিদ্র্য রহিয়াছে। তথাপি উহার মধ্যে, কে যেন নিপুন-হস্তে বহু যত্নে ও পরিশ্রমে সংসারের শ্রীকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ঘরে আলো ছিল না। অন্ধকারে ছবিকে লইয়া ঘরে আসিল সতু। ভিতর দিকের ঘরখানিকে লক্ষ্য করিয়া চিৎকার করিল।]

ছবি। [বাইরে] ছাড়, ছাড় সতু—ছেড়ে দে। [ভেতরে এসে] আমি তো আসছি—

সতু। তরং! তরং! এই তরং, শীগ্‌গির এদিকে আয়···

তরংগ। [পাশের ঘর থেকে] দাঁড়া—দাঁড়া—অত তাড়া কিসের? ঘোড়ায় যেন জিন দিয়ে এসেছে···

সতু। আরে, দেখে যা—দেখে যা—কাকে ধরে নিয়ে এসেছি! এই তরং—

তরংগ। [পাশের ঘর থেকে] উঃ বাপ্‌রে বাপ্। খালি তরং আর তরং! তরংয়ের দাদামশাই যেন রসোগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে হাজির···

[সে নিজে হাজির হইয়া বিস্মিত হইয়া গেল। হাতের হ্যারিকেনটা একটু তুলিয়া ধরিল।]

তরংগ। ওমা ছবিদি যে গো—

সতু। কোন সকালে এসেছে। এখনও পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ী একবারও আসতে পারেনি। একবছরে ছবিদি কি রকম বদলে গেছে, দেখ···

ছবি। ওকথা বলিস্‌নি ভাই। একগাদা জিনিসপত্র আনিয়ে—গুছিয়ে, ঘরে তুলতে বেলা চ'লে গেল। এবার থেকে তো রোজ দু'বেলা আসবো। তোদের পাশেই তো চ'লে এলাম। আর তুই বা এক-বছরের মধ্যে ছবিদির কাছে ক'দিন গেছ্‌লি? খালি সামনে দেখলেই যত লাফালাফি না?

[তরংগ টুলের ওপর হ্যারিকেনটা রাখিয়া ছবির কাছে আসিল।]

তরংগ। তুমি ওই ঘরটা নিলে ছবিদি? চালের যে জায়গায়-জায়গায় ফুটো। বর্ষাকালে কিন্তু ভারী কষ্ট হ'বে তোমার···

সতু। এ গলিতে কাদের চালাটিতে ফুটো নেই? তোমার কোন ভাবনা নেই, ছবিদি। বর্ষাকাল এখনও ঢের দেরী। আসছে মাসে ভাড়া নিতে এলে, ওটাকে সারিয়ে দেওয়ার কথা বলতে হ'বে।

তরংগ। তুই একেবারে নবাব-লাটসাহেব এয়েছিস্‌। তোর কথাতেই অমনি সারিয়ে দেবে। আগের ভাড়াটেরা বলে-বলে যখন এলিয়ে গেল, তখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে বাঁচল—বুঝলে ছবিদি—

[তরংগ ও সতুর কথাবার্তার মধ্যে যেন ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্কই স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহাদের অকৃত্রিম ব্যবহার, সারল্য ও উচ্ছ্বাস দেখিয়া ছবি মুগ্ধ হইয়া যায়।]

সতু। মাষ্টারমশাইকে দিয়ে বলাতে হবে।

তরংগ। মাষ্টারমশাই? ব্যাস, তাহলেই হয়েছে ছবিদি। অন্য কেউ হ'লে, বড়কর্ত্তা কিছু করুক বা না-করুক—কথাটা অন্ততঃ শুনত। মাষ্টারমশাই গিয়ে দাঁড়ালেই অমনি দরোয়ান ডেকে বলবে—"দাও গলাধাক্কা···"

ছবি। কেন? মাষ্টারমশাইয়ের ওপর বড়কর্ত্তার বুঝি ভারী রাগ?

তরংগ। ওরে বাবা। একেবারে হাড়ে হাড়ে চটে আছে। বড়কর্ত্তা যে এইসব টিনের চালাগুলো ভেঙ্গে ফেলে, নিজেদের বাড়ীর মত পাঁচতলা বানাতে চেয়েছিল। তাই নিয়ে কি গণ্ডগোল! মাষ্টার-মশাইয়ের কথায়, গলির সব লোক জোট বেঁধে আপত্তি জানালে। সেকি ব্যাপার! এল দরোয়ান গুণ্ডা-পুলিশ...

ছবি। তারপর—

সতু। হোলনা কিছুই। গলির একটি লোককেও তুলতে পারলে না।

তরংগ। আচ্ছা, তাই হোলে বেশ ভাল হোত, না ছবিদি? বর্ষাকাল আর শীতকালে এই ছাতাপড়া, নোনাধরা ঘরের ভেতর এত কষ্টে থাকতে হোতনা। এই যে, এমন ঘুট-ঘুটে অন্ধকার গলি...

সতু। তরং কি বোকা দেখ ছবিদি! পাঁচতলা বাড়ী হোলেই যেন আমাদের থাকতে দিত? আরে, ভাড়াও যে বেড়ে যেত চারগুণ কি পাঁচগুণ। কোথায় পেতিস?

তরংগ। তুই একটা পাশ দিয়েছিস্ বলে আমার চেয়ে বেশী বুঝিস সতু? বড়বাবু নিজে এসে সবাইকে তাই বলে গেছলো!

সতু। আরে বোকা, ওই ভাঁওতাটুকু দিয়ে ওঠাতে চেয়েছিল। একগাদা টাকা খরচ ক'রে তারা বাড়ী তুলবে—আমাদের থাকবার জন্মে, না নিজেদের টাকার জন্মে? তাহলে তো আগে টিনের চালাগুলোই মেরামত করে দিলে পারত! তাতে খরচও কম হোত, আর আমাদের খানিকটা সুবিধে হোত...

[সোমনাথ ও মিহির কথা বলিতে-বলিতে প্রবেশ করিল। মিহিরের হাতে এক বড় পিতলের ফুলদানী রহিয়াছে। উহা কাগজে-মোড়া।]

মিহির। এখন সুবিধেই হোক, আর অসুবিধেই হোক, ঘর যখন একবার নিয়ে ফেলেছি, তখন এখানেই মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে হ'বে। তোমার বোনেরও সেই ইচ্ছে, সোমনাথ। জিজ্ঞেস করে দেখ...

সোমনাথ। সে আমি জানি, মিহিরবাবু। তা নইলে, অমন সুন্দর আলো-হাওয়া-ওয়ালা ঘরে ছেড়ে, তুমি এখানে এসে উঠ্‌তে না। কিন্তু তোমার মতো সৌখীন বাবু-মানুষ এখানে থাকতে পারলে হয়।

[দুজনে তক্তাপোষের উপর পাশাপাশি বসিল।]

মিহির। আর যে উপায় নেই। বাধ্য হ'য়েই থাকতে হ'বে। আর সৌখীনলোক কি বলছ? আমার মত সামান্য মাইনের কেরাণীর আবার সখ-সৌখীনতা···

সোমনাথ। আজ বলছ একথা। বিয়ের পর মাষ্টারমশাই যখন এখানে ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে বলেছিলেন, তখন রাজী হওনি, মনে আছে?

মিহির। তখন অতটা ভাবিনি। নোতুন চাকরী পেয়েছিলাম, তাই ভাবলাম···

সোমনাথ। দু'দিন বড়লোকী ক'রে আরামে কাটানো যাক? এঁ্যা! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মিহির। তা দেখ, ছোটবেলা থেকে দুঃখ পেয়ে আসছি। আরামের ওপর একটা লোভ থাকা খুব অন্যায় নয়।

[মিহিরের হাত হইতে কাগজের মোড়কটি লইয়া খুলিতে লাগিল সোমনাথ।]

সোমনাথ। কি জানি, তোমার মত লেখাপড়া তো শিখিনি। কোনটা অন্যায়, কোনটা ঠিক অত বুঝি না। যা মনে এল বললুম। তা, পয়সাকড়ির তো খুব টানাটানি শুনলুম। তাহলে ঘরে এসে উঠতে না উঠতেই এটাকে পালিশ করাতে নিয়ে গেছলে কেন?

মিহির। এঁ্যা! ও-হো—এটা তোমার বোনের ইচ্ছে।

ছবি। ওমা! আমি কখন বললুম?

মিহির। সেকি! বলনি বুঝি?

[দুজনের সলজ্জ মুখের দিকে তাকাইয়া সোমনাথ হাসিতে হাসিতে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইল।]

সোমনাথ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকছ মিহিরবাবু—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মিহির। দেখ সোম, তুমি আমায় অমন 'মিহিরবাবু—মিহিরবাবু' কোরোনা। রাস্তায়-ঘাটে সকাল থেকে এমন আরম্ভ ক'রেছ, ভারী অপ্রস্তুতে পড়তে হয়।

ছবি। সত্যি সোমদা—এটা তোমার ভারী অন্যায়। বয়সে তুমি কতো বড়, বলত?

সোমনাথ। বয়েসে বড়? হাঃ-হাঃ-হাঃ! মাষ্টারমশাই বলেন কি জানিস? বয়েসে বড় হলেই হয়না। লেখাপড়ায় বড় হ'তে হয়। সতুকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ্! ওর কাছে আমায় তাই পড়াশোনা করতে বলে।

মিহির। তা-হোক! তুমি আমায় আর 'মিহিরবাবু' বলবে না।

সোমনাথ। বাবুলোককে, বাবু বলবো না? তা কি পারা যায়? কিন্তু টিনের চালের নীচে এইসব ফুলটুল তো থাকবে না মিহিরবাবু—দুদিনেই শুকিয়ে যাবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[ফুলদানীর দিকে তাকাইয়া হাসিয়া উঠিল।]

তরংগ। ওর কথা আপনি শুনবেন না। নিজে যে রকম, আর সবাইকে দেখতে চায় ঠিক সেই রকমটি। নিজের কোন সখ নেই, তাই আর কারুরই থাকবে না।

মিহির। তুমি ঠিক বলেছ, তরংগ।

[সোমনাথ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। সে কোন একদিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল।]

সোমনাথ। না—একেবারে ঠিক বলেনি। আমারও একটা সখ আছে। সেটা সখই বল, আর ইচ্ছেই বল, মানে তোমাদের যা ইচ্ছে তাই বলতে পার।

মিহির। যাই হোক, একটা কিছু তাহলে—

সোমনাথ। তারই জন্যে আমি জান-প্রাণ দিয়ে খেটে যাই মিহিরবাবু। চোখে-কাণে কিছু না দেখেশুনে দিনরাত শুধু পয়সার পেছনে ছুটে বেড়াই। মাথায় আমার খালি ঐ একটা ভাবনা—দুটো বেশী পয়সা কি ক'রে উপায় হ'বে? শরীরে ক্ষমতা থাকতে-থাকতে যেন দেখতে পাই, আমার মনের সেই একটিমাত্র সাধ—আমি তা মেটাতে পেরেছি।

মিহির। আরে ভাই পারবে—পারবে। তা, সাধটা কিসের বলত? তরংগের জন্যে…

তরংগ। আমার জন্যে? অত ভাবতে বয়ে গেছে। চল ছবিদি—আমরা ওঘরটায় যাই।

[ছবিকে লইয়া পাশের ঘরে যাইবার সময় হঠাৎ থামিয়া গেল।]

তরংগ। ভাইকে বিদ্যেসাগর করবে মিহিরবাবু, বিদ্যেসাগর—

[কথাগুলি চিন্তামগ্ন সোমনাথের দিকে ছুড়িয়া দিয়া যেন পলাইয়া গেল।]

সোমনাথ। না—মিহিরবাবু! অত বড় আশা আমার নেই। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন আমি দেখিনা। মাষ্টারমশাইকে আমি বলেছি, সতুকে শুধু আপনার মত বিদ্বান্ করে, ব্যাস্ তাহলেই হ'বে।

[মিহির বুঝিয়াছিল, ইহা তাহার একটা নিছক খেয়াল নয়—তাহার মনের গোপন এক বাসনাকেই সে ব্যক্ত করিতেছে।]

মিহির। সোমনাথ! তুমি যা চাইছ, সতু তার চাইতে অনেক বড় হ'বে।

সোমনাথ। এ ইচ্ছে শুধু আমার নয়। আমার মায়ের ভারী ইচ্ছে ছিল, আমি স্কুলের পড়াটা অন্ততঃ শেষ করি। কিন্তু মায়ের অসুখের জন্যে আমি তা পারিনি। কিন্তু মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম—সতুকে আমি লেখাপড়া শেখাব। আমি যা পারিনি—তার চেয়ে অনেক বেশী শেখাব।

মিহির। তোমার সাধ ও সাধনা কখনও ব্যর্থ হবেনা, সোমনাথ! আমি এখন চলি। দোকানে যেতে হবে। ছবির ইচ্ছে হ'য়েছে, তোমাকে আর মাষ্টারমশাইকে আজ রেঁধে খাওয়াবে।

[সোমনাথের মন অতীত স্মৃতির জগৎ হইতে ফিরিয়া আসিল। সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।]

সোমনাথ। কেন—কেন এসব কেন? ছবির শরীর এখন ভাল নেই। পরে—অন্য একদিন—

মিহির। আরে ভাই, তোমাদের এখানে আসবার পর থেকে শরীর-টরীর সব ভাল হ'য়ে গেছে, বলছে! জায়গার গুণ কিনা জানি না।

সোমনাথ। না-না, তুমি তাবলে ওসব খেয়ালে সায় দিও না।

মিহির। আয়োজন তো হোয়ে গেছে, আর তুমি বলছ এখন—

[সহসা কথা থামাইয়া পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।]

মিহির। এই ছবি—

ছবি। [ভেতর থেকে] কি বলছ?

মিহির। যাবার সময়, জোর ক'রে সোমকে ধরে নিয়ে যাবে, নইলে যাবে না।

ছবি। [ভেতর থেকে] আচ্ছা গো—আচ্ছা! সে আর তোমায় বলে দিতে হ'বে না।

মিহির। পাকা কাজ করে গেলাম, বুঝলে সোমনাথবাবু—

[হাসিতে-হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া সোমনাথের কাঁধে হাত রাখিল। সোমনাথ তাহার রসিকতায় হাসিতে লাগিল। তাহাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। কিন্তু সতুর ডাকে সে স্তব্ধ হইয়া গেল।]

সতু। দাদা—

সোমনাথ। কিরে?

সতু। আমার পড়াশুনার জন্তে, তোমার অত খাটবার দরকার নেই।

সোমনাথ। তা হয়না সতু। তোকে এখন পড়াশোনা চালিয়ে যেতেই হ'বে।

সতু। আমি পড়াশোনা ক'রব, আর তুমি ওভারটাইম খেটে-খেটে মরে যাবে, তাতো হয় না। আমার কাজকর্ম্ম দেখতে হ'বে।

সোমনাথ। না-না, ওসব মতলব করিসনি, সতু। আমি তোর সব কথা শুনি। আর, আমার এই একটা কথা তুই রাখবি না? জানিস, মা বেঁচে থাকলে কত খুশী হতো। যখন দেখতো, তার একটা ছেলেও অন্ততঃ লেখাপড়া করছে। সতু, মুখ্যু হওয়ার বড় যন্ত্রনা রে···

সতু। লেখাপড়া শিখেও সে যন্ত্রনা অনেকেই পাচ্ছে, দাদা। মা আজ বেঁচে থাকলে, এ কথা নিশ্চয়ই বুঝত। আমাদের দুঃখকষ্ট দেখে, তার কথা ফিরিয়ে নিত···

[সোমনাথ জানিত, সতুকে বোঝান শক্ত। তাই সে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল।]

সোমনাথ। তোর সঙ্গে তর্ক ক'রে আমি কি পেরে উঠবো? কষ্ট-দুঃখু কি আজ আরম্ভ হোয়েছে সতু? আমি তোর বড়ো—সে সব তো আমার জন্যে···

[সতুর দুই কাঁধে হাত রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।]

সতু। না—না, তা হয় না···

[দাদার কাছ হইতে সরিয়া আসিল। সোমনাথ ঈষৎ কঠোর হইয়া ওঠে।]

সোমনাথ। খুব হয়। বড় গাছের মাথায় ঝড় আগে লাগে। মায়ের কথাটা ভুলে গেছিস? তোর কাজ করবার সময় অনেক পড়ে আছে। একদিন অনেক ভার তোকে নিতে হ'বে। তবে, তাঁর দেরী আছে।

[হঠাৎ জোর করিয়া অন্য কথায় চলিয়া আসিল।]

সোমনাথ। এখন তরংগকে ডাকত একবার—কিছু খেতে দিক।

সতু। এই তরং—তরং—

[তরংগ সোমনাথের খাবার লইয়া তখনই প্রবেশ করিতেছিল। সে সতুর ডাকিবার ভঙ্গীতে রাগিয়া গেল।]

তরংগ। দ্যাখ্ সতু, তুই আমাকে সবার সামনে অমন 'তরং-তরং' করে ডাকবি না, বলে দিচ্ছি।

সোমনাথ। 'তরং-তরং' বলবে না তো, কি বলবে? ছোটবেলা থেকে ডেকে আসছে। আজ একেবারে হুট করে বললেই অমনি বদলানো যায় নাকি?

তরংগ। খুব পারবে। ছোটবেলায় ঝিনুকে ক'রে দুধ খেতো। আজও তাই খাবে নাকি? যা বলে ডাকা ঠিক, তাই বলে ডাকতে হ'বে। নইলে···

[তরংগের কপট রাগে সতু না হাসিয়া পারিল না। আর সে হাসি দেখিয়া তরংগের মুখ আরও গম্ভীর হইয়া গেল।]

সতু। আচ্ছা, তাই ডাকবো 'খন! এখন খেতে দিবি তো?

তরংগ। ও-ঘরে পড়ে আছে। গিলগে যা! আমি অত বয়ে-বয়ে এনে, মুখের কাছে ধরতে পারব না।

সতু। তা, সে-কথাটাই বল্—

[সতু পাশের ঘরে যাইবার পর সোমনাথ তরংগের সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।]

সোমনাথ। তোর আস্পর্ধা বড় বেড়ে গেছে, তরং! আমার সামনে, তুই সতুকে—

তরংগ। তুমি থামো। নিজের মত সবাইকে ভেবো না। ওই ছাই-পাঁশগুলো গেলার অভ্যেস নিজে ছাড়তে পারনা ব'লে—

সোমনাথ। ফের তুই ওসব কথা তুলছিস্? মাষ্টারমশাইয়ের কাছে দিব্যি করার পর থেকে—

তরংগ। তার পরেও লুকিয়ে-চুরিয়ে দু'চারদিন—

সোমনাথ। চুপ কর—চুপ কর, বলছি! ও ঘরে ছবি রয়েছে। ছোট-ভাই-বোনদের সামনে, আমাকে খাটো না করলে চলছে না···

তরংগ। ওহো! ছোট ভাই-বোনেরা যেন দাদার গুণগুলো জানে না?

সোমনাথ। তোর এমন স্বভাব কবে যাবে বলত? কথায় কথায় তর্ক-ঝগড়া আর কথা-কাটাকাটি। ঘরে-বাইরে আমায় যে একেবারে তিতি-বিরক্ত ক'রে তুলেছিস?

তরংগ। ও—ঘরে-বাইরে আমার ঝগড়াটাই শুধু চোখে পড়ল? গলির বৌ-ঝিরা যে, রাস্তার কলে গিয়ে জল আনতে, চান করতে পারে না। সেটা দেখতে পাও না? এমনি মরদ হোয়েছ, না?

সোমনাথ। দেখ, ওসব কথা বলে, আমায় তাতাসনি তরং। তোর জন্যে একটা খুনোখুনি ক'রে শেষে জেলে যাব নাকি?

[উত্তেজিত হইয়া সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।]

তরংগ। সে সাহসটুকু আছে? তাহ'লেও তো লোকে জানত এ গলিতে একটা মানুষ আছে।

সোমনাথ। খবরদার বলছি—ওসব মানুষ-টানুষ—

তরংগ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার ওপরই যত হম্বি-তম্বি—

সোমনাথ। এতো বড়ো কথা বললি? রেখে দে তোর খাবার। আজ আর জলস্পর্শ করব না।

তরংগ: মুখের খাবার ফেলে চলে গেলে, ভাল হবে না বলছি। শীগ্‌গির খেয়ে নাও।

[অভিমানে তরংগের কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছে। সোমনাথ দরজার কাছে গিয়া থামিল।]

সোম। না—না—অমন হতচ্ছেদ্দা করে দিলে, খাবো না। আমার হাতে দিতে হবে...

তরংগ। এই নাও।

[সোমনাথের কাছে আসিয়া তাহার হাতে জোর করিয়া থালাটা বসাইয়া দিল। সোমনাথ একহাতে থালাটা লইয়া অপর হাতে তরংগের একহাত চাপিয়া ধরিল।]

সোমনাথ। এবার কি হয়? বড্ড মুখ ছোটাতে শিখেছিস যে···

[সোমনাথ তাড়াতাড়ি থালাটা তক্তাপোষের ওপর নামাইয়া রাখিল। তাহার পর তরংগকে কাছে টানিয়া লইল। সে স্বামীর মুখের দিকে স্মিত মুখ তুলিয়া মুগ্ধ চোখে তাকাইল। অস্ফুটকণ্ঠে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া উঠিল।]

তরংগ। উঃ ছাড়ো! এর বেলা বুঝি মনে পড়ছে না, ওঘরে ছোট ভাই-বোন—

[সোমনাথ তরংগের সলজ্জ সুন্দর চোখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। বাহির হইতে বলরামের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল।]

বলরাম। [বাইরে থেকে] এই সোম! একবার বাইরে আয় তো, একটা কথা আছে—

সোমনাথ। মাষ্টারমশাই?

বলরাম। [বাইরে থেকে] বেরিয়ে এসে ত্যাখ না, হতভাগা। ভেতর থেকে—'মাষ্টারমশাই'? ইডিয়েট কোথাকার!

সোমনাথ। এই যে যাই···

[কয়েকটি খাবার মুখের মধ্যে ঢুকাইতে ঢুকাইতে ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল। তাহার এইরূপ ব্যস্ততা দেখিয়া তরংগ হাসিতেছিল। কিন্তু পাশের ঘর হইতে ছবি ও সতু আসিবার সংগে সংগে নিজেকে সামলাইয়া লইল।]

ছবি। মাষ্টারশাই এসেছেন নাকি? ভালই হয়েছে। নইলে আমায় আবার ছুটতে হ'ত। ওঁকে বলে দিতে হবে, আজ আমার কাছে খাবেন।

সতু। মাষ্টারমশাইকে যদি এমন রোজ-রোজ খাওয়াতে পারো ছবিদি, তবেই ভাল হয়। তাড়াতাড়িতে আদ্দেক দিন খাওয়াই হয় না। আর যদিবা কোনদিন হাঁড়িটা চাপালে, তাহলে, হয় পোড়া ভাত, নয়ত আধ-সেদ্ধ চালগুলো চিবিয়েই স্কুলে ছোটেন। একা হাতে, যা অসুবিধে···

[সোমনাথের সংগে বলরামকে আসিতে দেখিয়া সতু থামিয়া গেল ।]

বলরাম। না—না ইডিয়েট এটা সুবিধে অসুবিধের কথা নয়। তরংগ আমার ঝি না চাকরাণী? রোজ রোজ আমার জল তুলবে, ঘর পরিষ্কার করবে। এটা আমি হ'তে দিতে পারি না। চেষ্টা করেও পারি না।

তরংগ। কি হ'য়েছে মাষ্টারমশাই?

বলরাম। না—না, কিছু হয়নি। কাল থেকে আমার জল তোলা আর ঘর-ঝাঁট দেওয়ার ভার, আমি নিজে নিলাম। ওটা আমারই তো কাজ। আর কেউ করে দিলে, ভারী অপছন্দ হয়।

তরংগ। তাহলে তো ঘরে কোনদিনই ঝাঁট পড়বে না। আর জলের জন্যে একমুঠো চালও হাঁড়িতে চড়বে না। ঘরখানার অবস্থা হবে, ঠিক যেন কাকের বাসা।

বলরাম। তা হোক! আমি কাকের বাসাতেই থাকবো। তুই আর ওসব করতে যাবি না। কোনদিন ভুলেও না, বুঝলি?

[আর কেউ না বুঝিলেও সতু বুঝিয়াছিল মাষ্টারমশাই আসল ব্যাপারটিকে ঢাকিতে চাহিতেছে। তাহার মনে কোন একটা জটিল চিন্তার উদয় না হইলে, কথা বলিতে বলিতে এমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়া, মাষ্টারমশায়ের স্বভাব নয়।]

সতু। কেন, যাবে না কেন মাষ্টারমশাই?

সোমনাথ। এই দেখুন! আমার ঘাড়ে তো খুব দোষ চাপাচ্ছিলেন? আমার বারণ কে শুনতো? এসব কেন-টেনোর জবাব দিতে গিয়ে কি ফ্যাসাদে না পড়তে হ'ত?

তরংগ। ফ্যাসাদটা কিসের গো?

সোমনাথ। কই মাষ্টারমশাই, এবার বলুন! আমিও তো বুঝতে পারছি না, এতদিন করে আসছে, আজ হঠাৎ আপনি—

বলরাম। এতদিন ক'রে আসছে বলে—চিরকাল করে যাবে, এমন কোন লেখাপড়া আছে নাকি রে ইডিয়েট? আর করবেই বা কেন?

সতু। না করলে আপনার চলবে না, আর করলে কোন ক্ষতি নেই, তাই করবে।

সোমনাথ। এই নিন। আমি তো মুখ্যু মাষ্টারমশাই সব কথা অত খুঁটিয়ে বুঝি না। তা-বলে সতু কি আপনাকে ছাড়বে? আপনার কাজকর্ম্ম, আমি করে দিতেও বলিনি, আবার করতে নাও করিনি। এসব তরংগ-সতুর ব্যাপার···

সতু। আপনাকে তার জন্যে কেউ কিছু বলেছে?

[সোমনাথ চঞ্চল হইয়া ওঠে। সে যেন ব্যাপারটা এতক্ষণে ধরিতে পারিয়াছে।]

সোমনাথ। বলেছে নাকি? কে—কে—বলেছে? ব'লে ফেলুন না, দেখে আসি একবার তার মুখখানা···

সতু। আঃ দাদা! আগে থাকতেই যেন মারামারি করে ব'সো না।

সোমনাথ। না—না মারামারি ক'রব কেন? স্রেফ একখানি চড় কষিয়ে দিয়ে চলে আসবো। নামটা কি বলুন তো মাষ্টার মশাই?

[বলরামের চিন্তামগ্ন-ভাব সহসা কাটিয়া গেল। সোমনাথের উৎসাহ দেখিয়া সে বিচলিত হইয়া উঠিল।]

বলরাম। খবরদার—খবরদার ইডিয়েট! ও সব যদি করবি সোম, আমি তোর মুখদর্শন করব না। আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিস, মনে রাখবি।

তরংগ। ওই করে তো ভিজে-বেড়ালটি হয়ে যাচ্ছে মাষ্টারমশাই। অতটা সহ্যগুণ আবার ভাল নয়।

বলরাম। তুই থাম, নন্‌সেন্স মেয়ে কোথাকার! একে মা মনসা—তার ওপর, তুই জুটেছিস ধুনোর গন্ধ দেবার জন্যে। আর কিছুতো

শিখিসনি, বেহায়া-ডানপিটে-ডালহেড্। খালি ঝগড়া আর মারামারি…

ছবি। ঝগড়া-মারামারি কেন করবে, মাষ্টারমশাই? তবে, আপনি একা লোক—ইস্কুল আছে, ছেলেপড়ানো আছে। আমরা যদি আপনার ছোটখাট দু'একটা কাজ…

বলরাম। কেন? ছোটোখাটোই হোক আর বড়োসড়োই হোক—তোরা আমার কাজ করবি কেনরে সব ইডিয়েট ননসেন্সের দল?

[বলরামের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপকার করিবার জন্ম ইহাদের দাবী যেন তাহাকে পীড়ন করিতেছে।]

ছবি। আপনিও তো অনেকের কাজ করে দেন। বিপদে-আপদে কত লোকের—

বলরাম! ফুল। আমি যা করবো, তোরা তাই করবি? আমি মাষ্টারি করি—গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাই—তোরা তাই কর, তবে দেখি—

সতু। আপনাকে নিশ্চয়ই কেউ কিছু বলেছে, মাষ্টারমশাই।

বলরাম। তুইও এদের মতো বোকা-বোকা কথা বলবি, আমি তা ভাবতেও পারি না সতু—চেষ্টা করেও না। কেউ কিছু বললে, তবে আমায় বলতে হবে—এটা বুদ্ধিমানের কথা নয়। আচ্ছা! ধর—বলেছে। বলেছে যে, তরংগ মাষ্টারমশায়ের কাজ করে দেয়—সেটা ঠিক নয়।

সতু। কেন ঠিক নয়?

বলরাম। তার উত্তর—উত্তর তো পাবি না। কারণ, সন্দেহের পেছনে সত্য থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। সেটা খুঁজে বের করতে হবে, যাতে সকলে ভুল না করে। কিন্তু সবার আগে, সাবধান হতে হবে।

সোমনাথ। ওঃ! আপনাকে সন্দেহ ক'রেছে? কে—কে—সেই ব্যাটা-ছেলে, আমি দেখছি একবার—

[সোমনাথ এখনি দেখিতে চায়। কিন্তু সতু তাহাকে হাত ধরিয়া নিরস্ত করে।]

সতু। দাদা গোলমাল করবে না।

সোমনাথ। এতখানি আস্পর্ধা হোল কার, একবার দেখা দরকার, সতু। তারপর উচিত-শিক্ষা দেওয়ার রাস্তা, আমার জানা আছে।

[দরজার দিকে ছুটিয়া যাইল।]

বলরাম। এই-এই সোম, দাঁড়া-দাঁড়া হতভাগা! আমি থাকতে শিক্ষা দেবার কে তুই? নিজে কতটা শিখেছিস রে? এই সতুর কাছে না হয়, একটু-আধটু পড়াশোনা আরম্ভ কর—বুঝলি?

সোমনাথ। আপনি জানেন না, মাষ্টারমশাই। কতকগুলো বদমাইস্ এ গলিতে আছে, তারা মিছিমিছি পরের বদনাম রটিয়ে বেড়ায়। দু'চার ঘা না দিলে, তারা সায়েস্তা হবে না। স্বভাবের দোষ—বুঝলেন কি না?

বলরাম। ওরে বাস-রে! আমাকে তুই বোঝাচ্ছিস যে! তোর বুঝি স্বভাবের দোষ নেই, হতভাগা? আগে, নিজে সন্দেশ খাওয়া ছাড়, তবে পরকে ছাড়াতে যাবি…

সোমনাথ। আমি কারোর বদনাম রটাই না মাষ্টারমশাই।

বলরাম। উঃ—কি আকাট মুখ্যুরে তুই ইডিয়েট! বদনাম রটানো ছাড়া কি জগতে আর কোন রকমের দোষ নেই? তুই মেরে-ধরে লোকের স্বভাবের দোষ ছাড়াতে যাস—এইটাই তো একটা মারাত্মক দোষ। আগে দেখ, দোষ জন্মায় কোত্থেকে?

সোমনাথ। আমি অত সব তত্ত্বকথা বুঝি না মাষ্টারমশাই।

বলরাম। তা বুঝবি কেন? তাহলে যে খানিকটা কাজ হয়। খালি গায়ের জোরে, এই গলিটার অন্ধকার হাটাতে পারিস হতভাগা। এখন যা বলছি কর। আমি চলি—একটু তাড়া আছে।

[কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বলরাম দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ-মুখ বিষন্নতায় ও কণ্ঠস্বর গাঢ়তায় ভরিয়া গেল।]

বলরাম। তরংগ কাল থেকে আর কোনদিন কোনও কাজে আমার বাড়ী যাবে না। ওকে তুই যেতে দিবি না। সোম—আমার বারণ ..

[ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। সকলে চুপ করিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে চাহিল। সহসা তরংগ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

তরংগ। না—না—তা হবে না—তা হবে না কিছুতেই হবে না। আমি যাব—যাব। মাষ্টারমশাইয়ের কাজ আমায় করে দিতেই হবে। মাষ্টারমশায়ের নইলে রান্না হবে না—খাওয়া হবে না।

[সহসা অশ্রুপূর্ণ চোখে সোমনাথের দিকে তাকাইল।]

তরংগ। তুমি আমায় বারণ করতে পারবে না—কক্ষনো বারণ করতে পারবে না।

[সোমনাথ এ ব্যাপার কখনও কল্পনা করিতে পারে না। ক্ষোভে-দুঃখে-ক্রোধে সে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার কণ্ঠ কঠিন ও শীতল।]

সোমনাথ। আমি তো কোনদিন বারণ করিনি তরং। তুই যাস্ বলে, লোকে মাষ্টারমশায়ের বদনাম করছে। তাই, তোর জন্যেই তো মাষ্টারমশাই পাঁচজনের কথায়—

তরংগ। আমি মানিনা—পাঁচজনকে মানিনা—কাউকে মানিনা। আমার কাছে, কেউ বেশী ফট্‌ফট্‌ করতে এলে, চেলাকাঠ পিটে—আমি তাদের মাথা গুঁড়ো ক'রে ফেলবো…

[সোমনাথের কাছে আসিয়া সাশ্রু নেত্রে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করিতে থাকে।]

তরংগ। তুমি—তুমি শুধু আমায় না-যাওয়ার কথা ব'লো না। আর আমি কারোর কোন কথা শুনবো না—কারোর কথা শুনবো না…

[উচ্ছ্বসিত আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া পাশের ঘরে ছুটিয়া যায়।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ আট ॥

[গণেশ ডাক্তারের ঘর। দরজার কাছে গোবিন্দ অপরাধির মত দাঁড়াইয়া আছে। তক্তাপোষ হইতে গণেশ প্রবলভাবে মাথা নাড়িতে-নাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

গণেশ। না—না, শুনবো না গোবিন্দ, শুনবো না। আমি কিছুতেই শুনবো না। বলরাম মাষ্টারকে তোমরা গোঁয়ার বল, গুণ্ডা বল, ঘটোৎকচ বল—আমি সব মেনে নেব। কিন্তু খবরদার! ওকথা যেন আর ভুলেও বলে ফেল না।

গোবিন্দ। আমি তো বলিনি, ডাক্তারবাবু। আমি একটি কথাও বলিনি···

গণেশ। যেই বলুক, আর যারাই বলুক, আমি মানবো না। মাষ্টারের চরিত্র খারাপ? তুমি তো দূরের কথা গোবিন্দ, বলরাম নিজে এসে একথা বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। সে আমায় ভয় দেখালেও না···

গোবিন্দ। আমিও তো করছি না। গগন-টগন, আজ সন্ধ্যে থেকে এইসব বলছে। তাই আপনাকে জানাতে এলাম। ওরা কজন মিলে, এখনও দোকানে জটলা ক'রছে, আর মাষ্টারের নামে যা-তা রটাচ্ছে···

গণেশ। তা রটাক না! তুমি যেন কখনও অন্যমনস্ক হ'য়ে, একটিবারও ওদের কথা বিশ্বাস ক'রে ব'সো না···

গোবিন্দ। না ডাক্তারবাবু, আমি তা করব না।

[গোবিন্দ যে বিশ্বাস করিবে না, গণেশ তাহা জানিত। সে তাহাতেই কিছুটা নিশ্চিন্ত হইল।]

গণেশ। বলরামকে আমার থেকে কেউ বেশী চেনে না, গোবিন্দ। আজ সাতবচ্ছর—ওই বলরাম মাষ্টার তার ছাত্রদের—আর এই গণেশ ডাক্তারকে একটা ক্ষাপা মোষের মত তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে। একবার শিং সোজা ক'রে যে দাঁড়াল না গোবিন্দ—তার চরিত্র খারাপ করবার সময় কোথায়?

গোবিন্দ। আমি কি তা জানি না, ডাক্তারবাবু? অমন গঙ্গাজলের মত চারিত্তির…

গণেশ। তাই জন্যেই তো গণ্ডগোল। যত ময়লা আর জঞ্জাল,—আমরা ছুড়ে ফেলি তো ওই গঙ্গারই জলে…

গোবিন্দ। তাতে কি জল অশুদ্ধ হয়, ডাক্তারবাবু?

গণেশ। এ্যা—এ্যা এই—

[গণেশের চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। গোবিন্দ যেন তাহারই মনের কথাটি বলিয়া দিয়াছে।]

গণেশ। এই আসল কথাটি শুনিয়ে দাওগে তো একবার তোমার ওই গগন-টগনকে—যারা তোমার দোকানে বসে, মাষ্টারের আসল বদনাম-গুলো গাইছে না। বলগে তাদের…

গোবিন্দ। আমি ওদের কি বলবো ডাক্তারবাবু?

গণেশ। বলবে, তোমরা সব চলে যাও গোল্লায়। আমি ডাক্তারবাবুর কাছে থেকে শুনে এলাম, মাষ্টারের চরিত্রের যারা দোষ দেয়, তারা ভুগছে, একটা উৎকট ব্যায়রামে—

গোবিন্দ। আমায় তাহ'লে ওরা আর রাখবে না। মেরে শেষ ক'রে ফেলবে…

[গণেশ ইহাতে শঙ্কিত হইয়া ওঠে। চিকিৎসকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোবিন্দকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।]

গণেশ। ইস্। তুমি তাহ'লে আমারই মত ভয়-রোগে ভুগছ। এ্যাদ্দিন বলনি কেন? ওষুধ দিতাম, সেরে যেত—।

গোবিন্দ। ওদের মতো লোককে ভয় না ক'রে, পার পাবার যো আছে ডাক্তারবাবু?

গণেশ। হুঁ! একদম কিছু না বল্লে তো চলবে না গোবিন্দ! ওরা আস্কারা পেয়ে যাবে। তোমার সুস্থ মনটাকে রুগ্ন ক'রে, তোমাকেও যে দলে টেনে নেবে।

[গণেশ মনে মনে রোগের লক্ষণগুলি যেন বিচার করিতেছে।]

গোবিন্দ। তার কি আর চেষ্টা করেনি?

গণেশ। চেষ্টা ক'রেছে? দেখছ, আমি ঠিক ধরেছি। উহুঁ! না—না তোমায় বলতেই হ'বে গোবিন্দ।

[হঠাৎ গোবিন্দর কাছে আসিয়া অস্ফুট কণ্ঠে যেন পরামর্শ দিতে চায়।]

গণেশ। একবার খালি সাহস-টাহস যা হোক ক'রে, গোটাকতক কথা বলে ফেলতে পারো না? তারপর না হয় পালিয়ে যাবে…

গোবিন্দ। কোথায় পালাবো? সবার কাছে পার আছে, হালদার-দা'র হাত থেকে নিস্তার নেই। আমায় একেবারে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

[গণেশ চমকিয়া ওঠে। ভয় ও বিরক্তিতে সে নিজেও বিচলিত হইয়া ওঠে। তাহার মনে হয় তাহার পরিণামও অনুরূপ হইতে পারে।]

গণেশ। ওরকম বাঘভাল্লুককে দোকানে ঢুকতে দাও কেন গোবিন্দ? লোকটার মনের মধ্যে পোষা র'য়েছে, সাতখানা ছোঁয়াচে রোগ। দূরে-দূরে—লোকটাকে দূরে-দূরে রাখো গোবিন্দ! নইলে দু'দিনে তোমার চেহারা পাল্টে দেবে…

গোবিন্দ। উনিই তো প্রথমে এসে বললেন…তরংগ জল দেবার অছিলায় মাষ্টারের ঘরে…

গণেশ। থাক, থাক! তোমার মুখটাকে আর নোংরা ক'রো না। ওসব রুগী ওই রকম কথাই বলে। ওদের অবস্থা ঠিক মাছির মতো—বুঝলে গোবিন্দ। টাট্‌কা ফলের ওপরেও উড়ে-উড়ে, আর ভন-ভনিয়ে ওরা পচিয়ে দেয়—তারপর নিজেরা খায়।

[গণেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকে। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, এই মাত্র সে যেন নিজেই একটি পচা ফল খাইয়া ফেলিয়াছে।]

গোবিন্দ। ডাক্তারবাবু! একটা কথা বলবার ছিল···

গণেশ। কি বলছ?

গোবিন্দ। হালদার-দা আমায় শাসিয়ে গেছে।

গণেশ। কেন—কেন?

[গোবিন্দর কাছে সহসা ছুটিয়া আসিল। তাহার চোখে-মুখে শঙ্কা। গোবিন্দ যেন তাহাকে কিছু কিছু লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।]

গোবিন্দ। আপনি কাল থেকে—আর আমার দোকানে···

[গোবিন্দ ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। বজ্রাহতের মত গণেশ দাঁড়াইয়া আছে।]

গণেশ। গোবিন্দ! আমার ডাক্তারখানা···

গোবিন্দ। আমার দোষ নেবেন না ডাক্তারবাবু!

গণেশ। আমি যে বাসুদেবকে টেবিল-চেয়ার আর বেঞ্চি কিনতে টাকা দিলুম—সাইন-বোর্ড লেখাতে দিলুম—

[চাপা কান্নায় গণেশের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া যায়।]

গোবিন্দ। আমি তা জানি ডাক্তারবাবু।

গণেশ। না—না তুমি জান না। এত কষ্ট দুঃখ সত্ত্বেও সংসারের জন্যে আমি যা করিনি, আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে যা করিনি, ডাক্তার-

খানার জন্যে যে তাই করেছি। আমার বাবার পকেট-ঘড়িটা বেচে ফেলেছি। বাড়ীতে কেউ জানে না—

গোবিন্দ। হালদার-দা আমায় বল্লে ডাক্তারবাবু—

[গণেশ তাহার সার্টের ঘড়ির পকেট হইতে কালো ফিতাটি বাহির করিয়া দেখাইল উহার প্রান্তভাগে ঘড়ি নাই। অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে চাহিয়া গোবিন্দ কথা শেষ করিতে পারিল না।]

গণেশ। গোবিন্দ! যারা দু'বেলা তোমার দোকানে চা খেতে যায়। ওই ন্যাপ্লার মা, হলধর আর বাসুদেব—তারা কি তোমার পর···

গোবিন্দ। আমি তা বলিনি ডাক্তারবাবু—

গণেশ। গোবিন্দ! তোমার ছেলে বিছানায় পড়ে কাতরালে; নাওয়া-খাওয়া ভুলে—যে ওষুধ নিয়ে ছুটে যায়—সেই গণেশ ডাক্তার কি তোমার কেউ নয়?

গোবিন্দ। ওকথা বলবেন না ডাক্তারবাবু, ওকথা বলবেন না?

গণেশ। গোবিন্দ, তোমাদের ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে রোগের পোকা তোমাদের কুরে-কুরে খেয়ে শেষ করে ফেলে, আর পায়ে মাথা খুঁড়লেও যারা ঘর সারিয়ে দেয় না—সেই হালদার-দা তোমার আজ আপন···

গোবিন্দ। না—না, তা নয়—

গণেশ। তাহ'লে আমার ডাক্তারখানা···

গোবিন্দ। আমার দোকান তাহ'লে উঠিয়ে দেবে। ঘর থেকেও তাড়িয়ে দেবে। ছেলেপুলে নিয়ে যাবো কোথায়? খাবো কি?

[নিরুপায় গোবিন্দের চোখও সজল হইয়া ওঠে। মুমূর্ষু রোগী যেমন বাঁচিবার আশায় চিকিৎসকের দিকে তাকায়, গণেশ ডাক্তার ঠিক সেইভাবে আর একবার চাহিল।]

গণেশ। ডাক্তারখানা তাহ'লে হ'বে না, গোবিন্দ?

গোবিন্দ। আমায় আর বলবেন না ডাক্তারবাবু! আমার উপায় নেই —উপায় নেই।

[গোবিন্দ দ্রুত বাহির হইয়া যায়। গণেশ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাকে দেখিয়া মনে হয়, কিছুক্ষণের মধ্যে মানুষটা যেন বদলাইয়া গিয়াছে। পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল করুণাময়ী। হাতে ছিল খাবারের থালা। বাঁ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া সে ঘরে আসিল।]

করুণাময়ী। কতোদিন কতবার বলেছি—ওগো, ওই গাঁজাখোরটার কথায় বিশ্বাস করে কোন কাজে নেমো না।

[গণেশ প্রথম কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না। ধীরে ধীরে সে তক্তা-পোষের ওপর বসিয়া পড়িল। শান্ত, ধীর, ক্লান্ত তাহার কণ্ঠস্বর।]

গণেশ। কাজ তো আমার একার নয়। ডাক্তারখানা তো সকলের। এই দেখ না, বাসুদেব বানাচ্ছে টেবিল-চেয়ার। হলধর লিখছে সাইন-বোর্ড, আর ন্যাপলার মা—

করুণাময়ী। তাদের যেমন পোড়াকপাল, তেমনি তাদের ডাক্তারবাবু। বড় মেয়েটার অসুখ—ছোটটার বিয়ে—সংসারের ভাবনা ফেলে, এত ছুটোছুটি—পয়সা খরচ সব ভস্মে ঘি ঢালা হোল।

গণেশ। ছবু যখন আমার কাছে এসে পড়েছে, তাকে সারিয়ে তুলব। আর বড় মেয়ের যখন বিয়ে হ'য়েছে—তখন ছোটমেয়েটাও পড়ে থাকবে না। কিন্তু আমি ভাবছি—

করুণাময়ী। অনেক ভেবেছ, আর এখন ভাবে না। সারাদিন পেটে কিছুই নেই। রাতও অনেক হ'য়েছে। এবার কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ো। তারপর যা হ'বার হ'বে।

[খাবারের থালা নামাইয়া রাখিল। আসন পাতিয়া, জলের গেলাসটি ঠিক জায়গায় বসাইয়া সব গুছাইয়া দিল।]

গণেশ। তুমি জান না! আমার রুগীরা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আমার পথ চেয়ে থাকে। ক'খন আসবে ডাক্তারবাবু—দু'ফোঁটা ওষুধ খেয়ে রোগের যন্ত্রণা ভুলবে—খানিকটা উঠে বসে, দু'টো সুখ-দুঃখের কথা কইবে...

করুণাময়ী। তার জন্তে তো শরীরটা পাত করলে। দিন নেই, রাত নেই,—রোদ নেই, জল নেই—খালি দৌড়ে বেড়াও...

গণেশ। সবাইকে দেখে শুনে, তবু আমি ওষুধ পৌঁছে দেবার সময় পাই না। ভেবেছিলাম, ডাক্তারখানাটা হ'লে—

করুণাময়ী। চেষ্টা কো'রতে তো কিছু বাকী রাখনি গো। কিন্তু তুমি কি খণ্ডাতে পার, ভগবান যদি ওদের কপালে রোগ-শোক—দুঃখু-কষ্ট লিখে রাখেন...

[হঠাৎ বিরক্ত হইয়া উঠিল গণেশ।]

গণেশ। বাজে ব'কো না। ভগবান অত ক্যাবলা নয়, অত উজবুক নয় যে, বেছে-বেছে স্থাপলার মা, হলধরবাবু আর বাসুদেবের কপালে লিখবে যত অসুখ-বিসুখ! হেঃ! এই না হ'লে মেয়েমানুষের বুদ্ধি!

করুণাময়ী। আচ্ছা গো—আমার না হয় বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই নেই। কিন্তু এমনি ক'রে ভেবে-ভেবে তুমি যে পাগল হ'বে। এস, ব'সো—

[গণেশ আসনে বসিল। খাবারগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিল।]

গণেশ। নাঃ! আর কোন ভাবনা নেই।

[মুখে বলিলেও তাহার আচরণে ইহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে যে, তাহার মনের মধ্যে অজস্র ভাবনা তোলপাড় করিতেছে। বেদনায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।]

গণেশ। কাল সকালে গোবিন্দর দোকানে তো আর—

[জলের গেলাস তুলিতে গিয়া পড়িয়া গেল। গণেশ ভয়ে চমকাইয়া উঠিল। কোথাও যেন অমঙ্গল কিছু ঘটিয়াছে।]

করুণাময়ী। ওমা! পড়ে গেলো…

গণেশ। কি হ'ল?

করুণাময়ী। কিছু না! হাত ফসকে পড়ে গেছে। তুমি ব'সো, আমি নিয়ে আসি…

গণেশ। না—না একটা কিছু হ'য়েছে। আমার রুগীদের মধ্যে কারোর নিশ্চয়ই—দাঁড়াও নোটবই দেখি—কার অবস্থা আজ খারাপ দেখে এসেছি। ইস্—নোটবইটা তো…আমায় এখুনি বেরতে হ'বে…

[হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি কোট পরিতে লাগিল। একটা বিপদের আশংকায় সে বিচলিত।]

করুণাময়ী। উঃ! আর পারি না। দেখ, অমন করে রাত-বিরেতে বেরিও না। যা-হোক একটা কিছু হ'লেই অমনি তোমার রুগীর বাড়ী ছুটতে হবে? এসব তোমার বাতিক·

গণেশ। বাতিক! তুমি কি জানবে? রুগীরা আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তারা ডাকলেই আমি বুঝতে পারি·

করুণাময়ী তা বলে এতরাতে না খেয়ে তুমি বাড়ী থেকে বেরুবে না। আমি তাহ'লে মাথা খুঁড়ে মরবো—

গণেশ। তুমি বুঝবে না। তুমি তো ডাক্তার নও? ডাক্তারের জীবনে খাওয়া-দাওয়া সখ-আহ্লাদ আগে নয়। গাছের সংগে গাছ না হ'লে যেমন বাঁচে না…

করুণাময়ী রুগীর সংগে তেমনি রুগী হ'য়ে বেড়াতে হ'বে…

গণেশ। হ্যাঁ তাই! আমার রুগীদের অন্ত ডাক্তার ডাকবার পয়সা নেই। দাও ব্যাগটা দাও।

করুণাময়ী। ওই ব্যাগ—ওই ব্যাগটা হ'য়েছে আমার কাল। ওটাকে আমি ভেঙে-গুঁড়ো ক'রে ফেলবো।

[ক্রুদ্ধ হইয়া করুণাময়ী অকস্মাৎ গণেশের ওষুধের ব্যাগটিকে তুলিয়া লইল। গণেশ তাহার দিকে ছুটিয়া গেল।]

গণেশ। খবরদার! খবরদার! কি ক'রছ—কি ক'রছ ছেড়ে দাও।
তুমি জাননা এটার মধ্যে কি আছে? হাজার হাজার প্রাণ…

করুণাময়ী। আমার প্রাণের চেয়ে বড় তোমার হাজার হাজার প্রাণ?
আমি আজ ঘুচিয়ে দোব,তোমার ডাক্তারী…

[গণেশ ব্যাগটিকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। স্ত্রীকে নিরস্ত করিবার জন্ত তাহার কাতর অনুনয় যেন আর্তনাদ।]

গণেশ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমি যাব না; এটাকে ভেঙো না—ছেড়ে দাও…

[করুণাময়ী সে অবস্থায় না ছাড়িয়া দিয়া পারিল না। কিন্তু ক্ষোভে দুঃখে তাহার সর্বাংগ কাঁপিয়া উঠিল।]

করুণাময়ী। আর যদি কোনদিন ডাক্তারী করতে যাবে, আমার মরা মুখ দেখবে…

গণেশ। তুমি কি বুঝবে? এটা আমার কি? এটা আমার রুগীদের 'লাইফ'…আমার রুগীদের 'লাইফ'…

[ব্যাগটিকে শিশুর মত বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

॥ বিরতি ॥

॥ নয় ॥

[গণেশ ডাক্তারের বাড়ীর সামনে গলির পথ। সন্ধ্যা হইয়াছে। দোতলা বাড়ীর রোয়াকের কাছে দাঁড়াইয়া হরনাথ পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল। কিন্তু ধরাইবার সময় দেখিল দেশলাই ফুরাইয়া গিয়াছে। এই সময় শিশিরবিন্দু সিগারেট টানিতে টানিতে গণেশ ডাক্তারের ঘরের দরজার দিকে আসিতেছিল। বছর পঁচিশ বয়স। মার্কিন কাটের প্যান্ট, ছবি-ছাপা ছিটের হাওয়াই সার্ট, শ্যাম্পু করা চুল—সব মিলিয়া-সে বিচিত্র। আকৃতি যেমন, প্রকৃতিও তেমন।]

হরনাথ। ওহে ছোকরা! শোন, একটা কথা আছে। কি হে, ফিরেও তাকাচ্ছ না যে। ব্যাপার কি?

[শিশির থামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু হরনাথের দিকে তাকায় নাই। হরনাথ অসহিষ্ণু হইয়া কর্কশস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল।]

হরনাথ। ওহে ছোকরা!

শিশির। কাকে? আমায়—আমায় ডাকছেন?

[এমন ভাবে হরনাথের দিকে তাকাইল যেন সে ইহার জন্য প্রস্তুত নহে।]

হরনাথ। সেইরকমই তো মনে হ'চ্ছে। এখনও পর্য্যন্ত দেখছি, এখানে তুমি ছাড়া আর কোন চাঁদ-মুখের উদয় হ'ল না। তোমায় ছাড়া আর কাকে ডাকি? বলি, এদিকে একবার আসবে?

[শিশির সিগারেট ফেলিয়া পা দিয়া ঘসিতে লাগিল। তাহার তাচ্ছিল্য দেখিয়া হরনাথ ধৈর্য্য হারাইল।]

হরনাথ। ওহে ছোকরা!

শিশির। ঐ ভাবে ডাকলে তো কোনদিনই জবাব পাবেন না।

হরনাথ। কেন বলত? তুমি কোথাকার রাজপুত্তুর? একেবারে অত কড়া মেজাজ—

শিশির। মেজাজ খাদেই ছিল, আপনিই চড়ালেন। বেশতো দেখছি, আধহাত থাকা-ফাকা দেওয়া ধুতির ওপর চড়িয়েছেন, কাট-ক্লাশ আদ্দির পাঞ্জাবী। একবার চোখ বুলোলেও আনন্দ। এবার কথাবার্ত্তাগুলো একটু খাপ খাইয়ে ছাড়ুন। তা নয়, গদাই-লস্করী চালে 'ওহে ছোকরা'—মানে কি?

হরনাথ। ওঃ, তোমার মত ডেঁপো-কাজিল-বিশ্ববখাটে ছেলেকে তাহ'লে কি বলতে হ'বে? জ্যাঠামশাই, এঁ্যা? কি তুমি এসেছ একেবারে নবাব খাঞ্জা খাঁ বাহাদুর যে, সেলাম-নজরানা না দিয়ে কথা কইলে, হুজুর জবাব দেবেন না?

[শিশির হরনাথের উগ্রভাব দেখিয়া একটু দমিয়া গেল।]

শিশির। এ-হে-হে! আমার কথার 'ইনারমিনিংসটা' তাহলে আপনি একেবারেই ধরতে পারেন নি?

হরনাথ। শোন—শোন! এদিকে চট্ ক'রে চলে এস। নইলে চার চাঁটিতে মাথার খুলি-টুলি কোথায় উড়ে যাবে, আর খুঁজে পাবে না। এগিয়ে এস শীগ্‌গির…

[শিশির তৎক্ষণাৎ এক পা অগ্রসর হইল।]

হরনাথ। নবাব সিরাজদ্দৌলা আমার…

শিশির। এই ত্যাখ. আমি কিছু বলবার আগে-ভাগে, যা-হোক একটা কিছু ভেবে নিয়ে আপনি যে চটাচটি আরম্ভ করে দিলেন। উঃ! নিদারুণ ঘোরেল লোক ত? না—না ইয়ে আমি এই গলিটার কথা বলছি। ভারী এঁ্যাকা-বাঁকা—এদিক-ওদিক—ডানদিক-বাঁদিক—ঘোরালো-প্যাঁচালো, ঠিক যেমন জায়গা তেমনি ইয়ে—আপনি নন।

হরনাথ। দেখ ছোকরা, এখানে কথার কোন প্যাঁচ-ট্যাঁচ মারতে এস না। তাহ'লে আজ আর ঘরে ফিরে যাবে না, বুঝলে? তোমার মত

এঁচোড়ে-পাকা ছেলে আমি ঢের দেখেছি—ঢের চিট ক'রেছি। সেদিনের ছেলে, বড্ড লাটসাহেবী বোলচাল শিখে ফেলেছ, না?

[শিশির সংগে সংগে আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গেল।]

শিশির। আরে-আরে, একথা আমি কখন বললুম? আমি ফুঁ না দিতে দিতেই আপনি যে দপদপিয়ে জ্বলে উঠলেন? আর ওইসব সেদিনের ছেলেটেলে—ওকি কথা এ্যাঁ? এমন বলছেন, পরশু কি তার আগের দিন যেন আমায় জন্মাতে দেখেছেন। আমার বয়েস যে 'টোয়েন্টি আপ'...

হরনাথ। তাতে হোয়েছে কি? মাথাটা আমার কেটে ফেলবে না কি?

শিশির। আমি তাই বললুম? কিন্তু বয়েস কম বলে, একটা ছেলেকে আপনি ঢিলে করবেন? সেইটাই কি ঠিক? যেখানে-সেখানে আমায় ঝুলোবার রাইট, আপনাকে কে দিয়েছে? সেটা আগে বলুন?

হরনাথ। দেখ, বেশী ফরফরিও না। কি তুমি একেবারে লাখপতির নাতি যে,রাস্তায় তোমার চেয়ে ডবল বয়েসের একটা লোক ডাকলে, একবার ফিরেও তাকাতে পার না?

শিশির। ওঃ! বেশ তা'হ'লে মনে করুন, আমার বয়েসটা যদি আপনার 'হাফ কি থ্রি ফোর্থ না হয়ে, 'ডবল কি রিডবল' হো'ত,—ধরুন, সেই সময় যদি আমি বাজখাঁই গলায় আপনার পেছন থেকে—"ওহে খোকা শোনত"—কি রকম লাগতো আপনার? বাসি লুচি দিয়ে নলেন গুড় খেলে যেমন লাগে?

[তাহার কথা বলিবার ভংগিতে হরনাথও বিস্মিত হইয়া গেল।]

হরনাথ। উঃ! মহা খলিফা ছেলে তো। তোমার ঠোকরান আমার ভুলই হয়েছে। কিন্তু আর তো উপায় নেই। হাতের ঢিল যখন

একবার ছুড়ে দিয়েছি, তখন আর ফেরাই কি করে? তুমি যে এমন মানিক—আগে জানলে, এসব হোত না ছোকরা।

শিশির। আঃ, ছোকরা-টোকরাগুলো ছাড়ুন। শিশিরবিন্দু—শিশির—

হরনাথ। শিশির!

শিশির। হ্যাঁ, এবার বলতে পারেন, আপনি কি বলতে চাইছিলেন?

হরনাথ। বলছিলুম কি, সিগারেট-টিগারেট তো টানার বেশ অভ্যেস আছে দেখলুম। মনে হয়, অনেকদিন থেকেই চলছে। ডাকছিলাম তাই—কিন্তু—

শিশির। এখন আর অত 'কিন্তু-কিন্তু', 'তাই-তাই' করার তো দরকার নেই। সাদা কথায় বলুন, দেশলাই খুঁজছেন তো? আছে।

[সংগে সংগে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিল।]

হরনাথ। আমার দেশলাইটা দেখলুম, হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে বুঝলে?

শিশির। ঠিক আছে! পকেট ফুরোয়, মানুষ ফুরোয়, ভালবাসা ফুরোয়, দেশলাই ফুরোতে আর দোষ কি? আসুন—

[দেশলাই জ্বালাইয়া সিগারেট ধরাইয়া দিল।]

হরনাথ। ওঃ। কথা কও যেন ফুল ফুটিয়ে ছাড়। জীবনে উন্নতি করবে হে?

শিশির। সবাই তাই বলে।

হরনাথ। বলবেই তো। তোমার মত রতনের তো জুড়ি মেলা ভার। তা ক'দিন ধ'রে দেখছি, গণেশ ডাক্তারের বাড়ী দু'বেলা যাতায়াত ক'রছ। মতলবটা কি ব'লত?

শিশির। মতলব একটা আছে। কিন্তু আমার প্রাইভেট কথা তো আপনাকে জানাতে পারছি না। বিশেষ দুঃখিত।

[গণেশ ডাক্তারের ঘরের দরজার দিকে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইতে চায়।]

হরনাথ। দেখ ছোকরা! আমায় তুমি এখনও চিনতে পারনি। আমার নাম হরনাথ হালদার। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার চেষ্টা করো না। তাহ'লে, এ গলিতে ঢোকা বন্ধ ক'রে দোব।

শিশির। ওঃ! এমন বলছেন, আপনি যেন এই গলিটার মালিক!

হরনাথ। হ্যাঁ তাই। যা জিজ্ঞেস করছি, চট্‌পট্‌ জবাব দাও। নইলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব। বল শীগ্‌গির—

[হরনাথ একেবারে শিশিরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল।]

শিশির। আহা-হা-হা! দাঁড়ান-দাঁড়ান, বলছি! কি মুস্কিলে পড়লুম। ওই যে গণেশবাবু—মানে ওই ডাক্তার—

হরনাথ। হ্যাঁ, ডাক্তারের সঙ্গে কি হোয়েছে?

শিশির। না—না, কিছুই হয়নি। ওই গণেশ ডাক্তারের সংগে আমার আলাপ—মানে, চেনাশোনা আছে। তা, উনি অনেকদিন আগে আমাকে ওর মেয়ের জন্যে একটি সুপাত্রের খোঁজ করতে বলে-ছিলেন…

হরনাথ। তাই ঘন-ঘন পাত্রের সন্ধান দিতে আসছ?

শিশির। না—না! তা দিতে আসবো কেন? সন্ধান পেলুম কোথায় যে দোব? অনেক ভেবেচিন্তে খোঁজ-টোজ করে দেখলুম, একটি গরীব ভদ্রলোককে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে পারে, এমন সুপাত্র এ বাজারে দুর্লভ। তাই—

হরনাথ। তাই নিজেকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করে, বাড়ীতে এসে—

[ভয়ে শিশিরের মুখ শুকাইয়া গেল—কণ্ঠ হইতে সহজে আওয়াজ বাহির হইতে চায় না। সে এদিক-ওদিক তাকাইতে থাকে।]

শিশির। আজ্ঞে—

হরনাথ। তুমি দেখছি একটি গভীর জলের মাছ।

[শিশির জোর করিয়া হাসিতে চায়।]

শিশির। সে যাই বলুন, আপনার মহত্ব-উদারতা-বিশালতা। আমি কিন্তু আপনার তুলনায় অতি নগণ্য হালদার-দা! চোখে না দেখলেও আপনাকে আমার অনেকদিন থেকেই চেনা আছে। অনেক শুনেছি, আপনার পাড়াপ্রীতির কথা। অমন অসীম অগাধ দরদ না হ'লে, পাড়ার অলিতে-গলিতে, এ-বাড়ী-ও-বাড়ীর বৈঠকখানা থেকে মায় রান্নাঘর অবধি, অবাধ চলাফেরার ঢালাও অধিকার ক'জনে পায়? এই আপনার মত দু'চারটে হালদার-দা, হালদারবাবু আর হালদার মশাই। পরের উপকারে নিজেকে লাগাবার জন্তে যারা দিনরাত মুখিয়ে থাকেন...

[পিছন হইতে শামসুন্দর তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল।]

শ্যামসুন্দর। এই যে, দাদা! শুনছেন! খুবতো যাত্রার প্যাঁচে হাত-পা ছুড়ে পার্ট মুখস্থ বলছেন। এদিকে একবার চেয়ে দেখুন না—

[শিশির ধীরে-ধীরে পিছনে ফিরিয়া চমকাইয়া উঠিল। তাহার পর উদাসভাবে শ্যামসুন্দরের দিকে তাকাইয়া রহিল।]

শিশির। কে তুমি ভাই!

শ্যামসুন্দর। একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন যে। তারাপদ টেলারিং হাউসে, ছ'মাস আগে, একবার জামা করতে এসে, কয়েকটা টাকা বাকী রেখে গিয়েছিলেন। মনে পড়ে?

[মনে করিবার চেষ্টা করিতে থাকে শিশির।]

শিশির। তারাপদ টেলারিং হাউস—জামা করাতে—ছ'মাস আগে—মানে এ পাড়ার দোকান—

হরনাথ। সে কি শিশিরবিন্দু? প্রায় এক হপ্তা, এ বেলা ও বেলা দিনে অন্ততঃ পাঁচ থেকে সাতবার ঢুকেছ-বেরিয়েছ। এত খবর যোগাড়

করেছ আর তারাপদ দর্জির দোকান চোখে পড়েনি? গলি থেকে বেরিয়েই ডানদিকে, রাস্তার ওপর—

শিশির। কিন্তু হালদার-দা! আমি তো এ পাড়ায়-সে-পাড়ায় জামা করাই না? সমস্তই মনে করুন, চৌরঙ্গী বা ক্যামাক ষ্ট্রীট—

শ্যামসুন্দর। ওসব ক্যামাক্ ট্যামাক্ রেখে দিন। এখন তারাপদর কথা ভাবুন। আমি আপনার অর্ডার নিয়েছিলুম। পাঁচটাকা দিয়ে দশটাকা পরে দিয়ে যাবেন, বলেছিলেন। বিশ্বাস করে, জামা ছেড়ে দিয়েছিলুম, এখন তারাপদ তো রোজ আমায় খোঁচাচ্ছে। ছ'মাস আপনার টিকিটি দেখতে পাইনি···

শিশির। তুমি বোধ হয় ভুল করছ ভাই!

শ্যামসুন্দর। না—না, ওসব ভাইটাই আর চলে না। গেলো এক হপ্তা ধ'রে রোজই আপনাকে ধরবার চেষ্টা করছি। ঠিক মতো বাগে পাচ্ছিলুম না। শীগ্‌গির দশটাকার নোট একখানা ছাড়ুন, নইলে জামাটামা খুলে নেব এই বলে দিলুম, শিরিষবাবু।

শিশির। দেখুনতো হালদার-দা—কে শিরিষবাবু আর কাকে—

হরনাথ। তোমারই ভুল হচ্ছে শ্যামসুন্দর। ইনি শিরিষবাবু নন্—শিশিরবাবু—

শ্যামসুন্দর। শিরিষবাবু নন? ওরে বাবা, আবার নাম পালটেছে? হালদার-দা একনম্বরের চীট। এমুখ আমার চেনা। আর রয়েছে, এই আসল জিনিস—জামা—প্যাণ্ট—

[জামা ও প্যাণ্ট শ্যামসুন্দর চাপিয়া ধরিল।]

শিশির। এই—এই কি করছ! এ জামা-প্যাণ্ট তৈরী ক'রে তারাপদ টেলারিং হাউসের চোদ্দপুরুষেরও সাধ্যি নেই। এসব র‍্যাংকেন—র‍্যাংকেনের জিনিস—

শ্যামসুন্দর। ছুত্তোর! র‍্যাংকেনের নিকুচি ক'রেছে। ওসব র‍্যাংকেন-ফ্যাংকেন, আমি এ-বেলা কেটে, ও-বেলা জুড়ে দিই। এ সেলাই যে আমার চেনা···

শিশির। এই—এই দেখুন তো হালদার-দা—

[শ্যামসুন্দর জামা চাপিয়া ধরিয়াছে। শিশিরবিন্দু প্রায় কাঁদিয়া ফেলে আর কি! সীমা দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।]

হরনাথ। আহা, করকি—করকি? ছেড়ে দাও শ্যামসুন্দর—শ্যামসুন্দর—

সীমা। সুন্দর-দা কি হ'চ্ছে? ভদ্রলোকের সঙ্গে মারামারি ক'রছ? আজকাল বড্ড গুণ্ডামী শিখেছ, না?

[শ্যামসুন্দর তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল। সীমাকে দেখিয়া সে বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

সীমা। আপনি ভেতরে আসুন, শিশির-দা।

শিশির। এ—এ ছোকরাটা তো বড্ড বিদিকিচ্ছিরি সীমা। করিম মিঞার জামা বানিয়ে, দামের জন্যে মহিম মিত্রের জামার কলার চেপে ধ'রে—

সীমা। সুন্দর-দা যে দর্জির কাজ ক'রে। রাত জেগে মেশিন চালিয়ে-চালিয়ে হয়তো চোখের দোষ দাঁড়িয়েছে।

[শ্যামসুন্দর করুণচোখে চাহিয়া দেখিল যে সীমা হাসিতেছে।]

শিশির। তাই হ'বে বোধ হয়···

[সীমা ও শিশির ভিতরে চলিয়া গেল।]

শ্যামসুন্দর। শুনলেন তো হালদার-দা, আমি দর্জি। অথচ একদিন, এই দর্জিই—ওই ছবিদির বিয়ের সময়—বোশেখ মাসের কাঠফাটা রোদ্দুরে বড়বাজারটা চষে ফেলেছিল, জামার কাপড় বাছাই করতে। সাতরাত জেগে তিনদিনে সব জামা সেলাই-কাটাই করে 'ফিনিস্'

দিয়েছি। এখনও তার দরুণ পঞ্চাশটা টাকা পাই। একটি কথাও বলিনি...

[ক্ষোভে ও বেদনায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।]

হরনাথ। বলনাই-বা কেন ?

শ্যামসুন্দর। এইবার ব'লব। আপনি সাক্ষী রইলেন। তবে ওসব তাগাদা-টাগাদার সময় চলে গেছে। এখন একেবারে হাংগাম-হুজ্জোত। আমি কাল থেকে হাংগাম-হুজ্জোত চালাব।

[সে প্রায় প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে চলিয়া গেল। ইহাতে ক্রোধ অপেক্ষা ক্ষোভের মাত্রাটাই এত বেশী করিয়া বাহির হইতেছিল যে হরনাথ হাসিতে লাগিল। এমন সময় তারাপদ ও গগন সত্রস্তপদে সেখানে আসিল। হরনাথ তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল। তিনজনে একপাশে দাঁড়াইয়া অস্ফুটকণ্ঠে কথা বলিতে লাগিল।]

হরনাথ। এই যে গগন ! কি ব্যাপার ?

গগন। ব্যাপার সুবিধের নয়।

হরনাথ। সুবিধের নয়, মানে ?

গগন। আরে বাবা ! সব তো মাথা-মোটা গোঁয়ারের দল। যতই বোঝাই, সবই হয়ে দাঁড়ায়—উল্টা বুঝলি রাম। আমাদেরই দু'চার কথা শুনিয়ে দেয়। এই তো, তারাপদও ছিল, জিজ্ঞেস করুন না।

তারাপদ। ওর মধ্যে হলধরবাবুই তো কথাগুলো শুনে একটি নিমরাজী মত হ'য়েছিল। কিন্তু আর সকলের মতিগতি দেখে, সেও বেঁকে বসল।

[হরনাথ সহসা ক্ষেপিয়া গেল।]

হরনাথ। বেঁকে বসল ? তোমরা সোজা করতে না পারলে, বেঁকে তো বসবেই। তোমাদের দ্বারা কোন কাজ হবার জো নেই। কি বলেছিলে ওদের—

গগন। আপনি যা বলে দিয়েছিলেন। বললুম—দেখ, মাষ্টার লোক সুবিধের নয়। ওপর থেকে তোমরা যা ভাব, লোকটি তার উল্টো। আর কি বলেছিলুম? তারাপদ! বলনা—

তারাপদ। আর ওই মাষ্টারের স্বভাব-চরিত্রির নিয়ে যে সব কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। মাষ্টারের ঘরে তরংগ যায়-আসে—

হরনাথ। থাক! কথাগুলো একেবারে সোজাসুজি না বলে একটু ঘোরাতে পারলে না?

গগন। কথা ঘোরালে তো ওরাও ঘুরে যায়। বললুম, মাষ্টারের কাছে তোমাদের ছেলেমেয়েদের আর পড়তে পাঠিও না। তাতে সর্ব্বনাশ হ'বে। মুখের ওপর দড়াম ক'রে বলে বসল—"এসব তোমাদের শয়তানী বুদ্ধি। তোমাদের মতলব আমরা জানি।"

হরনাথ। কিসের মতলব?

তারাপদ। তাও তো বলে দিলে! আপনার আসল উদ্দেশ্যটা ওরা ধরে ফেলেছে, হালদারবাবু।

[হরনাথের চোখ-ছুটি শিকারী বাঘের চোখের মত জ্বলিয়া উঠিল।]

হরনাথ। তারাপদ!

তারাপদ। বিশ্বাস করুন, আমরা একটা কথাও পেট থেকে বের করিনি। কি ক'রে যে টের পেল, বুঝতে পারছি না।

গগন। গোবিন্দটা কি সব জানিয়ে দিয়েছে?

হরনাথ। গোবিন্দ—গোবিন্দ কি বলেছে?

গগন। তা জানি না। তবে ওরা বল্লে—'বড়বাবু গুণ্ডা লাগিয়ে যখন গলির লোকগুলোকে তাড়াতে চেয়েছিল, মাষ্টারই তখন লোক জড়ো করে তাদের ঠেকিয়েছিল। সেইদিন থেকেই মাষ্টারের ওপর বাবুদের আক্রোশ'। তাইতো বল্লে নাকি তারাপদ?

তারাপদ। হ্যাঁ তাই! আর বল্লে—"আগে মাষ্টারকে তাড়াবে, তারপর একে একে আমাদেরও ওঠাবে। তাই এ সমস্ত চাল দেওয়া হচ্ছে।"

হরনাথ। বটে! দেখি, হরনাথ হালদারের এ চাল কে ঠেকায়? দাদার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, গগন। এক মাসের মধ্যে এই গলি খালি করে এ সমস্ত বাড়ী ভাঙ্গতে সুরু ক'রব। দরকার হলে, বলরাম মাষ্টারটিকে সরিয়ে ফেলতে হ'বে। কি তারাপদ, কিছু টাকা পেলে তুমিই তো কাজটা সেরে ফেলতে পারবে? জামা তো তুমি ভালই কাট হে!

তারাপদ। না—না ছোটবাবু ওসব আমায় বলবেন না। ওসব পাপ-কাজে আমি নেই।

[আতংকে তারাপদ পিছু হটিতে থাকে। দূরে একটা অস্ফুট আর্তনাদের শব্দ শোনা যায়।]

হরনাথ। চুপ! কে ওখানে?

[বাসুদেব পেটের ওপর হাত চাপিয়া আসিতেছিল।]

বাসুদেব। আজ্ঞে, আমি গো। পেটে ব্যথাটা আবার চাগিয়েছে। তাই আসছি ডাক্তারের কাছে।

হরনাথ। মিথ্যেকথা, শয়তান! আড়ি পাতছিলে?

বাসুদেব। খামোকা গাল দাও কেন? আমি মরছি আমার যন্ত্রণায়—আপনার কথায় আড়ি পাতবার সময় বটে এই, হ্যাঁ—

[বাসুদেব যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া ওঠে। গণেশের ঘরের দরজা খুলিয়া রুদ্রমূর্তিতে শিশির বাহির হইয়া আসে।]

শিশির। হ্যাঁ—হ্যাঁ! আমিও দেখে নেব। বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান? ওসব মাষ্টারি আমি ঢের দেখেছি।

হরনাথ। কি হ'লো—কি হ'লো শিশিরবিন্দু! হঠাৎ অমন ক্ষেপে গেলে কেন?

শিশির। ক্ষেপবো না কি মশাই! গণেশ ডাক্তার নিজে আদর করে ডেকে এনেছে—তাই এসেছি। কে কোথাকার এক মাষ্টার এসে, একেবারে পরীক্ষার পড়া জিজ্ঞেস আরম্ভ করে দিলে? উত্তর দিতে পারিনি বলে, ড্যাম-ইডিয়েট-ফুল বলে গালাগাল করতে লাগল—

হরনাথ। হুঁ। শয়তান মাষ্টারের পাল্লায় পড়েছ—

শিশির। ওসব মাষ্টারী আমার কাছে চলবে না। আমিও উল্টোডাঙ্গার ছেলে। আমারও দস্তুরমত দলবল র'য়েছে।

[গণেশ ডাক্তারের ঘরের দিকে কথাগুলি ছুড়িয়া দিতেছে। হরনাথ তাহার নিকটে আসিয়া একদৃষ্টি কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে ক্রূরতা ছাড়া আর কিছু নাই।]

হরনাথ। আছে নাকি?

শিশির। দেখবেন না, আপনার চোখের সামনে, ওসব মাষ্টারী ফলানো আমি ঘুচিয়ে দোব। ওসব মেজাজ দেখাবেন নিজের বাড়ীতে, নিজের ছাত্রদের কাছে। শিশিরবিন্দু সেন কোন মাষ্টারের তোয়াক্কা করে না।

হরনাথ। শোন, এখানে চেঁচিয়ে কিছু হবে না। তুমি আমার বাড়ীতে চলো, কথা আছে। তোমার মত একটি ছেলেকেই যে আমি এতদিন খুঁজছিলুম। গগন আর তারাপদ, তোমরাও চলে এস।

[বাসুদেব ছাড়া সবাই চলে যায়। সে একপাশে পেট চাপিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। এখন উঠিয়া আসিল গণেশের ঘরের দরজার দিকে।]

বাসুদেব। ওরে বাবা—এ-যে দেখছি ঘোর চক্কোর। ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু আছ?

[জানলায় সীমা আসিয়া দাঁড়াইল।]

সীমা। কে?

বাসুদেব। আমি বাসুদেব। ডাক্তারবাবু ঘরে আছে?

সীমা। না, বাবা বাড়ী নেই।

[জানলা বন্ধ করিয়া দিল সীমা।]

বাসুদেব। ঘরে নেই তো গেলো কোথায়? সেই থেকে ঘুরে মরছি। গোবিন্দর দোকানেও নেই—

[হতাশ হইয়া ফিরিতেছিল বাসুদেব। এই সময় গণেশও বাড়ী আসিতেছিল। পুত্রহারা শোকার্ত পিতার মত তাহার অবস্থা। ডাক্তারখানা তৈরীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।]

গণেশ। গোবিন্দর দোকানে, আমি আর যাই না বাসুদেব।

বাসুদেব। তাহ'লে, এখন গেছলে কোথায়?

গণেশ। দোকানের আশেপাশেই ঘুরছিলাম। অনেকদিনের অভ্যেস— জানতো?

বাসুদেব। বেশ করছিলে। এদিকে যে আমি মরে যাচ্ছি।

গণেশ। কেন, মরে যাচ্ছ কেন?

বাসুদেব। পুরোনো ব্যথাটা যে আবার চাগিয়েছে।

গণেশ। হুঁ! কি খেয়েছ আজ—

বাসুদেব। কি আর খেলাম? কাজ থেকে বাড়ী এসে পয়সা চারেকের ছাতু খেয়েছি।

গণেশ। ছাতু খেয়েছ? তবে তো সব কাজ সেরেই আমার কাছে এসেছ।

বাসুদেব। আর কি খাবো?

গণেশ। সাবু খাবে, সাবু! কী যন্ত্রণা!

বাসুদেব। সাবু খেয়ে তো কেমন কাহিল হ'য়ে পড়ি। কাজ চলে কি ক'রে? দাও দিকি, চট ক'রে একমোড়া ওষুধ—আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

[গণেশ শূন্যদৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল।]

গণেশ। ওষুধ!

বাসুদেব। হ্যাঁ—হ্যাঁ, অত ভাবছ কি আবার? আমার ওষুধ তো তোমার জানাই আছে।

গণেশ। ওষুধ আর দিতে পারবো না বাসুদেব।

বাসুদেব। দেখো ডাক্তারবাবু! পেটের মধ্যে যন্ত্রনা হ'চ্ছে, এ সময় আর তোমার মস্করা ভাল লাগে না।

গণেশ। ডাক্তারী আমি আর করছি না বাসুদেব। তুমি তো জান, আমি কত চেষ্টা করলাম। ডাক্তারখানা আমার হ'তে দিলে না।

বাসুদেব। আরে বাবা, যে চক্কোর পেছনে লেগেছে, তোমার ডাক্তারখানাও হ'বে না, মাষ্টারের পাঠশালাও উঠ্‌বে। হয়ত দেখবে, এ গলি থেকে সবাইকে বিদেয় হ'তে হ'বে।

গণেশ। এ সব কি ব'লছ?

বাসুদেব। সে সব পরে শুনো'খন। চট্ ক'রে এখন এক মোড়ক ওষুধ এনে দাও। একটু থির হ'য়ে বসি। ডাক্তারী ছেড়ে দিলুম বল্লে কি আর ছেড়ে দেওয়া যায়? তুমি ডাক্তারী ছাড়লে, আমি যে মারা পড়ি!

গণেশ। তুমি ব'লছ? আমি ডাক্তারী ছাড়লে তুমি মারা পড়বে! সত্যি কথা?

বাসুদেব। সত্যি না তো কি মিথ্যে? চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছ—

[হঠাৎ বাসুদেবের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলে নিজের ঘরের দিকে ।]

গণেশ। ব্যাস! তুমি চলে এস—

বাসুদেব। কোথায় যাবো?

গণেশ। তোমার মা-ঠাক্‌রুণ মানে আমাদের গিন্নীকে এই কথাটা একবার শুনিয়ে দোব। চলে এস।

বাসুদেব। মা-ঠাকরুণেরে আবার কি বলতে হ'বে?

গণেশ। আমি ডাক্তারী ছাড়লে তুমি মারা পড়বে।

[দু'জনে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ দশ ॥

[এই সময় মিহির হরনাথকে লইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। বলরামের ঘরের মতো পিছনের দেওয়ালের মাঝ বরাবর দরজা। শুধু বারন্দা দেখা যায় না। অল্পদামী ছোটখাট আসবাবে সু-সজ্জিত ঘর। এক কোণে টেবিলের ওপর পেতলের ফুলদানিতে ফুল রহিয়াছে।]

মিহির। আপনাব নাম আমি অনেক আগেই শুনেছি। তবে আলাপ করবার ভরসা পাইনি।

হরনাথ। কেন হে, এঁ্যা! আমায় কি ভেবেছিলে? বাঘ-ভাল্লুক, না হাঙ্গর-কুমীব?

মিহির। তা ভাববো কেন?

হরনাথ। তবে? পাড়াপ্রতিবেশী লোক—তার সংগে চেনা পরিচয়ে অত ভরসা-টরসার আবার কি দরকার? ভারী ভীতু আর লাজুক ছেলে তো! এমন তাগড়াই জোয়ান-চেহারা। এত ভয় কেন, এঁ্যা!

মিহির। ঠিক ভয় নয়, বুঝলেন! কেমন যেন একটা বাধ-বাধ-ভাব আর কি?

হরনাথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি যে মেয়েদের মত কথা বলছ, মিহির! নোতুন-নোতুন আলাপ-সালাপে. তাদের অমনি হাত-পা আর কথা-বার্ত্তা জড়িয়ে যায়। যাক, এখন তোমার :সেই ভাবটা খানিকটা কেটে গেছে তো, এঁ্যা?

মিহির। আপনি নিজেই তা কাটিয়ে দিলেন। আমি তো ভাবতেই পারিনি, আপনার মতো লোক…

হরনাথ। বাড়ী এসে, গায়ে পড়ে ভাব জমাবে? এঁ্যা—হাঃ-হাঃ-হাঃ! তা, এ রকম অভাবনীয় ব্যাপার করতে হয় হে—করতে হয়। একপাড়ায় থাকতে হ'লে, পাড়ার লোকের সংগে মেলামেশা না করলে চলে না। আর চারিদিকের খবরাখবরও একটু-আধটু রাখতে হয়, বুঝলে?

মিহির। আপনার মত লোকেরাই পারে—

হরনাথ। কেন হে, কেন? আমার মত লোকের দশটা মাথা আর কুড়িটা হাত দেখতে পেলে নাকি?

মিহির। না—তা নয়! তবে, ঘরের ভাবনা কম! তাই পরের কথা ভাববার সময় পান। আমরা চাকরে লোক। নিজের সংসারের নালিশ-মকর্দ্দমা মেটাতেই চোখে সর্ষেফুল দেখি। পরের ব্যাপারে নজর দেবার সময় কোথায়?

হরনাথ। আরে, এসব কি বলছ এঁ্যা! এত কম বয়সে একেবারে ঘোর সংসারী হ'য়ে উঠ্‌ছো যে। ভাল নয়—ভাল নয়। খালি অফিস আর ঘর,—এই দুটোকে সার করলে, জীবনটা তো অকালে চুপসে যাবে?

মিহির। আর গেলেই বা কি করছি বলুন? ঘরে বসে আরাম করবার সুযোগ পাই কতক্ষণ? অফিসের ডিউটির তো কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনও দিনে, কখনও রাতে বেরুতে হয়। তাই আমাদের জীবনে খালি চাকরীটাই সার। ঘরটাকেও বাদ দিতে পারেন।

হরনাথ। এ-হে-হে! তুমি দেখছি, একেবারে ভেঙ্গে পড়েছ! জীবন তো সবে আরম্ভ করেছ! মাত্র বছরখানেক! এরই মধ্যে এতখানি হতাশা! তোমার মনটা দেখছি, ভারী পল্‌কা! আরে ভাই, রাস্তা যে এখনো অনেকটা বাকী···

মিহির। আপনাকে একটা কথা বলবার ছিল, হালদার-দা।

হরনাথ। বলবার ছিল তো বলেই ফেল না। অত একেবারে মুয়ে পড়ছো কেন? নাঃ! তোমার স্বভাবটা সত্যিই দেখছি, ঠিক মেয়ে মানুষের মত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বল-বল, বলে ফেল কি বলতে চাও?

মিহির। এই ঘরটার চালে কয়েক জায়গায় বড় বড় ফুটো রয়েছে।

হরনাথ। আছে নাকি? তাহ'লে তো ভারী মুশকিল। অন্ততঃ জল-ঝড়ের সময়টা এসে পড়লে…

মিহির। আপনার দাদাকে জানিয়েছিলাম। তিনি কথাটায় কান দিলেন না।

হরনাথ। দিলে না বুঝি? দাদার ওই দাম্ভিক স্বভাবের জন্যে আমারও মাঝে মাঝে ভারী বিরক্তি আসে। কিন্তু না শুনলে তো চলবে না।

মিহির। শোনা তো দূরের কথা! আপনার দাদা তো গলিটাকে খালি করে ফেলতে চান। কিন্তু আমরা সব যাব কোথায় বলতে পারেন?

হরনাথ। আরে কি যে বল? তুমি কি এই গলিতে পড়ে থাকবার লোক নাকি হে? নেহাৎ দায়ে পড়ে—হে-হে-হে—কিন্তু ফুটো তো বোজাতেই হবে। নইলে ওখান দিয়ে ইঁদুর-টিঁদুর আসতে পারে। আর মিহিরকুমারের এমন সুন্দর সাজানো-গোছানো পাখীর বাসাটি তাহ'লে কেটে একেবারে তচ্‌নচ্‌ ক'রে দেবে…এঁ্যা, কি বল? হাঃ-হাঃ!

[হরনাথের অহেতুক সস্তা রসিকতায় মিহির রুষ্ট হইয়া ওঠে।]

মিহির। হালদার-দা! আমরা গরীব, আমাদের অবস্থা নিয়ে বিদ্রুপ করার মতলবেই কি এখানে এসেছেন?

হরনাথ। এই দেখো! তোমায় বিদ্রুপ ক'রে আমার লাভ কি হে, এঁ্যা?

মিহির। মজা দেখতে চান।

হরনাথ। না হে না! মজা দেখার বা দেখাবার অনেক জিনিস জগতে আছে। তার জন্তে তোমার মত একজন ছেলেমানুষকে বেছে নেওয়ার দরকার নেই। বলছিলাম, ঘরের দিকে নজরটা আর একটু বেশী দিতে হ'বে। চালের ফুটো আমি না হয় বন্ধ ক'রে দেব। কিন্তু ইঁদুরের উৎপাত তাতে তো কমবে না।

মিহির। কই, ইঁদুরের উৎপাত তেমন তো নেই।

হরনাথ। আছে—আছে! তুমি কতোক্ষণই বা বাড়ী থাক! তোমার চোখে পড়ে না! সোমনাথের মত লোকের তোমার ঘরে আসাটা ঠিক নয়!

মিহির। কেন বলুন ত'?

হরনাথ। যতই বল, আর যাই বল, তুমি আর ওরা ঠিক এক ক্লাশের নও। অবস্থার দায়ে আজ না হয় টিনের ঘরে আস্তানা করেছ। তবু রুচি আর চালচলনের দিক থেকে, খানিকটা তফাৎ আছেই! আর সেটা কখনও মেলে না।

মিহির। আপনি কি বলছেন? সেদিক থেকে সোমনাথের খারাপটা কি দেখলেন? বেশ ভাল লোক।

হরনাথ। হ্যাঁ, এমনি বেশ ভাল! কিন্তু নেশাটেশা করলেই আর বাপ-মা জ্ঞান থাকে না।

মিহির। আজকাল ওসব ছেড়ে দিয়েছে। মাষ্টারমশায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে।

হরনাথ। তাই নাকি? মাতালের মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা, বেড়ালের মাছ খেয়ে ছেড়ে দেওয়ার মত আর কি? ওর বউকে জিজ্ঞেস করে দেখো, এখনও লুকিয়ে-চুরিয়ে বেশ চলে—

মিহির। তাতেই বা কি? সোমনাথ কারো অনিষ্ট করতে পারে, বিশ্বাস করতে পারি না। এতটা অমানুষ সে নয়।

হরনাথ। আরে ভাই, তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না। এসব লাইনের সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই। তবে আমার কথা বিশ্বাস করতে বলছি না। চোখকানগুলো একটুখানি সজাগ রেখো, তাহ'লেই চলবে।

মিহির। সোমনাথকে খারাপ ভাবলেও মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে যায়।

হরনাথ। চল—চল—আমার ঘরে চল। মনটা আমিই তোমার দমিয়ে দিলুম। একটু চা খাইয়ে চাঙ্গা ক'রে দোব।

মিহির। আজ থাক হালদার-দা। আমায় আবার এখুনি বেরুতে হ'বে। আজ নাইট ডিউটি···

হরনাথ। আরে সে তো ন'টার সময়। অনেক দেরী। চল—চল আলাপ যখন হোল, তখন সেটাকে জমিয়ে ফেলা যাক। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[বাহির হইতে ছুটিয়া আসিল ছবি। হরনাথকে দেখিয়া সে প্রথম দরজার কাছে থা মিয়া গেল। তাহার পর শাড়ীর প্রান্ত মাথার ওপর দিয়া টেবিলের কাছে সরিয়া গেল।]

ছবি। এখনি বেরুচ্ছ নাকি?

মিহির। না দেরী আছে। মাকে আজ কেমন দেখলে?

ছবি। আজও জ্বর এসেছে।

হরনাথ। তোর মার অসুখ ক'রেছে নাকি? কি হোয়েছে?

ছবি। ঠিক বুঝতে পারছি না। রোজ সন্ধেবেলায় একটু-একটু জ্বর আসছে···

হরনাথ। তা তোর শরীরটাও তো তেমন সারেনি দেখছি। ছোটবেলায় কেমন সুন্দর ফুটফুটে ছিলি বল'ত? তাই জন্যে নাকি তোর মা নাম রেখেছিল 'ছবি'। একেবারে কি হ'য়ে গেছিস রে এ্যাঁ?

মিহির। খাবার-দাবার আর জামা-কাপড়গুলো ঠিক করে রাখ। আমি আসছি।

হরনাথ। মিহিরকে একবার আমাদের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। একা ঘরে তোর ভয় করবে না তো, এঁ্যা! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[হরনাথ মিহিরকে লইয়া চলিয়া গেল। ছবি কয়েক মুহূর্ত কি ভাবিল। তাহারপর হ্যারিকেন আলাইল। আলো লইয়া উঠিয়া দাঁড়াতেই বলরাম ঘরে আসিল। তাহার মুখের ওপর একটা গভীর থমথমে ভাব। বিষণ্ণ চোখে হতাশার ছবি।]

ছবি। মাষ্টারমশাই!

বলরাম। হুঁ! ভারী একটা কঠিন প্রশ্ন এনেছি তোর কাছে।

ছবি। আমায় ডেকে পাঠালেন না কেন?

বলরাম। তোর সময় কোথায়? একে নিজের ঘরে একগাদা কাজকর্ম! তার ওপর, ও বাড়ীতেও দেখাশোনা করতে হ'চ্ছে। ডাক্তারবৌদি তো ক'দিন ধ'রে বিছানা নিয়েছেন।

ছবি। তা হলেও আমি ঠিক যেতে পারতাম। আপনি এই শরীর নিয়ে বাইরে বেরিয়ে ভাল করেন নি। স্কুল যাওয়া ক'দিন থাকনা বন্ধ...

[বলরাম কি বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার দৃষ্টিতে বিষন্নতা আরও গাঢ় হইয়া উঠিল।]

বলরাম। স্কুল আমার নেই ছবি! কর্মকর্তারা আমার নামে নাকি খারাপ রিপোর্ট পেয়েছে। এ পাড়ার অনেক ছেলের অভিভাবকরা সব অভিযোগ জানিয়েছে। মাষ্টারী আমার শেষ হয়ে গেছে—

ছবি। আপনি তাহলে—

বলরাম। না!

[সহসা ছবির কাছে সরিয়া আসিল।]

বলরাম। কিন্তু ব্যাপারটা যেন আর কাউকে বলিস না। তুই ছাড়া আর কেউ জানে না!

[ছবি অশ্রুসিক্ত চোখ মাটির দিকে নত করিল।]

ছবি। তবে আর ছোটাছুটি কেন ?

বলরাম। এটা যে ছুটোছুটিরই সময় রে বোকা মেয়ে। যেদিকে তাকাবি, সেদিকে খালি দেখবি লোক ছুটছে। মুটে-মজুর থেকে কেরাণী, ছাত্র, কেরিওয়ালা, মাষ্টার…সব পাঁই পাঁই ক'রে দৌড়চ্ছে। যা তুই কথা বলগে যা—দুটো কি একটা…ব্যাস্। তারপর আবার দৌড়

ছবি। কেন ?

বলরাম। ছোটবেলায় স্কুলে স্পোর্টস্ দেখিসনি, স্পোর্টস্—

ছবি। দেখেছি—

বলরাম। ঘোড়ার ডিম দেখেছিস। স্কুলেব স্পোর্টস্-এ ইটিং রেস ছিল না, ইটিং রেস ? কে আগে দৌড়ে গিয়ে খাবার খেতে পারে। চারদিকে এখন তাই চলছে। তুই থেমেছিস্ কি ফাঁকে পড়েছিস।

ছবি। আপনি বুঝতে পাবছেন না। কয়েকদিন বিশ্রাম দরকার।

বলরাম। তাব আগে আমায় বলতো ছবি, বিশ্রাম মানে কি ? বিশ্রাম বলতে কি বুঝিস! বিশ্রামেব মানে 'ডেথ্'। খাটুনির দাম যখন সস্তা, বিশ্রাম বলতে তখন বুঝতে হবে মৃত্যু।

ছবি। না—না, ও-কথা বলবেন না।

বলরাম। আমি বলছিলুম কি—মিহিরকে যেন এইমাত্র দেখলাম, হনুমান হালদারের সঙ্গে…

ছবি। এখানেই এসেছিলেন।

বলরাম। হনুমানকে তোরা বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্ছিস…

ছবি। আমি কিছুই জানি না।

বলরাম। হুঁ! মিহিরকে বারণ করে দিস্।

ছবি। আমার কথা শুনবে কেন ?

বলরাম। তাহ'লে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলিস—

[বলরাম কথা শেষ করিয়া আবার দরজার দিকে ফিরিল।]

ছবি। দাঁড়ান! এখন গিয়ে তো রান্না-বান্না কিছু করবেন না! এখানেই কিছু খেয়ে যান।

বলরাম। কি খেতে দিবি! আলুব-দম?

[বলরাম বিষন্নমুখে জোর করিয়া হাসি ফুটাইতে চায়।]

ছবি। আছে? আপনি বসুন…

[ছবি খাবার বাহির করিয়া আনিল। বলরাম সাগ্রহে থালাখানি হাতে লইল।]

বলরাম। এযে অনেক দিয়ে ফেল্লি—

ছবি। খুব ক্ষিধে পেয়েছে যে—

বলরাম। এখন মনে হচ্ছে, একটু পেয়েছে। বাঃ! দমের টেষ্টতো বেশ হোয়েছে! রান্নার দিকটায় তাহ'লে তোর মাথাটা একটু খেলে! দেখিস চর্চ্চা ছাড়িসনি—তাহ'লে মরচে ধরবে। বাঃ! বেশ একটা কারী-কারী—কোর্ম্মা-কোর্ম্মা ভাব…

[বলরাম গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। বাস্তবিক সে ক্ষুধার্ত।]

ছবি। না-না অত ভাল হয়নি!

বলরাম। আমি খেয়ে বলছি ভাল, আর তুই না খেয়ে বলছিস না… আর খানিকটা থাকে তো দে…

[ছবি আরও কিছু খাবার বলরামের থালায় তুলিয়া দিল।]

ছবি। আপনি এটা খেতে ভালবাসেন, তাই বলছেন। কিন্তু বাবা কি বলে জানেন?

বলরাম। ডাক্তার দা? কি বলেন রে!

ছবি। আলুর-দম আপনার পক্ষে একদম ঠিক নয়।

বলরাম। কিস্সু জানে না। ভাই বলে! রোগীকে না খেতে দেওয়ার দিকে ডাক্তারদার একটা ঝোঁক আছে।

ছবি। না-না! আপনাকে আরও ভাল-ভাল জিনিস খেতে বলেন।

বলরাম। ডাক্তারদার কথা ছেড়ে দে। স্রেফ আলুসেদ্ধ আর ভাতের ওপর দিয়েই আমি চালিয়ে এসেছি সাড়ে উনচল্লিশ বছর। এত সহজে আর তাড়াতাড়িতে, যাকে বলে, চড়িয়ে আর নামিয়ে শীগ্‌গির খেয়ে যাবার মত জিনিস আর কিছু নেই।

ছবি। ওবেলা তো রান্না করেননি শুনলুম। কি খেলেন?

বলরাম। সাবু! ডাক্তার-দা সীমুকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, কিছুদিন আবার সাবু খাওয়া ভাল। ক'দিন তাই চলছে।

[ছবি চমকিয়া উঠিল। এক মুহূর্তে তাহার মুখ যেন নিরক্ত হইয়া গেল। বলরাম খাবার লইয়া এত ব্যস্ত যে তাহা লক্ষ্য করিল না।]

ছবি। এঁ্যা!

বলরাম। হুঁ সতুটা রোজ গেলাসখানেক ক'রে দিয়ে যায়, তা দেখ, সাবু খেয়ে আছি বেশ।

ছবি। মাটি ক'রেছে। আলুর-দম খাওয়াটা তাহ'লে···আগে বলেন নি কেন?

বলরাম। না—না, ননসেন্স, এত ভীতু কেন? আলুর-দমে কোন অপকার নেই। ডাক্তারদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। অত মানতে গেলে চলে না। নিজেদের একটা 'কমনসেন্স' নেই···

ছবি। কোন ক্ষতি হবে না তো? আমি আগে যদি জানতুম মাষ্টার-মশাই···

বলরাম। না—না, ক্ষতি যখন হবে, তখন দেখা যাবে।

[একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল বলরাম।]

বলরাম। অনেকদিন বুঝলিরে ইডিয়েট—অনেকদিন এমন তৃপ্তি করে খাইনি। দেখতো আর একটু যদি দিতে পারিস?

ছবি। আর নেবেন না মাষ্টারমশাই।

বলরাম। বেশ আর দিস্‌নে। একটি ভাল ছেলে যদি পাই সীমার বিয়েটা লাগাব। তখন না হয়—

[বলরাম হাত ধুইতে লাগিল।]

ছবি। আমাদের শ্যামসুন্দরকে দেখুন না।

বলরাম। কে শ্যামসুন্দর? ও! সেই ইডিয়েটটা? উহু! চলবে না—একেবারে চলবে না।

ছবি। ছেলে ভাল, লেখাপড়াও মন্দ নয়। একেবারে অপাত্র বলা চলে না।

বলরাম। আমি তা বলিনি। শ্যামসুন্দর যদি অপাত্র হয়, রসোগোল্লাও তাহ'লে অখাদ্য।

ছবি। তবে?

বলরাম। ভীষণ বিড়ি-সিগারেট খায়। রোজগারের আদ্দেক যে পুড়িয়ে ফেলে, সে ছেলে সংসার চালাবে কি করে?

ছবি। এখনইতো চালাচ্ছে। ছেলে খুব হিসেবী, আর স্বভাবচরিত্রও

বলরাম। এঁ্যা! ও—তা হ'তে পারে। আমাদের গলিটাতে বুঝলি ছবি, অনেকগুলো 'ব্রিলিয়াণ্ট' ছেলে, একেবারে যাদের বলা যায় আগুনের ফুলকি, আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু হাওয়া-বাতাস তেমন পাচ্ছে না ব'লে নিভে যাচ্ছে। কেন পাচ্ছে না, তাই ভাবছি—

[বলরাম চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।]

ছবি। মিছেই ভাবছেন! কিন্তু আপনার কথা নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে শুনি?

[বলরাম সক্রোধে বিদ্যুৎবেগে ছবির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

বলরাম। কি বলছিস, হতভাগা মেয়ে···

ছবি। আপনি রাগ করলেও আমি আর না ব'লে পারছি না, মাষ্টারমশাই! মিছেই আপনি নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে সবার কাছে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। আজ আর কেউ আপনার কথা মেনে নিতে পারছে না···রোজ দু'এক ঘর ক'রে গলি ছেড়ে চলে যাচ্ছে···একদিন হয়'ত সব খালি হ'য়ে যাবে···

বলরাম। খালি হ'য়ে যাবে—খালি হ'য়ে যাবে—যত সব কাউয়ার্ডগুলোর মুখে ওই এক কথা। আমি কিছুতেই মানতে পারি না—চেষ্টা করেও না।

[বলরামের মন আবার ভাঙ্গিয়া যায়। আজ সে কিছুতেই নিজেকে শক্ত রাখিতে পারে না।]

বলরাম। কিন্তু কেন বলতে পারিস ছবি—কেন সব শূন্য হয়ে যাবে ?

ছবি। গলির মধ্যে পাপ আর লোভ ঢুকেছে মাষ্টারমশাই! সে বিষ সবার মনে ছড়িয়ে পড়ছে! শত চেষ্টাতেও তাকে আপনি সরাতে পারবেন না!

বলরাম। ওই জন্যে তোর কাছে আসতে চাই না হতভাগা মেয়ে। ছোটবেলা থেকে দেখছি, তোর সেই একই স্বভাব! দুঃখ, চোখের জল আর হতাশা ছাড়া তোর আর কিছুই নেই।

ছবি। যা শুনেছি, তাই আপনাকে জানালাম। বিশ্বাস করুন একটুও মিথ্যে বলি নি—

বলরাম। কে তোকে এতখানি সত্য টেনে বের করতে বলেছে রে ননসেন্স মেয়ে। জানিস না, সংসারে সব সত্য সহ্য করা যায় না—চেষ্টা ক'রেও না।

[উদ্গত অশ্রু চাপিয়া বলরাম ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল। ছবি বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। মাষ্টারমশায়ের এমন ভাবান্তর সে কল্পনাও করিতে পারে না। সে ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে সরিয়া আসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিল। তাহার পর দরজায় শব্দ হইতে পিছনে তাকাইল। সোমনাথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

ছবি। কে? ওমা! সোম-দা!

সোমনাথ। কিরে! ভয় পেলি কেন?

ছবি। না—না, আমি ভেবেছিলাম—

সোমনাথ। চোর না গুণ্ডা? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ছবি। বাঃ! আমি কি তাই বল্লাম নাকি?

সোমনাথ। তবে?

ছবি। যা তোমাদের গলি, আমার ভারী ভয় করে। এদিককার ঘরগুলো তো খালি হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যেটুকু পার হ'তে না হ'তেই চারদিক একেবারে খাঁ-খাঁ ক'রে।

সোমনাথ। এই গলিতেই তো এত বড়টা হ'লি। আগে কোনদিন তো তোকে ভয় পেতে দেখিনি? এক বছরে এত ভীতু হ'য়ে পড়েছিস?

ছবি। না—না সোম-দা তুমি জাননা একটু বেশী রাত্তিরে এই গলিতে কে যেন হেঁটে বেড়ায়।

সোমনাথ। তাই নাকি? দরজায় খিল দিয়ে রাখিস তো?

ছবি। ওঃ-খিল বুঝি ভাঙতে পারে না? সারারাত একা ঘরের মধ্যে আলো জেলে চুপ ক'রে বসে থাকি। খালি মনে হয়, ঘুমোলেই ভেতরে ঢুকে যেন গলা টিপে ধরবে।

সোমনাথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওই সব যা তা ভাবিস ব'লে আরো ভয় পাস্!

ছবি। যা-তা আবার কি ভাবব? একা ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকি! পায়ের শব্দ শুনলেই ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

সোমনাথ। পাশের ঘরেই তো থাকি, এবার শব্দ শুনলেই ডাকবি।
একবার দেখে নেব, কার পায়ের শব্দ…

ছবি। তখন আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুবে নাকি? আর তুমি দেখবে আবার কি? ওরা কি মানুষ…

সোমনাথ। তাহ'লে? ভূত-প্রেত নাকি?

[সোমনাথও ভীত হওয়ার ভাণ করে।]

ছবি। উঃ! তুমি আবার সন্ধ্যেবেলায় ওসব নাম করতে গেলে কেন? দেখ, আজ আবার কি ঘটে? আমার কেমন গা-ছমছম করছে…

সোমনাথ। আরে দূর, তুই চিরকালই সেই ভীতুই থেকে গেলি, দেখছি! যখনি ভয় পাবি, আমায় ডাকবি। মানুষই হোক, আর ভূত-প্রেতই হোক, একটি থাপ্পড়ে বাছাধন একেবারে ফরসা…

[ছবির দিকে বীরত্ব প্রদর্শনের ভঙ্গীতে ডান হাতখানা প্রসারিত করিয়া দিল।]

সোমনাথ। এটা দেখছিস! লোহা—লোহা—লোহার ডাণ্ডা। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? তুই নিজে হাত দিয়ে দেখ—দেখনা—

[ছবির হাত জোর করিয়া নিজের হাতের ওপর রাখিল। ছবি একটু হাসিয়া মাথা নাড়ে। পিছনে মিহির আসিয়া দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধমূর্তি।]

সোমনাথ। কি? এবার বল—

ছবি। লোহার চেয়েও শক্ত!

সোমনাথ। তবে? আমি থাকতে তোর কাছে কে ঘেঁষতে পারে, একবার দেখা যাবে।

[সোমনাথ হাসিয়া উঠিল।]

মিহির। সোমনাথ!

[সোমনাথের হাসি হঠাৎ মাঝপথে একবার থামিয়া গেল। সে ঘাড় ফিরিয়া মিহিরকে লক্ষ্য করিল। কিন্তু মিহিরের মানসিক অবস্থা সে বুঝিতে পারিল না।]

সোমনাথ। আরে, এই যে মিহিরবাবু! তুমি রাতের বেলায় কাজে বেরিয়ে যাও। আর ছবি, কি বলছে জান—

মিহির। হ্যাঁ—হ্যাঁ জানি। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক। নিজের ঘরে যাও। ঘরে তোমার বউ আছে –

সোমনাথ। তুমি কি রকম যেন কথা কইছ মিহিরবাবু! আমি তো বুঝতে পারছি না—

[সোমনাথ ছবির দিকে তাকায়। ছবি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিহির। বোঝবার মতো অবস্থা থাকলে, নজরটা ঘরের দিকেই বেশী করে রাখতে। আর তোমার পরিবারও তাহ'লে—

সোমনাথ। মিহিরবাবু!

[সোমনাথ সহসা গর্জন করিয়া ওঠে। ছবি সহসা কাঁদিয়া ফেলে।]

ছবি। আর দাঁড়িয়ে থেকো না সোম-দা—এক মুহূর্তও না...আর কখনও এসো না এখানে—

[সোমনাথ নিজেকে সংযত করিয়া লইল।]

সোমনাথ। বেশ! আর কোনদিন আসব না। তোরা ঘরের মধ্যে চিৎকার ক'রে মরে গেলেও আর কোনদিন তোদের দরজায় পা দেব না।

[ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ এগার ॥

[সোমনাথ সোজা নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। ঘরে আলো নাই, কোন লোক নাই। তাহার চোখ-মুখের অবস্থা দেখিয়া বুঝা যায় যে, তাহার মনে যেন ঝড় উঠিয়াছে। মাথার মধ্যে নানা অশুভ চিন্তা তোলপাড় করিতেছে। সে ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করিতে লাগিল। কখনও বা তক্তাপোষের ওপর বসিয়া পড়ে—আবার অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। একটা কিছু সে করিতে চায়—কিন্তু উপায় না পাইয়া আবার নিরস্ত হয়। হঠাৎ একসময় গিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দেয়। তাহার পর আবার অস্থিরপদে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ায়। এক সময় এক তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া ওঠে।]

সোমনাথ। এই সতু—সতু! কোথায় গেছিস্ সব? সতু—

[পাশের ঘর হইতে সতু ছুটিয়া আসে। সে সগু ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে।]

সতু। দাদা ডাকছ···

সোমনাথ। তরং কোথায়—তরং? দরজা খোলা, আলো নেই, অন্ধকার —তরং কোথায়?

সতু। বোধ হয় কোথায় গেছে···

সোমনাথ। কোথায়—কোথায় গেছে পোড়ারমুখী? কোন রাজকাজে গেছে এই সন্ধ্যেরাতে? কেন যায়? কেন, যায়—কেন যায় বাইরে?

সতু। ঠিক জানি না তো···

সোমনাথ। কেন—কেন—জানিস না কেন? ঘরে তাহ'লে থাকিস কি করতে? আর, না বলেই বা যায় কেন সেই হতচ্ছাড়ী সন্ধ্যেবেলায় পাড়া বেড়াতে—

সতু। একটু আগে দেখছিলাম ঘর সাফ করছে। ওঘরে তখন আমি পড়ছিলাম! তারপর কখন যে বেরিয়ে গেছে, টের পাইনি। মাঝখানে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—

সোমনাথ। খালি ঘুম—এই অসময়ে কিসের ঘুম?

সতু। ঘুম পেলো তাই ঘুমোলুম। যাই, তরংকে ডেকে আনি…

সোমনাথ। না—না, কে তুই ডাকবার? বয় না বেয়ারা—চাকর না দরোয়ান—

সতু। ওসব কি বলছ? আমি ডেকে নিয়ে আসি। এইখানেই হয়তো কারুর বাড়ী…

সোমনাথ। কার বাড়ী—

সতু। জানি না। খুঁজে দেখি…

সোমনাথ। না—না…দরকার নেই।

সতু। দরকার নেই মানে…

সোমনাথ। মানে…

[সোমনাথ প্রবল উত্তেজনায় চিৎকার করিতে গিয়া যেন থামিয়া গেল। জোর করিয়া নিজেকে সংযত করিল।]

সোমনাথ। আলো জাল…

সতু। আলো কোথায়? তরং কাল বলেছে, কেরোসিন ফুরিয়ে গেছে…

সোমনাথ। বাতি এনেছি! আপাততঃ এটা জ্বাল…ঘরের দিকে নজর না দিলেই অমনি সব ফুরিয়ে যায়।

সতু। তুমি কি অনেকক্ষণ এসেছ?

[সতু বাতি জ্বালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।]

সোমনাথ। এঁ্যা—না—

সতু। আজ বুঝি খুব বেশী খাটুনি গেছে? তোমায় ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

সোমনাথ। কই? না—না—না তো…

সতু। কি হ'য়েছে দাদা?

সোমনাথ। কোথায়—কোথায় কি হ'য়েছে?

সতু। আমার ওপর রাগ করলে?

সোমনাথ। ঘর দোর সব খুলে রেখে—চারদিক অন্ধকার করে—এখন বসে আছে পরের ঘরে! জ্বাল—ওঘরে একটা বাতি জ্বাল—

সতু। ওঘরে এখন কি দরকার?

[সোমনাথ হঠাৎ দপ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে।]

সোমনাথ। যা বলছি—তাই কর। সব জায়গায় একটা করে বাতি জ্বেলে দে! অন্ধকারে কাণা হয়ে বসে থাকব নাকি—

[সতু দাদার রক্তবর্ণ মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। তাহার পর পাশের ঘরের দিকে যাইতে চায়। সোমনাথ মানসিক দ্বন্দ্বে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। কোন রকমে তাহা গোপন করিয়া শান্তভাবে সতুকে ডাকিল।]

সোমনাথ। সতু!

সতু। কি বলছো?

সোমনাথ। মাষ্টারমশায়ের এখন জল তোলে কে?

সতু। যেদিন পারেন, নিজেই তোলেন, নইলে আমায়.যেতে হয়…

সোমনাথ। আর বিছনাপাতা—ঘর পরিষ্কার…

সতু। হয়না…

সোমনাথ। ঠিক জানিসতো…

সতু। হ্যাঁ! হঠাৎ একথা কেন দাদা…

[সোমনাথ এতক্ষণে সতুর মুখের দিকে তাকাইল।]

সোমনাথ। তোর তা জানবার দরকার নেই। তুই এখান থেকে যা।

[সতু পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সোমনাথ জলন্ত বাতির কাছে গিয়া দাঁড়ায় আগুনের সরু শিখাটি কাঁপিতেছে।]

সতু। [ভেতর থেকে] দাদা!
সোমনাথ। এঁ্যা—
সতু। [ভেতর থেকে] খাবার রয়েছ—নিয়ে যাবো?
সোমনাথ। না।
সতু। [ভেতর থেকে] খাবে না?
সোমনাথ। না।
সতু। [ভেতর থেকে] তাহ'লে একটু জিরিয়ে—তারপর…
সোমনাথ। হ্যাঁ—

[ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সোমনাথ লক্ষ্য করিল দেওয়ালের ওপর এক বীভৎস ছায়া।]

সতু। [ভেতর থেকে] দাদা…
সোমনাথ। কি বলছিস্?
সতু। [ভেতর থেকে] ঘুম পাচ্ছে।
সোমনাথ। এত ঘুম কেন? জ্বর আসছে নাকি?
সতু। [ভেতর থেকে] না।
সোমনাথ। তবে?
সতু। [ভেতর থেকে] আমি একটু শুয়ে পড়ছি…
সোমনাথ। আচ্ছা…

[দেওয়ালের ওপর ভাসমান নিজের ছায়ার দিকে সোমনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে দিকে অগ্রসর হইতেই ছায়া বড় হইতে থাকে। কিন্তু বাহির হইতে তরংগের গলার আওয়াজ আসিতেই বিদ্যুৎবেগে ঘুরিয়া দাঁড়ায়। তাহার চোখ-মুখ জ্বলিতেছে।]

তরংগ। [বাইরে থেকে] একি! দরজা দিলে কে? সতু! ওরে সতু! দরজা দিয়ে আবার ঘুমিয়েছিস নাকি রে? সতু! ওরে হতচ্ছাড়া সতু! দরজা খোল্! সতু—সতু!

সতু। [ভেতর থেকে] দাদা—দাদা! দরজা খুলে দাও। তরং এসেছে…

তরংগ। [বাইরে থেকে] এই সতু! তুই খুলে দে শীগ্গির। ওঘর থেকে উঠে আয়না! এই সতু!

[তরংগ এত জোরে ধাক্কা দিতেছিল যে, দরজা সশব্দে কাঁপিতেছিল। সোমনাথ ছুটিয়া গিয়া সজোরে দরজা চাপিয়া ধরিল। সংগে সংগে পাশের ঘর হইতে আসিল সতু।]

সতু। দাদা!

সোমনাথ। চুপ!

[সোমনাথ দ্রুত ঘুরিয়া সতুর দিকে তাকাইল। সতু তাহার এইরূপ আচরণে স্তব্ধ হইয়া গেল।]

সতু। দরজা খুলবে না?

সোমনাথ। না—

সতু। কেন?

সোমনাথ। দরকার নেই।

সতু। তরং বাড়ী আসবে না?

সোমনাথ। না।

সতু। বাড়ী ঢুকতে দেবে না নাকি?

তরংগ। [বাইরে থেকে] ওরে বাবা! আগে দরজাটা খোল্, তারপর দু'ভায়ে মিলে যত পারিস—গল্প করিস'খন।

সতু। কি হোয়েছে তোমার দাদা?

সোমনাথ। কিছু না…

সতু। তরংয়ের দেরী হ'য়েছে বলে রাগ করেছ…

[বাইরে তরংগ দরজা জোরে ঠেলিতে লাগিল। সোমনাথ অধৈর্য্য হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।]

সোমনাথ। তুই ও-ঘরে চলে যা সতু…

সতু। আমি যাবো না—যাবো না! খুলে দাও তুমি দরজা। এতবড় মিথ্যে? না—না, তোমাকে আমি তা বিশ্বাস করতে দোব না—দোব না। দোর ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

[সোমনাথের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

সোমনাথ। তুই সরে যা সতু, সরে যা! এখান থেকে চলে যা—চলে যা।

সতু। তুমি দরজা খুলে দাও, আমি চলে যাচ্ছি। থাকবো না তোমার ঘরে। আমি আর তরং…মাষ্টারমশায়ের কাছে থাকবো। তুমি খুলে দাও দরজা—খুলে দাও…

[নিজেই সোমনাথকে সরাইয়া খিল খুলিবার চেষ্টা করিল। সোমনাথ তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিল।]

সোমনাথ। সতু—সতু তুই ও ঘরে বসে থাক। দরজা খুলতে পারি না…

সতু। পাবো না? কেন? কেন? কি ভাবো তুমি? মা আমাদের কত কষ্টে মানুষ করেছেন। আর আমি অফিসের বেয়ারাগিরি করে তরংকে দু'টো খেতে দিতে পারবো না? তুমি থাক, কতকগুলো বাজে লোকের কথা আর মিথ্যে বদনামকে বিশ্বাস ক'রে। আমি আর তরং চলে যাচ্ছি…

[দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া সোমনাথ উত্তেজনায় কাঁপিতেছিল। তাহার কণ্ঠস্বরও কাঁপিয়া উঠিল।]

সোমনাথ। কোথায় যাবি?

সতু। সে জানবার দরকার তো তোমার নেই? তুমি পরের কথায় নাচো। মাষ্টারমশাই তোমায় ঠিক কথাই ব'লেছেন, তুমি মুখ্যু—তুমি মুখ্যু…

সোমনাথ। সতু!

[সোমনাথ ছুটিয়া আসিয়া সতুর ছুই কাঁধে হাত দিয়া প্রবলবেগে ঝাঁকুনি দিল। ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে সে যেন এই মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যায়—সতু তাহার ভাই। কিন্তু তাহার পর পর থামিয়া যায়। সতুর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। মনে হয় এক তীব্র যন্ত্রণাকে সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া সহ্য করিতেছে। সতুর চোখে-মুখে কান্নার আবেগ।]

সতু। আমি বলে ফেলেছি দাদা, আমি বলে ফেলেছি…

সোমনাথ। আমি তাই সতু—আমি তাই।

[সতু দেখিল সোমনাথ ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলিয়া যাইতেছে। তরংগ আর একবার দরজায় ধাক্কা দিতে সে দরজা খুলিয়া দিল। কেরোসিন তেলের বোতল হাতে লইয়া তরংগ ভিতরে আসিল। ঘরেরর মধ্যে একা সতুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল।]

তরংগ। কিরে? তুই আজ দরজা খুলবি না, মনে করেছিলি নাকি? দু'ভায়ে অত কি ঝগড়া করছিলি?

সতু। কোথায়—যাস্ কোথায়?

তরংগ। যাস কোথায়? দেখতে পাচ্ছিস না, সীমদের বাড়ী গিয়েছিলাম—তেল আনতে, নইলে যে আলো জ্বলবে না…

সতু। তা বলে এত দেরী…

তরংগ। তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? মাষ্টারমশাই রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন—সীম বলছিল। তাই শুনতে গিয়ে একটু না হয় দেরী হ'য়েছে। তারজন্যে তুই দরজা খুলতে দেরী করবি?

সতু। মাষ্টারমশাই পড়ে গিয়েছিল। কি বলছিস তুই…

[সতু ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

তরংগ। ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে যাস্, বুঝলি…

সতু। [বাইরে থেকে] আচ্ছা ..

[তরংগ হ্যারিকেন বাহির করিয়া তেল চালিতে থাকে। সোমনাথ পাশের ঘর হইতে আসিল। তাহার চোখে-মুখে একটা থমথমে ভাব। সে বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, তরংগের কথায় থামিয়া গেল।]

তরংগ। আচ্ছা, মানুষ যা-হোক! ঘরে র'য়েছ—অথচ দরজাটা খুলে দিতে পারছিলে না! বাইরে থেকে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে আমার গলা চিরে গেল।

[সোমনাথ ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিল তরংগ আলো জ্বালাইয়াছে। সে বাতিটা এইবার নিভাইয়া দিল।]

তরংগ। কি হ'য়েছিল—কি? খুবতো চেঁচামিচি করছিলে দুভায়ে…

[কোন উত্তর না পাইয়া তরংগ সোমনাথের দিকে তাকাইয়া দেখিল যে সে নিস্পন্দের মতো দাঁড়াইয়া আছে। তরংগ তাহার কাছে আসিল।]

তরংগ। কথা বলছ না যে! অমন করে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি? রাগ নাকি?

[সোমনাথ অন্যদিকে সরিয়া গেল। তরংগ একটু হাসিল। আবার তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।]

তরংগ। আমার কথাটা বুঝি শুনতে পাচ্ছ না? দোর খুলে দাও নি কেন? কই—আমার দিকে তাকাও! ব'ল—ব'ল না—দরজা খুলে দাও নি কেন!

[সোমনাথকে জোর করিয়া নিজের দিকে ফিরাইল। কিন্তু তাহার কঠোর রক্তবর্ণ বর্ণাক্ত মুখ ও সজল চোখের দিকে তাকাইতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে তাহার চোখে-মুখে কান্নার আবেগ ছড়াইয়া পড়িল।]

তরংগ। ও—বুঝতে পেরেছি—আমি বুঝতে পেরেছি! কিন্তু আমি কোথায় যাব? আর আমার কোথায় ঠাঁই আছে! তুমি যদি আমার দরজা বন্ধ করে দাও, আমার তো মরবারও জায়গা থাকবে না। আমি যে একথা কখনও ভাবতেও পারি না—কখনও না! পরের কথায় তুমি আমায়—তুমি আমায়—

[সোমনাথের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। দারুণ আবেগে ছুটিয়া আসিয়া তরংগের মুখখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। যে বেদনা সে এতক্ষণ প্রাণপণে সহ্য করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা সহসা উদ্দামবেগে উৎসারিত হইয়া যায়।]

সোমনাথ। তরং—তরং—আমি যে কথা মুখে আনাত পারিনি, তুই তা এমন করে বলতে পারবি না—কক্ষনো না। তাহ'লে তোর ঘর তোর সংসার, তোর সব—আমি ভেঙ্গেচুরে, আগুন লাগিয়ে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাব ···

[তরংগ স্বামার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে থাকে।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ বারো ॥

[গণেশ ডাক্তারের বাড়ীর সামনে গলি। গণেশ অস্থিরপদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বলরামকে দেখিতে যাইবার জন্য সতু তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে।]

গণেশ। হ্যাঁ--হ্যাঁ—যাব—চলেই যাব, বাবা সতু! হলধর গেছে—হাপলার-মা চলে গেছে—বাসুদেব 'যাব-যাব' করছে! আর কাদের জন্যে এখানে পড়ে থাকব? যাবার সময় এলে ঠেকায় কে? সবাই যাবে—মাষ্টারও যাবে—

সতু। মাষ্টারমশাই প'ড়ে গেছেন ডাক্তারবাবু!

গণেশ। প'ড়ে গেছেন? এতো জানা কথা···! সেদিন যখন হাত থেকে গেলাসটা পড়ে গেল, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম···

সতু। সেদিন নয়—আজ, একটু আগে—

গণেশ। ওই হোল আর কি! তা, কি ক'রে প'ড়লেন···

সতু। সন্ধ্যেবেলায় গলিতে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ···

গণেশ। হঠাৎ কি হোল?

সতু। মাষ্টারমশাই বলছেন, মাথা ঘুরে গিয়ে পড়ে গেছেন!

গণেশ। হু! হু! পড়বেই তো! পড়বেই তো!

[গণেশ থামিয়া গেল। তাহার চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হয় সে বলরামের পড়িয়া যাইবার কথা শুনিয়া মোটেই আশ্চর্য্য হয় নাই।]

গণেশ। আমার পনের বছরের প্র্যাকটিশের যে নইলে কোন দাম থাকে না! প্র্যাকটিস্ বুঝলে বাবা সতু, পনের বছর—ছেলে-খেলা তো নয়। এ্যাদ্দিন ধরে ঘসছি, মনটা আমার আয়না—বুঝলে বাবা, ঠিক একখানা আয়নার মতো হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের কারোর

একটু কিছু হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে তার ছবিটি অমনি ভেসে ওঠে। দেখ, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, মাষ্টার পড়েছে।

সতু। মাষ্টারমশায়ের শরীর দিন দিন আরো খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে।

গণেশ। তা খারাপই তো হওয়া উচিত বাবা সতু। অত লোককে তাড়া দিয়ে বেড়ানো—ওসব ধকল শরীর তো সইবে না। লাখোদিন, লাখোবার সীমুকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছি—"বলরাম সাবধান! গলি থেকে কে চলে যাচ্ছে—কে উঠে যাচ্ছে—তার জন্যে অত ছোটাছুটি ক'রো না। তাহ'লে তার আগে তোমাকেই চলে যেতে হবে।" তা বল্লে কি আর হয়? আমার কথা শুনলে, তোমাদের মাষ্টারের যেন ম্যালেরিয়া হয়।

সতু। না ডাক্তারবাবু—লোকগুলো ঘর ছেড়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলুন?

গণেশ। তা কি আর আমি জানি না? কিন্তু এই গলিতে থেকেও তো কেউ থাকতে পারবে না! এইসব ঘরগুলোয় রোদ আলোর উঁকি নেই। কাজেই অসুখ-বিসুখের পোকামাকড়গুলো বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুপটি মেরে থাকে। ওই শ্যামসুন্দরের কথাটাই একবার ভাবো না—

সতু। কি হোয়েছে সুন্দরদার?

গণেশ। এখনও ব্যাপারটা চাপা আছে। কিন্তু চাপা থাকবার ব্যাপার নয়। বাবা, নিজের মেজাজ মত শরীরকে চালাবার চেষ্টা—শরীর ছেড়ে কথা কইবে কেন, ব'ল?

সতু। সুন্দরদাকে কতোদিন বলেছি—অত চা-বিড়ি আর দিনরাত একটানা মেশিন চালানো একটু থামাও···

গণেশ। তা কি করে থামাবে? শ্যামসুন্দরের কল থামালে আর দুটি কলও যে থামাতে হয়। বুড়িমা আর বিধবা বোন রয়েছে তার···

[দরজা খুলিয়া সীমা বাহির হইয়া আসিল। হাতে থার্মোমিটার।]

সীমা। বাবা, তোমার থার্মোমিটারটা নিয়ে যাচ্ছি।

গণেশ। ভারী ভাল কাজ ক'রছ! মাষ্টারের জ্বরটা এখন কত, সেটা একবার যদি—

সীমা। তোমাকে জানিয়ে কি হ'বে? তুমি তো আর যাবে না?

[দোতলা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গেল।]

সতু। আপনি যাবেন না ডাক্তারবাবু?

গণেশ। এঁ্যা! আমার তো যাবার ইচ্ছে ভয়ানক হোচ্ছে। কিন্তু কি যেন একটা পায়ে জড়িয়ে ধরছে বাবা, পারছি না।

সতু। আপনাকে যে আমি ডাকতে এসেছি···

গণেশ। তুমি না এলে কি আমি যেতাম না সতু? যে লোকটা আমায় সারাজীবন ভুগিয়ে মারল, আজ সে ভুগতে আরম্ভ করেছে, আর আমি ডাক্তার হ'য়ে কখনো না গিয়ে পারি···

সতু। তবে চলুন···

গণেশ। আহা, যেতে পাচ্ছি কোথায়? সেই সন্ধ্যে থেকে একবার খালি দু'পা এগোচ্ছি, আর তিন পা পেছোচ্ছি। আমায় কে যেন একবার মাষ্টারের ঘরের দিকে টানছে, আবার তক্ষুনি আমার ঘরের দিকে টেনে আনছে।

[দু'একবার পায়চারি করিয়া হঠাৎ আবার থামিয়া গেল।]

গণেশ। আমার যে আজ তিন চারদিন ধ'রে কি যন্ত্রণা—তা ভেতরটা খুলে না দেখালে বুঝতে পারবে না। আচ্ছা—একটা বুড়োমানুষকে নিয়ে এমনি নির্দ্দয়ভাবে টানাটানি—ভাল কি সতু? তুমিই ব'লত বাবা?

সতু। টানাটানি করছে কারা?

গণেশ। আর কারা? তুমি ছেলেমানুষ, তোমায় আর কি ব'লব বাবা সেই দুঃখের কথা! একদিকে ধরো, আমি যখন ডাক্তার—রুগীরা আমায় টানবেই—কেমন?

সতু। আর একদিকে কে টানছে?

গণেশ। আবার কে? জগতের মধ্যে সবচেয়ে অবুঝ লোকটি—তোমার মাসীমা...

সতু। মাসীমা? কি করেছেন মাসীমা...

গণেশ। আর করতে কিছু বাকী রাখেনি। রাগলে তো রণচণ্ডী—জ্ঞান-গম্যি থাকে না—জানোত সব? সেদিন হঠাৎ মাথায়, হাতুড়ী বসিয়ে দেওয়ার মত দড়াম ক'রে দিয়ে বসলেন এক মারাত্মক দিব্যি...

সতু। দিব্যি?

গণেশ। হ্যাঁ দিব্যি দিয়ে বসলেন—সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দিলেন একেবারে মাটিতে বসিয়ে...

সতু। কেন দিব্যি দিলেন কেন?

গণেশ। সেইটারই তো কোন মানে নেই। বলে, ডাক্তারীতে নাকি সংসার চ'লে না! আরে এ্যাদ্দিন চলল কি ক'রে? আমার রুগীরাই তো চালিয়েছে। দিনকাল খারাপ পড়েছে,—তাই না হয় তারা একটু দিতে দেরী ক'রছে। তার জন্যে দিব্যি?

সতু। আপনি দিব্যিটিব্যি মানেন নাকি মেসোমশায়?

গণেশ। না মেনে তো পারি না সতু। তার ওপর ধরোঁ, এটা একেবারে জীবনের দিব্যি। লাইফ্ নিয়ে তো আর ছেলেমানুষী করতে পারি না?

সতু। তাবলে ওসব আপনি মানবেন কেন? রাগের সময় অমন অনেক কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আপনাকে যেতেই হ'বে। মাষ্টার-মশাইয়ের নইলে চিকিৎসা হ'বে না।

গণেশ। সে-কথা শোনামাত্র আমিতো পা বাড়িয়ে আছি। কিন্তু কে যেন চেপে ধরছে বাবা। তোমার মাসীমার শরীরটাও ভাল নয়ত। কোথা থেকে কখন কি হোয়ে যায়—তা কে বলতে পারে! দেখ বারক্ষণ না দেখে, এইসব ধুম-দাম কথা বলা কিন্তু—যত তোমার মাসী-পিসী খুড়ীদের ভারী বিদিকিচ্ছিরি বদ্-অভ্যেস…

সতু। আপনি তাহ'লে মাষ্টারমশাইকে দেখতে যাবেন না মেসোমশাই?

গণেশ। এ কথাও কি আমি বলেছি সতু 'যাব না'? যত নষ্টের মূল তো তোমার ওই মাসীমা।

[দরজার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াই স্তম্ভিত হইয়া যায়। অসুস্থ করুণাময়ী বিছানা ছাড়িয়া কখন উঠিয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় এখনি হয়ত মাটিতে লুটাইয়া পড়িবে। তাহার দেহ কাঁপিতেছে—কণ্ঠস্বরও কাঁপিতেছে।]

করুণাময়ী। এই ব্যাগটা, তোমার মেসোমশাইকে দাওতো, বাবা সতু!

গণেশ। একি! একি—অত জ্বর নিয়ে উঠে এসেছ কেন, এঁ্যা! পড়ে যাবে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে যে ··

করুণাময়ী। আমি তো মরতে বসেছি, একদিন মরে যাবোই। কিন্তু তারপর যে তুমি ব'লবে, আমার জন্যে তুমি রুগী দেখতে পাওনি, ডাক্তারী করতে পাওনি—মরেও আমার তা সহ্য হ'বে না—সহ্য হ'বে না।

[উদ্গত কান্না চাপিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

তেরো ॥

[বলরামের ঘর। খাটিয়ার উপর হইতে বলরাম উঠিয়া দাঁড়াইল। ছবি, সীমা ও শ্যামসুন্দর তাহাকে উঠিতে দেখিয়া বিচলিত হইল। তাহাদের মধ্যে কাহারও হাতে পাখা, কাহারও হাতে থার্মোমিটার, কাহারও হাতে জলের গেলাস। অসুস্থ বলরামকে বোধ হয় এতক্ষণ তাহারা সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিল। কিন্তু বিছানায় শুইয়া সেবা লইতে বলরাম মোটেই রাজী নহে।]

বলরাম। না-না ইডিয়েট। মরেও আমার তা সহ্য হ'বে না। আমার চোখের সামনে সব ভেঙ্গে যাচ্ছে সব নিভে যাচ্ছে! দেখছিস, সবাই একে-একে চলে যাচ্ছে! আর আমি চুপ ক'রে বিছানায় পড়ে থাকবো? আমি যে চেষ্টা করেও তা পারি না।

সীমা। অসুখের সময় শুয়ে না থাকলে চলবে কেন?

শ্যামসুন্দর। সত্যি মাষ্টারমশাই, জ্বরটা আপনার খুব বেশী হ'য়েছে…

বলরাম। বেশীই হোক, আর কমই হোক; তাতে তোদের অত মাথাব্যথা কেনরে সব ইডিয়েট ননসেন্সের দল? তোরা যা তোদের নিজের কাজে, আমি এখন বেরুবো।

সীমা। এতরাতে জ্বর নিয়ে বেরোবেন?

শ্যামসুন্দর। না-না—সেটা মোটেই ভাল হবে না মাষ্টারমশাই!

সীমা। আমি তাহ'লে সতুকে পাঠিয়ে দিই। সে না হ'লে কেউ সামলাতে পারবে না।

[সীমা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। বলরাম ঘরময় ঘুরিতে ছিল।]

ছবি। এখন আবার কোথায় যাবেন মাষ্টারমশাই?

বলরাম। যাব ঐ ইডিয়েট মিহির আর ননসেন্স সোমটার কাছে। হতভাগাদের একবার জিজ্ঞেস কর'ব—বলরাম মাষ্টার কি সারাজীবন

শুধু রাখালের কাজ ক'রে এসেছে ? এতকাল ধ'রে যে গরু-ভেড়াগুলোকে সে চরিয়ে এল, তার মধ্যে কি একটাও মানুষ ছিল না, একটাও না…

[বলরামের কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়ে। সে আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারে না।]

ছবি। একথা কেন বলছেন ? তাদের কি দোষ ?

বলরাম। আমার কাছে তুই লুকোবি ছবি? আমি মাষ্টার, ছাত্রদের চোখের দিকে তাকিয়েই আমি ধরে ফেলি, কে দোষ করেছে আর কে দোষ করেনি। আমার চোখ-কানকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে—এমন ছেলে-মেয়ে ভূ-ভারতে নেই। আমি সব জানি—মিহির তোকে অপমান করেছে—সোমটাকে যা তা ব'লে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর সোম—

ছবি। সোম-দা কি ক'রেছে ?

বলরাম। ইডিয়েটটা তরংগকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। আমি যদি সেখানে থাকতাম ছবি হতভাগার কান ধ'রে এ গলি থেকে বের ক'রে দিয়ে আসতাম। অন্ধকারে বাস করে, চোখদুটোও তার অন্ধ হ'য়ে গেছে।

শ্যামসুন্দর। তার জন্যে আপনি ভাববেন না মাষ্টারমশাই। সব আবার ঠিক হ'য়ে যাবে—

বলরাম। তুই থাম সুন্দর ! পরের কথায় যারা নাচে সেই বাঁদরগুলোকে আমি একবার দেখতে চাই।

ছবি। আপনি তাদের মাপ করুন মাষ্টারমশাই। তারা আবার তাদের ভুল বুঝতে পারবে।

বলরাম। তারা কবে বুঝতে পারবে তার অপেক্ষায় আমি বসে থাকতে পারি না ছবি। আমি তাদের বুঝিয়ে তবে ছাড়বো। মিহির কোথায় ?

ছবি। অফিসে বেরিয়েছেন। আজ থেকে নাইট ডিউটি পড়েছে।

বলরাম। আর সোম? হনুমান হালদারের আড্ডায় গিয়ে জুটেছে নিশ্চয়। দেখি একবার—

[দরজার দিকে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর। ছবি আসিয়া সামনে দাঁড়ায়।]

ছবি। আপনি যাবেন না। আমি কাউকে । । সোমদাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

বলরাম। না-না ডেকে পাঠালে ইডিয়েটটা আসবে না।

ছবি। এত সাহস তার হ'বে না। আপনি একটু স্থির হোন। আমি আস্‌ছি।

[ছবি চলিয়া গেল।]

শ্যামসুন্দর। আপনার এখন একটু শুয়ে থাকা দরকার। এত জ্বর নিয়ে ঘোরা-ফেরা করছেন—এখুনি হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন।

[বলরাম শ্যামসুন্দরের মুখের দিকে একবার তাকাইল। তারপর খাটিয়ার উপর আসিয়া বসিল।]

বলরাম। অসুখ আমার একটু করেছে, সুন্দর! এখন যেন তাই মনে হ'চ্ছে।

শ্যামসুন্দর। একটু নয় বেশ শক্ত রকমের একটা কিছু বাধিয়েছেন। আপনাকে বেশ ভোগাবে—

বলরাম। তা ভোগাক—তার জন্যে তোকে ভাবতে হ'বে না। তোর ওপর একটা কাজের ভার দিচ্ছি, সেটা আগে কর।

শ্যামসুন্দর। বেশ তো, কি কাজ বলে ফেলুন না। আপনার জামাটামা কিছু করতে হবে নাকি?

বলরাম। ফুল! আমার জামা করা ছাড়া আর যেন পৃথিবীতে কোন কাজ নেই?

শ্যামসুন্দর। তবে।

বলরাম। তোকে বিয়ে করতে হ'বে…

শ্যামসুন্দর। এঁ্যা—

বলরাম। হঁ্যা—আমি যদি ভাল হ'য়ে উঠি তো ভাল—নয়ত', তুই নিজেই যোগাড়-টোগাড় ক'রে ডাক্তারদার মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেলিস…

শ্যামসুন্দর। সীম…

[শ্যামসুন্দর আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার চোখ মুখ বিষন্নতায় ভরিয়া গেল।]

বলরাম। হঁ্যা, ডাক্তারদার অবস্থা তো দেখছিস। খেয়ালের মাথায় ডাক্তারখানা করতে গিয়ে একগাদা টাকা জলে দিল—আর খানিকটা পণ্ডশ্রম হোল। ও মানুষ যে কোনদিন নিজে মেয়েটার বিয়ে দিতে পারবে, মনেই হয় না। আমার কথা যদি না রাখিস সুন্দর, তাহ'লে কোনদিন আমি তোর মুখদর্শন করব না।

[শ্যামসুন্দরকে দেখিলে মনে হয় তাহার গলায় যেন কিছু আটকাইয়া গিয়াছে। সে জোর করিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিল।]

শ্যামসুন্দর। আপনার কথা রাখবার জন্য আমি খুব চেষ্টা করতাম মাষ্টারমশাই—তবে—

বলরাম। তবে কি?

শ্যামসুন্দর। এত দেরিতে বললেন মাষ্টারমশাই?

বলরাম। কেন রে ইডিয়েট! এর মধ্যে বে-থা সেরে ফেলেছিস নাকি?

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে না—

বলরাম। বয়েসও তো খুব বেশী হয়নি তোর…

শ্যামসুন্দর। বাইশ।

বলরাম। তবে আবার দেরি কিসের?

শ্যামসুন্দর। তবুও অনেক দেরি হ'য়েছে মাষ্টারমশাই—অনেক দেরি হ'য়েছে।

বলরাম। দেরিটা কোথায় হোল, সেটা আগে বল। কি হোয়েছে তোর—

শ্যামসুন্দর। না-না, কিছু হয়নি। তবে, ডাক্তারবাবু সেদিন বলছিলেন…

বলরাম। কি বলছিলেন?

শ্যামসুন্দর। আমার বুকের মধ্যে, বিরাট একটা কাণ্ডকারখানা নাকি চাপা আছে! শীগগিরই একদিন সেটা হয়ত' বেরিয়ে পড়বে। আর সেটা বড় ভয়ানক ব্যাপার।

[বলরাম শ্যামসুন্দরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। তাহার চোখদুটিও যেন সজল হইয়া ওঠে।]

বলরাম। ও। বাইশবছরেই বুকের মধ্যে কাণ্ডকারখানা ক'রে বসে আছিস? তুই যে দেখছি, সবচেয়ে বড় হতভাগারে ইডিয়েট।

শ্যামসুন্দর। কি করব? আমার বুকের ওপর যে চেপে বসে আছে ওই বুড়ী-মা আর বিধবা-বোন। তাদের তো আর ফেলতে পারি না। চোখ-কান বুজে তাই মেশিন চালিয়ে যাই। জানেন তো, আমাদের কাজ—যত খাটবো ততই পয়সা…

বলরাম। চুপ কর—চুপ কর, ভুত কোথাকার। যত খাটব তত পয়সা? হতভাগা বেঁচে থাকবি বলে খাটতে গেলি, আর খেটে খেটেই মরে গেলি।

শ্যামসুন্দর। আপনি ভাববেন না। যেখানেই থাকি, সীমের বিয়ে আমরা সবাই মিলে দিয়ে ফেলতে পারব। আর জামাকাপড়টার ভার না হয় আমি নেব।

বলরাম। শাট আপ, ইউ ফুল! শাট আপ। তুই ভার নেবার কে?
হতভাগা বলরাম মাষ্টারের চোখের জল দেখতে এসেছ—সবাই মিলে আমাকে কাঁদাতে চাও? তা হ'বে না—হ'বে না ননসেন্স্। তোমরা সব পার—হিমালয় ভেঙ্গে কোনদিন গুঁড়িয়ে দিতে পারবে না।

সতু। মাষ্টারমশাই! অমন করবেন না। শুয়ে পড়ুন…

বলরাম। আমি পারছি না সতু—আমি চেষ্টা করেও পারছি না। চারদিকের দেয়ালগুলো বাতাস আটকে রেখেছে—সব আলো নিভে যাচ্ছে—সবাই চলে যাচ্ছে—আর আমি একা এই অন্ধকারে—এই অন্ধকারে, নিঃশ্বাস আমার আটকে আসছে—আমি আর পারছি না। আমায় তোরা ছেড়ে দে—আমি চলে যাই…

সতু। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

শ্যামসুন্দর। ডাক্তারবাবু কোথায়?

সতু। ওই তো, দোরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

[সকলের দৃষ্টি পড়িল বারান্দায় শঙ্কিত গণেশের দিকে। সে ব্যাগটি হাতে লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।]

বলরাম। এই ডাক্তার-দা! ভেতরে এস…ভেতরে এস শীগগির…

গণেশ। আমি কিছু করিনি বলরাম। গগন, তারাপদ তোমার নামে বদনাম ক'রেছে। আমি ওদের একটি কথাও বলিনি—ওদের একটি কথাও আমি বিশ্বাস করিনি। ন্যাপলার মা, হলধরবাবু চলে গেছে, কিন্তু বাসুদেবকে ডেকে তুমি জিজ্ঞেস ক'রো—আর সাক্ষী আছে এই শ্যামসুন্দর আর সতু। আমার কোন দোষ নেই।

[গণেশ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

বলরাম। দোষ? আমি কারোর দোষ দিই না। এ শুধু অন্ধকারের দোষ। সারাজীবন আমি সেই অন্ধকারের পেছনে তাড়া ক'রে বেরিয়েছি, কিন্তু মিথ্যে—মিথ্যে আমার চেষ্টা—

গণেশ। ওইভাবে কথা বোল না বলরাম। আমার বড় ভয় ক'রে···

সতু। ডাক্তারবাবু!

গনেশ। বাবা সতু! আমার পনের বছরের প্র্যাকটিশ—রোগী চিনতে আমার কখনও ভুল হয় না। তোমাদের মাষ্টারমশায়ের জীবন সংশয়—তবু আমি চেষ্টা করব। কিন্তু বলরাম, ঠাণ্ডা মাথায় ওইসব মিষ্টিকথা আর বোল না। ওসব তোমার সাজে না।

শ্যামসুন্দর। এসব কি বলছেন ডাক্তারবাবু

গণেশ। তুমি ছেলেমানুষ, এসব বুঝবে না শ্যামসুন্দর। হেরিংসাহেব কি বলে গেছেন জান? চিকিৎসাটা রোগের করলে চলবে না। চিকিৎসা করতে হ'বে রুগীর। রোগী দেখেই আমি বলছি, মাষ্টারের মন যেদিন ভাঙ্গবে সেদিন তার শেষ···

[শিশিরকে লইয়া বাসুদেব প্রবেশ করিল।]

বাসুদেব। [বারন্দায়] হ্যাঁ—হ্যাঁ—আজ তোমার শেষ—চলে আয় শয়তান।

সতু। ও কে?

বাসুদেব। [ভেতর থেকে] দেখতো মাষ্টার! এ ছোকরাকে তুমি চেনো?

গণেশ। এ—এ তো শিশির—

শ্যামসুন্দর। জোচ্চোর! এক নম্বরের জোচ্চোর। আমি একে চিনি মাষ্টারমশাই···

বলরাম। তুই থাম সুন্দর। হুঁ! তোমাকে না আমি এ গলিতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছিলাম? এত রাতে এখানে কি করতে এসেছিলে?

বাসুদেব। একা নয়গো, আর একটা ষণ্ডামার্ক-গোছের লোক সংগে ছিল। গলির ভেতর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দুজনে ফিস-ফিসিয়ে কথা কইছিল। আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনে যেটুকু বুঝলাম, তাতে মনে হয় কোন বদ মতলব আঁটছিল। সেই ষণ্ডামার্ক সরে পড়েছে।

বলরাম। এ গলিতে কেন এসেছিলে, জবাব দাও।

বাসুদেব। ভালোয়-ভালোয় বলে ফেল শয়তান! নইলে গায়ের ছাল-চামড়া তোমার—খুলে নেব।

সন্তু। বলুন আপনি কি বলতে চান? আপনার কোন ভয় নেই।

শিশির। এখন আর বলে লাভ কি বলুন। আপনারা তো ধরেই নিয়েছেন—আমার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল।

বলরাম। কি উদ্দেশ্য সেইটাই জানতে চাইছি।

বাসুদেব। আরে বাবা, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। সে লোকই নয়। চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না মাষ্টার! দু'ঘা দাও সব বেরিয়ে পড়বে। আমাকে ছেড়ে দাও—আমি সব বের করে দিচ্ছি।

সন্তু। আহা, তুমি থামো বাসুদেব কাকা। উনি বলছেন…

শিশির। দেখুন, আমাকে আজ বাগে পেয়েছেন, মারধোর করবেন, তা জানি। কিন্তু তাতে আমি যা করতে এসেছিলাম, সেটা বন্ধ হ'বে না। আপনাদের পাড়ার হালদার-দা লোকটার থেকে একটু সাবধানে থাকবেন।

গণেশ। হরনাথবাবু।

বলরাম। তুমি তাহ'লে হনুমান হালদারের লোক?

বাসুদেব। চক্কোর—চক্কোর, বুঝলে ডাক্তার! সেদিন বলেছিলাম না—

গণেশ। হুঁ বাসুদেব, ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল মনে হচ্ছে।

বাসুদেব। এই—কি করতে এসেছিলে, বল শীগ্‌গির···

শিশির। আহা, বলছি—বলছি জামাটা ছেড়ে দাও। ওই হালদার-বা আমাকে বলেছিল, বলাই মাষ্টারকে যদি ভালরকম জখম করতে পারি, তাহ'লে আমায় কতকগুলো টাকা দেবে। আজ সন্ধ্যেবেলায় আপনাকে পেছন থেকে যে ধাক্কাটা দিয়েছিলাম, তাতেই কাজ মিটে যেত···তবে খুব বেঁচে গেছেন···

গণেশ। ওরে বাবা, এ যে সাংঘাতিক ছেলে।

শ্যামসুন্দর। গুণ্ডা—গুণ্ডা—ওকে পুলিশে দিন মাষ্টারমশাই।

বাসুদেব। না—না, আমি নিজের হাতেই ব্যাটাকে সিধে করছি।

শিশির। আহা! আমি তো সব খুলেই বলে ফেল্লুম, আবার কেন ধরছেন! ও মাষ্টারমশাই, বিশ্বাস করুন—বেকার লোক, কাজকর্ম্ম নেই—পয়সা কড়ির অভাব—কয়েকটা টাকার জন্যেই না হয়—আর আপনার খুব লাগে নি তো—

বাসুদেব। চল—চল! বাইরে চল। ওসব ন্যাকামো ঢের শুনেছি।

শিশির। শুনছেন, ও মাষ্টারমশাই! আমায় নিয়ে কেন আর এসব ঝঞ্ঝাট হাংগামা করছেন? এবারের মত না হয় ছেড়েই দিলেন। আমি আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে যাব, আর কোনদিন ভুলেও এদিকের রাস্তায় হাঁটবো না। আমি জানতুম না, গলিটা এমন এঁ্যাকা-বাঁকা-ও মাষ্টারমশাই···

বলরাম। ওকে ছেড়ে দাও বাসুদেব—

বাসুদেব। না—না, ছেড়ে দোব কেন?

বলরাম। আমি বলছি, তুমি ওকে ছেড়ে দাও।

[শিশির পলাইয়া বাঁচিল।]

বাসুদেব। এটা কি ভাল হোল মাষ্টার?

বলরাম। ও বেচারাকে মার-ধোর ক'রেই কি তুমি সব মিটিয়ে ফেলতে
বাসুদেব। তার চেয়ে আমিই এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই। তোমরা যাওয়ার আগে চলে যাই।

গণেশ। দুদিন পরেই তো সবাই যাবে। এই অবস্থায় আবার কোথায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরবে—চোখে-মুখে জল দেবারও একটা জুটবে না…

[ছবি আবার ঘরের মধ্যে আসিল।]

ছবি। বাবা অনেক রাত হ'য়েছে। মাষ্টারমশাইকে ওষুধপত্র দিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ী যাও।

[গণেশ ওষুধ তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত। সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল যে সে এখনি যাইবে।]

বলরাম। সোমকে আনতে পারলি না তো ছবি?

ছবি। অনেক ক'রে বোঝালাম, কিছুতেই আসতে চাইল না। বল্লে মাষ্টারমশায়ের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

বলরাম। ওঃ—তার মুখ দেখবার জন্যে আমি যেন একেবারে হা-পিত্যেশ ক'রে বসে আছি! বলে দিও ডাক্তার-দা—বলে দিও—সেই অন্ধকারের প্যাঁচাটাকে। বউকে যদি সে ঘরে না নেয়, তার থাকার জায়গার অভাব হবে না। বলরাম মাষ্টার এখনও সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গণেশ। এ্যা-এ্যা-এ্যাই—এই সব বল মাষ্টার যে মনে ভরসা পাই। এই রকম হাত-পা ছুড়ে, কড়া মেজাজে তুমি কথা বলবে। চেঁচিয়ে উঠে লোককে তেড়ে যাবে, যা তোমার স্বভাব…

ছবি। বাবা! সীমু তোমার জন্যে বসে আছে।

[সতুর কাছে আসিয়া ওষুধের মোড়কগুলি দিল। তাহার পর তাহার সহিত অস্ফুট কণ্ঠে কথা বলিতে লাগিল।]

গণেশ। তুমি তো আজ রাতটা এখানে থাকছ বাবা সতু। ওষুধগুলো যেন চার ঘণ্টা অন্তর ঠিক পড়ে। দরকার বুঝলেই ডেকে পাঠাবে। আমার তো সারারাত ঘুম হবে না কি না!

[তাহার পর বাসুদেবের কাছে গিয়া দাঁড়ায়।]

গণেশ। চল বাসুদেব! আমরা যাই!

বলরাম। ডাক্তার-দা!

[গণেশ থামিয়া বাসুদেবের দিকে চাহিল। কিন্তু সে ও শ্যামসুন্দর তখন বাহির হইয়া গিয়াছে।]

গণেশ। মাটি করেছে।

[বলরামের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

গণেশ। আমায় কিছু বলতে চাও বলরাম!

বলরাম। তোমরা কবে চলে যাচ্ছ…

[গণেশ কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। সে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়ে।]

গণেশ। সে কথা এখন থাক না—

বলরাম। না—না—আর কেউ না হোক, আমি তোমার কাছে শুধু জানতে চাই, জীবনের অর্ধেক যেখানে কাটিয়ে দিলে, আজ এত সহজে সব ছেড়ে যেতে তোমাদের মনে দুঃখ হবে না!

গণেশ। মনে কি হচ্ছে, তা কেমন করে জানাব বলরাম! কিন্তু চেষ্টা করেও তো পারি নি। তুমিও পারবে না…

বলরাম। কেন পারব না—কেন—

গণেশ। যা চলে যাবে, তাকে কেউ ধরে রাখতে পারে? যা আসবে তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে? কেউ পারে না!

[ধীরে চলিয়া গেল। বলরাম শূণ্য দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।]

সতু। এবার শুয়ে পড়ুন মাষ্টারমশাই। রাত অনেক হ'য়েছে।

বলরাম। আমায় এখন শোয়াবার চেষ্টা করিস নি সতু? দেখছিস না—ভয় দেখাবার কত ব্যবস্থা হ'চ্ছে। ভয় আর মিথ্যে দিয়ে গলিটাকে আরও অন্ধকার ক'রে দিচ্ছে—সব আলো নিভিয়ে দিচ্ছে—সমস্ত ঘরগুলো খালি হ'য়ে যাচ্ছে—চারদিক ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে! ঘর ছেড়ে, এত মানুষ পথে বেরিয়ে পড়ল…

[সহসা বারন্দায় কাহাকে দেখিয়া থামিয়া গেল।]

বলরাম। দোরের পাশে কে?

সতু। দেখতো ছবি-দি।

[ছবি উঠিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।]

ছবি। একি তরং—ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?

বলরাম। ভেতরে আয়—ভেতরে আয় গবেট মেয়ে কোথাকার।

[তরংগ সন্ত্রস্ত পদে ঘরে আসিল।]

তরংগ। সতুর আসতে দেরী হ'চ্ছে দেখে, ডাকতে এলাম। আমরা কাল চলে যাব, মাষ্টারমশাই…

বলরাম। চলে যাবি? তবে এখানে এসেছিস কেন?

তরংগ। আপনার বারণ আমি অমান্য করিনি! আমি তো সেই থেকে আর কোনদিন আসিনি। শুধু সতুর জন্যে আসতে হোল।

সতু। আমায় এখানে থাকতে হবে। মাষ্টারমশাইকে ফেলে রেখে কোথায় যাব…

ছবি। আমি যাই মাষ্টারমশাই। মনে ছিল না—ঘরের দরজাটা হাট ক'রে খুলে এসেছি। ঘরে কেউ নেই—

বলরাম। চোখের জল মুছে ফেল গবেট মেয়ে কোথাকার। চোখের জল মুছে ফেল। আর কিছু শেখনি—খালি কথায়, কথায় কাঁদতে শিখেছ। আর সে হতভাগা কোথায়—সেই অন্ধকারের প্যাঁচা…

তরংগ। ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে আছে…সন্ধ্যে থেকে আজ কি যে হ'য়েছে…

বলরাম। কান ধ'রে নিয়ে আসতে পারলি না ইডিয়েটটাকে। নাঃ, তোদের দ্বারা কিচ্ছু হ'বে না। আমিই যাচ্ছি…

[তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই সতু ধরিয়া ফেলিল।]

সতু। মাষ্টারমশাই! এমন ভাবে বাইরে ছুটে যাবেন না।

বলরাম। না—না—বাইরে আমায় যেতেই হবে সতু—এখনও যারা আছে, তাদের ধরে রাখতে হবে।

সতু। কিন্তু, রাত যে অনেক হোয়েছে। বাইরে ভয়ানক অন্ধকার।

[বলরামের চোখের সামনে সেই অন্ধকার যেন স্পষ্ট ফুটিয়া ওঠে।]

বলরাম। অন্ধকার—যতদূর দেখছি শুধু অন্ধকার—আর তার মাঝখানে ছোট-ছোট আগুনের কণা। সতু মানুষের তৈরী এই অন্ধকার—কোনদিন যেন বিশ্বাস করিসনি—কোনদিন যেন ভয় করিসনি—কখনও যেন তার কাছে মাথা নীচু করিসনি। চেয়ে দেখিস্—ওই ছোট-ছোট আগুনের কণা—ওদের জ্বালিয়ে রাখতে হবে সতু—ওদের জ্বালিয়ে রাখতে হ'বে…

[তরংগ ও সতু অবাক হইয়া দেখে শেষ পর্য্যন্ত মাষ্টারমশাইয়ের চোখ হইতেও অশ্রুর ধারা নামিয়াছে। ইহা বোধহয় তাহারা আজ প্রথম দেখিল।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ চৌদ্দ ॥

[মিহিরের ঘরখানি অন্ধকার। একপাশে একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকণা। কে যেন চুপ করিয়া বসিয়া সিগারেটে টানিতেছে। অস্পষ্ট ছায়া মূর্তি। ছবি দ্রুত ঘরে ঢুকিল। খোলা দরজাটা সে বন্ধ করিতেছিল, কিন্তু খিল লাগাইবার আগে সে চমকাইয়া উঠিল।]

ছবি। কে?

হরনাথ। এমন ঘরের দোর হাট ক'রে চলে যেতে আছে?

ছবি। কে আপনি এতরাতে?

হরনাথ। আমি না হ'য়ে অন্যলোক ঢুকে বসে থাকলে ভাল হ'ত নাকি? একটা লোককে দেখলাম, ঘরের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেমন সন্দেহ হোল—তাই ছুটে এলাম।

ছবি। আমি মাষ্টারমশায়ের অসুখ শুনে তাড়াতাড়ি চলে গেছলাম—তাই…

[ছবির কণ্ঠ যেন শুকাইয়া গিয়াছে।]

হরনাথ। ঘরে শেকল লাগাবার কথাটা মনে ছিল না?

ছবি। আলোটা নিভে গেছে বুঝি? কোথায় গেল হ্যারিকেনটা?

হরনাথ। এখন আর হ্যারিকেন কি হ'বে? লোকটা কিছুই নিতে পারিনি। আমি এসে পড়ায় আগেই বুঝতে পেরে পালিয়েছে।

ছবি। অন্ধকারে বড্ড ভয় করছে। আমি এখুনি মার কাছে চলে যাব।

হরনাথ। এখুনি চলে যাবে? আমি এতক্ষণ তোমার ঘর আগলে বসে রইলাম—আমার সঙ্গে দুটো কথাও কইবে না?

[হরনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।]

ছবি। আমায় আলো জ্বালতে দিন—সরে যান।

হরনাথ। আবার আলো কেন? এই অন্ধকারে তুমি তো হীরের মত জ্বলছ।

ছবি। আপনি কি মতলবে—কি মতলবে এসেছেন, আমার ঘরে, এমন ক'রে…

হরনাথ। এমন ক'রে আসতে হোত না ছবি—যদি তোমাদের স্কাউণ্ড্রেল মাষ্টারটা না সব ভেস্তে দিত। সোজা পথে তোমাকে পেতে দেয়নি—

ছবি। এতখানি সাহস আপনার! শীগগির চলে যান—এখুনি বেরিয়ে যান—নইলে—নইলে আমি—

হরনাথ। জানি, চেঁচিয়ে উঠে লোক জড়ো করতে পারো।

ছবি। আপনি কি মনে করেছেন—এ গলিতে মানুষ নেই?

হরনাথ। কোথায় মানুষ? সব তো আস্তে-আস্তে সরে যাচ্ছে। আর এ-গলির মানুষকে আমি তোমার থেকে অনেক বেশী চিনি। আর আমাকেও অনেকে চেনে। তবে আমার চেয়ে তোমার অপবাদটা বেশী ক্ষতি করবে। তার চেয়ে চুপি চুপি—

[হরনাথ ছবির দিকে অগ্রসর হইল। ছবি দূরে সরিয়া যাইতে দেওয়ালে বাধা পায়।]

ছবি। না-না এ ঘর থেকে চলে যান—চলে যান।

হরনাথ। মিথ্যে চেঁচামেচি ক'রে নিজের অমঙ্গল তুমি ডেকে আন্‌ছ। কাল সকালের কথাটা একবার ভাবো। তোমার ঘরে আজ আমায় যারা দেখে যাবে—তারা কখনই চুপ ক'রে থাকবে না। তোমার বাবার মুখ পুড়বে, আর তোমার স্বামী—

ছবি। কি সর্ব্বনেশে লোক আপনি!

হরনাথ। সর্ব্বনেশে লোক! হীরের টুকরো, এই কয়লাখাদে আর কতদিন পড়ে থাকবে? তাকে কি তুলে এনে হাতে পাবার সাধ কি কোন-দিন মিটবে না?

ছবি। চলে যান—এখান থেকে চলে যান। নইলে আপনার ভাল হবে না, কিছুতেই ভাল হবে না…

হরনাথ। আমি ভাল চাই, না। এই গলিটার অন্ধকার রোজ রাতে আমায় ডেকে আনে। সে শুধু এই…

[ছবির হাত চাপিয়া ধরিল। ছবি প্রাণপণে বজ্রমুষ্টির কবল হইতে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করে।]

ছবি। ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন আমায়—

[প্রচণ্ড শব্দে ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হইল। হরনাথ দরজার দিকে তাকাইয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। চোখের সামনে মূর্তিমান মৃত্যুদূতের মত যে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে সেইভাবে সে কোনদিন দেখে নাই।

দরজার দুই দিকে দুই বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়া সোমনাথ তাহার অগ্নিময় দৃষ্টি হরনাথের দিকে নিবদ্ধ রাখিয়াছে। শুধু চোখ নহে—তার সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ছবি চীৎকার করিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল।]

ছবি। সোম-দা, আমায় বাঁচাও—আমায় মায়ের কাছে পৌঁছে দাও! মা—ওমা—মাগো…

[সোমনাথের চোখ হরনাথের উপর আটকাইয়া গিয়াছে। ছবির দিকে তাকাইল না। শুধু দরজা হইতে একখানি হাত খসিয়া পড়িল। সেই পাশ দিয়া ছবি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। হরনাথ কি করিবে, ঠিক করিতে পারিতেছিল না। শিকারীর জালে আবদ্ধ জন্তুর মত ছটফট করিতেছিল। একবার দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই সোমনাথ আবার তাহার হাত দরজার উপর তুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল হরনাথ!]

হরনাথ। এই—এই সোম, কি—কি করবি তুই—কি করবি! দোর ছেড়ে দে—দরজা আটকে আছিস যে, এঁ্যা! অমন করে চাইছিস কেন? না--ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—। খবরদার, কাছে আসিস না—আমার কাছে আসিস না। আমায় মারবি নাকি? না—আসব না—আর কোনদিন আসব না। মারিস না—আমায় মারিস না! আমি তাহ'লে সবাইকে ডাকব—ভাবছিস গলিতে কেউ নেই! এখনও দু'চারজন আছে—তাদের ডাকব। (অস্ফুট কণ্ঠে) আমি এখনি চীৎকার করে উঠব—এখনি সবাই ছুটে আসবে। খবরদার, আর এক পা এগোস নি। কাছে আসিস না—মারিস না, আমায় মারিস না—খুন করিস না—না—ওহো-হো……

[সোমনাথ কলের পুতুলের মত হরনাথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনে হয় কে যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। হরনাথ আতঙ্কে পিছন দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার কণ্ঠে যেন কথা আটকাইয়া যাইতেছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে তাহার জীবন লইতে আসিয়াছে কালান্তক যম। তাহার কাতর প্রার্থনা সেই বধির, নির্মম ক্রুদ্ধ মৃত্যু শুনিতেছে না—সে অগ্রসর হইতেছে। ঘরের কোণে টেবিলের পাশে গিয়া পড়িয়া গেল। আর উপায় নাই—সোমনাথ একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। এক মুহূর্তে টেবিলের ওপর হইতে বড়ো পিতলের ফুলদানী সোমনাথ তুলিয়া লইল। সেটিকে শূন্যে উঠাইতেই হরনাথ শেষবার দুই হাত তুলিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মৃত্যুর লক্ষ্য অব্যর্থ। আঘাতের পর আঘাতে অসহায় জন্তুর মতো হরনাথ আর্তনাদ করিয়া উঠিল। অন্তিম আর্তনাদ।]

॥ মঞ্চ ঘুরিয়া গেল ॥

॥ নির্বহণ ॥

[গণেশ ডাক্তারের বাড়ীর সামনে গলি। গভীর রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পথের উপর সোমনাথের রুমালখানা এখনও পড়িয়াছে। দূরে তরংগ দুই হাতে কাণ ঢাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।]

তরংগ। না—না'গো—আর বলো না—আর শুনতে পারব না···

[সে ছুটিয়া আসিয়া রুমালখানার কাছে সহসা থামিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া মনে হয়—সে এইমাত্র এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া যেন ছুটিয়া আসিতেছে। আতঙ্ক ও বেদনায় তাহার চোখ-মুখের ভাব একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।]

তরংগ। এই সব শোনাতে বুঝি অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলে—এই ভয়ের কথা শোনাবার জন্যে বুঝি অপেক্ষা করছিলে···

[দূর হইতে সোমনাথের কণ্ঠ ভাসিয়া আসে। সে স্বপ্নাচ্ছন্ন ব্যক্তির মত ধীরে ধীরে তরংগের দিকে চলিয়া আসিতেছে।

সোমনাথ। বিশ্বাস কর তরং—বিশ্বাস কর। আমি চুপ করে ঘরে বসে ভাবছিলাম—যখন সবাই চলে যাব, তখন এই গলিটা কি একবারও আমাদের কথা ভাববে! এমন সময় কার কান্না ভেসে এল···মনে হোল, কে যেন তোর গলা টিপে ধরেছে—পাগলের মত ছুটে বাহিরে এলাম···তারপর···

[তরংগের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তরংগ তাহার দিকে অশ্রুপূর্ণ চোখ তুলিয়া তাকাইল।]

সোমনাথ। তারপর কোথায় গেছি—কি করেছি—কিছু জানি না। আর আমার কিছুই মনে ছিল না···

তরংগ। কেন—কেন এমন সব্বনেশে কাজ করলে তুমি···

সোমনাথ। সর্ব্বনেশে কাজ? বলিস না অমন কথা—বলিস না! গরীবের বৌ-ঝি বলে তোদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে চলে যাবে,—আমার চোখের সামনে দিয়ে···আর আমি চুপ ক'রে বসে থাকব!

তরংগ। কেন থাকবে? তাহ'লে আমার ভাগ্য যাবে কোথায়?

সোমনাথ। শুধু তুই তরং! কি হোত মেয়েটার—ডাক্তারবাবুরই তো মেয়ে! অনেক তো সয়েছি তরং—তোর নামে বিশ্রী কথা রটিয়েছে—সমস্ত গলির লোকের মন নষ্ট করে দিয়েছে—তাদের ভয় দেখিয়ে জোর করে ঘর ছাড়া করে পথে বের করেছে—আমার নিজের মন, মাথা, বুদ্ধি-শুদ্ধি সব এলোমেলো করে দিয়েছে—মাষ্টার-মশাইএর ওপর পর্য্যন্ত আমার···অনেক সয়েছি তরং! কি করে সয়েছি, তা যদি জানতিস···

তরংগ। ওগো, তুমি পালাও—পালিয়ে যাও। এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে যাও—

সোমনাথ। কোথায় যাব? পালিয়ে কি করে বাঁচব, কতদিন বাঁচব! শাস্তি আমায় নিতেই হবে! কিন্তু উপায় ছিল না তরং—

তরংগ। না—না—এমন বোকামি করো না। রাত পোহালে সবাই জানবে—থানা পুলিস হবে। আর সময় পাবে না! এখুনি পালাও—অনেক দূরে চলে যাও!

সোম। দূরে গিয়েও রেহাই পাব না। ভোর হওয়ার আগে নিজেই থানায় যাব—যা করেছি, সব নিজের মুখে জানাব—

তরংগ। কেন—কেন? তাহ'লে যাওয়ার আগে আমার গলা টিপে শেষ করে রেখে যাও—

[সোমনাথের দু' হাত নিজের গলার ওপর টানিয়া লইল।]

সোমনাথ। দোহাই তোর—কাঁদতে হয়, একটু চুপ করে কাঁদ? এক্ষুনি হয়ত' সবাই জেগে উঠে ছুটে আসবে। মিছে গোলমাল হবে···

তরংগ। না—না—আমি সকলকে ডাকব! মাষ্টারমশাই, ডাক্তার বাবু, সতু—সবাই আসুক—

সোমনাথ। তাহ'লে এক্ষুনি ছুটে চলে যাব! তাই যদি চাস—

[সোমনাথ তরংগের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল। তরংগ কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল সোমনাথ।]

সোমনাথ। আমার সব চেয়ে বড় সাজা তরং! মাষ্টারমশায়ের কথা আমি রাখতে পারলাম না। আর সতু—আমার জন্যে সেও হয়'ত লজ্জা পাবে—

[দরজা খুলিয়া একটু আগে গণেশ ডাক্তার বাহিরে আসিয়াছিল। তাহার চোখে অশ্রু।]

গণেশ। আমি তাদের বুঝিয়ে ব'লব সোমনাথ!

[সোমনাথ চমকাইয়া উঠিল]

সোমনাথ। ডাক্তারবাবু!

গণেশ। আর কেউ না জানুক, আমার ছবু আর আমি তো সব জানি। তুমি নিজেকে সুস্থ রাখবার অনেক চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু তোমাকে ভাল থাকতে দেয় নি। তোমার উপায় ছিল না।

তরংগ। আমার কি উপায় হবে ডাক্তারবাবু! আমি কি করব—আমি কোথায় যাব।

[তরংগ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।]

সোমনাথ। মাষ্টারমশাইকে বলবেন ডাক্তারবাবু—তিনি যখন গলি থেকে চলে যাবেন, তখন যেন তরং আর সতুকে সংগে করে নিয়ে যান। আমি চলে যাচ্ছি···

[উদগত অশ্রু চাপিয়া সে যাইবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইল।]

তরংগ। না—না—দাঁড়াও, যেও না—যেও না—

সোমনাথ। ডাক্তারবাবু, এই মেয়েটাকে জোর করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান তো! আমার সারা জীবন জ্বালিয়েও ওদের আশ মেটে নি—ঘর থেকে বিদেয় করেছি, তবুও যায় নি, এখনও নিশ্চিন্তে আমার চলে যেতে দেবে না—এমন অবুঝ যে চুপ ক'রে কাঁদতে পারে না—ওকে আমার চোখের আড়ালে নিয়ে যান…

[সোমনাথ নিজেই দ্রুত চলিয়া যাইতে চায়—কিন্তু বলরামের কথায় তার পা আটকাইয়া গেল। তরংগের কান্নার মধ্যে সেই কণ্ঠস্বর সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল।]

বলরাম। দাঁড়া—দাঁড়া—ইডিয়েট! আমি এখনও চলে যাই নি। তুই তার আগে চলে যাবার কে?

সোমনাথ। রাতের অন্ধকারেই আমায় চলে যেতে হবে মাষ্টার-মশাই।

বলরাম। তা তো যেতেই হবে রে অন্ধকারের ভূত! কাণা গলিতে বাস করে চোখ কাণা করেছিস্, সকালের আলো সইতে পারবি কেন? তাই গায়ের জোরে অন্ধকার সরাতে চাস—এত সোজা নাকি রে ইডিয়েট? আমি সারা জীবন দিয়ে যা পারলাম না, আর তুই এক মুহূর্তে তাই করবি…

[বলরামের চোখে জল আসিল।]

সোমনাথ। আবার আমি ফিরে আসব!

বলরাম। কোথায় আসবি? তখন তোদের ঘর-সংসার সব হারিয়ে যাবে—এসব কিছুই থাকবে না।

সোমনাথ। সব—সব হারিয়ে যাবে কেন?

গণেশ। যা হারিয়ে যাবে, তাকে কেউ ধরে রাখতে পারে সোমনাথ? আর, যা আসবে তাকে কেউ আটকে রাখতে পারে? সময় হয়েছে সব যাবে—

[উদ্গত অশ্রু চাপিয়া চলিয়া যায়। ভোরের আলো ফুটিতে থাকে। তরংগ চিৎকার করিয়া ওঠে।]

তরংগ। শুধু আমি যাব না—এখানেই থাকব। দেখব, কেমন ক'রে এই পুরোনো ঘরবাড়ী ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ছে মাটির ওপর—কেমন করে ছাতাধরা, নোনা-পোড়া ইটগুলো এক-একখানা করে খসে পড়ছে—

[তরংগ হাসিয়া উঠিতে চায়। তাহার অবস্থা দেখিয়া সোমনাথ চঞ্চল হইয়া উঠে।]

সোমনাথ। ওকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যান মাষ্টারমশাই—জোর করে ধরে নিয়ে যান—

[অর্ধ মূর্ছিতার মতো তরংগ হাসিতে থাকে।]

বলরাম। অমন করে হাসিস না হতভাগা মেয়ে! এখনি তাহ'লে সব নড়ে উঠবে—ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আয় চলে আয় আমার সঙ্গে—

তরংগ। না—কোথাও যাব না। আমি যে দেখব, বড় রাস্তাটা অজগরের মত ছুটে এসে গলিটাকে গিলে খাচ্ছে…সবটা তার পেটের মধ্যে পুরে নিচ্ছে। আর চারিদিকে কত আলো, কত বাতাস—দু'ধারে কত উঁচু বাড়ী—পাঁচতলা—ছ'তলা—আটতলা…

বলরাম। তরং!

[সোমনাথ আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাহুতে চোখ ঢাকিয়া চলিয়া যায়। তরংগের হাসি থামিয়া গেল বলরামের ধমকে। তার কণ্ঠস্বর কান্নায় ডুবিয়া গেল।]

তরংগ। শুধু আমাদের ঘর নেই—সংসার নেই—আর এই অন্ধকার গলিটা নেই!

সমাপ্তি